বাল্মীকিকৃত

রামায়ণ

(গৌড়ীয়-পাঠ)

রামায়ণের নিয়মাবলী—

১। রামায়ণের এক এক খণ্ড প্রতিমাসে বাহির হইবে।

২। প্রত্যেক খণ্ডে রয়েল আটপেজী আকারের অন্যূন ১০৪ পৃষ্ঠা থাকিবে।

৩। প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, প্রয়োজনমত টিপ্পনী, বড় বাঙ্গালা অক্ষরে মূল, লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা ও পাঠান্তর প্রতিখণ্ডে প্রদত্ত হইবে।

৪। রামায়ণের প্রতিখণ্ডের মূল্য—সাধারণ সংস্করণ ১৲ টাকা, রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, গ্রাহকগণের পক্ষে ভি. পি. খরচ লাগিবে না।

পত্র লিখিলেই গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিয়া গ্রাহকের অভিপ্রায়ানুসারে রামায়ণ প্রেরিত হইবে।

চিঠিপত্র টাকাপয়সা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কর্ম্মসচিব—

মেট্রোপলিটান্ প্রিণ্টিং এণ্ড্ পাব্লিশিং হাউস্ লিঃ,

৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড্, কলিকাতা।

'মেট্রোপলিটান্ প্রিণ্টিং এণ্ড্ পাবলিশিং হাউস্ লিঃ' হইতে শ্রীপুলিনবিহারী সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

THE CALCUTTA SANSKRIT SERIES

Edited by

NARENDRACHANDRA VEDANTATIRTHA, M. A.

No. 26

VĀLMĪKI-RĀMĀYANAM

Vol. VI. **XXXI—xxxviii** **Part XLV.**

বাল্মীকীয়ং

রামায়ণম্

(গৌড়ীয়-পাঠঃ)

লোকনাথ-চক্রবর্ত্তিকৃত-টীকয়া টীকান্তরসারভূয়িষ্ঠ-টিপ্পন্যা

বঙ্গানুবাদ-পাঠান্তরাদিভিশ্চ সমলঙ্কৃতম্

পঞ্চচত্বারিংশ-খণ্ডম্

(যুদ্ধকাণ্ডে ৩১—৩৮ সর্গাঃ)

সাংখ্যতীর্থ-মীমাংসাতীর্থ-তত্ত্বরত্ন-শাস্ত্রি-

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ-এম্-এ-

ভট্টাচার্য্যেণ সংস্কৃতম্

METROPOLITAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE, LTD.

90, Lower Circular Road, Calcutta.

1939

কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা

১। **ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্য**—নয়টি টীকা ও সংস্কৃত ভূমিকা সহ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত। ইংরাজী ভূমিকা সহিত। চতুঃসূত্রী, দুই খণ্ড।

মূল্য—১৫৲ টাকা।

২। **বাল্মীকি-রামায়ণ**—(বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত) লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, সম্পাদকীয় টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ সহ—শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর, এম্‌-এ, পি-এ'চ্‌-ডি, বেদান্তশাস্ত্রী সম্পাদিত (৩০ খণ্ড)।

বাল্মীকি-রামায়ণ—৩০শ খণ্ড (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, বিংশ সর্গ) হইতে শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, এম্‌-এ সম্পাদিত।

(৪৮শ খণ্ড, যুদ্ধকাণ্ড, যন্ত্রস্থ।) প্রতিখণ্ড মূল্য—১৲ টাকা।

৩। **কৌলজ্ঞাননির্ণয়**—(মৎস্যেন্দ্রনাথ-প্রস্থানভূত বৌদ্ধতন্ত্র) ইংরাজী ভূমিকা ও টিপ্পনী সহ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি, এম্‌-এ, ডি-লিট্‌ সম্পাদিত।

মূল্য—৬৲ টাকা।

৪। **বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরী**—(সিদ্ধান্তলেশসিদ্ধান্ত) প্রকাশটীকা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভূমিকা, সংস্কৃত ও ইংরাজী টিপ্পনী, সূচীপত্রাদি সহ—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, এম্‌-এ সম্পাদিত।

মূল্য—৪৲ টাকা।

৫। **অভিনয়দর্পণ**—(নন্দিকেশ্বরকৃত) ইংরাজী ভূমিকা, অনুবাদ, টিপ্পনী প্রভৃতি সহ—শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম্‌-এ, পি-এ'চ্‌-ডি, কাব্যতীর্থ সম্পাদিত।

মূল্য—৫৲ টাকা।

৬। **কাব্যপ্রকাশ**—মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারকৃত আদর্শটীকা, সংস্কৃত ভূমিকা, টিপ্পনী প্রভৃতি সহ—শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ ও শ্রীউপেন্দ্রমোহন সাংখ্যতীর্থ সম্পাদিত। ইংরাজী ভূমিকাদি সহিত।

মূল্য—৮৲ টাকা।

৭। **মাতৃকাভেদতন্ত্র**—সংস্কৃত ভূমিকা, টিপ্পনী প্রভৃতি সহ—শ্রীচিন্তামণি ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। ইংরাজী ভূমিকা সহিত।

মূল্য—২৲ টাকা।

৮। **সপ্তপদার্থী**—(ন্যায়-বৈশেষিক প্রকরণগ্রন্থ) মিতভাষিণী, পদার্থ-চন্দ্রিকা, বলভদ্র-সন্দর্ভ, জিনবর্দ্ধনটীকা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভূমিকা, টিপ্পনী প্রভৃতি সহ—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, এম্‌-এ, ও শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ সম্পাদিত।

মূল্য—৪৲ টাকা।

৯। **ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি**—সাতটী টীকা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভূমিকা সহ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত। সাক্ষিবাধবিচার পর্য্যন্ত।

মূল্য—১২৲ টাকা।

১০। **ডাকার্ণব**—(বৌদ্ধতন্ত্র) ইংরাজী ভূমিকা, টিপ্পনী, সূচীপত্র সহ—শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, এম্‌-এ, পি-এ'চ্‌-ডি সম্পাদিত।

মূল্য—৫৲ টাকা

১১। **অধ্যাত্মরামায়ণ**—নরোত্তম, গোপাল চক্রবর্ত্তী ও রামবর্ম্মকৃত টীকা, টিপ্পনী সহ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তরত্ন সম্পাদিত। ইংরাজী ভূমিকা সহিত। দুই খণ্ড।

মূল্য—১২৲ টাকা

নির্যাণাদেব তে বীর চপলা হরিবাহিনী।
নদতাং রাক্ষসানাঞ্চ[১] শ্রুত্বা নাদং দ্রবিষ্যতি ॥ ৯ ॥
চপলা হ্যবিনীতাশ্চ চলচিত্তাশ্চ[২] বানরাঃ।
ঘোষং[৩] তে ন সহিষ্যন্তি সিংহনাদমিব দ্বিপাঃ ॥ ১০ ॥
দ্রবতাং বানরেন্দ্রাণাং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
অবশস্তে নিরালম্বঃ প্রহস্ত বশমেষ্যতি[৪] ॥ ১১ ॥
আপৎ সংশয়িতা শ্রেয়ো ন তু নিঃসংশয়ং কৃতম্।
প্রতিলোমানুলোমঞ্চ[৫] যথা[৬] বা মন্যসে হিতম্ ॥ ১২ ॥

১০। লো-টী। চপলাশ্চঞ্চলা বলবন্তোঽপি অবিনীতা যুদ্ধনীতিরহিতাঃ।

১২। লো-টী। আপৎ সংশয়িতা সন্দিগ্ধাদি শ্রেয়ঃ শুভম্। শ্রেয়ো মুক্তৌ শুভে ধর্ম্মেঽতি-প্রশস্তে তু বাচ্যবদিতি কোষঃ। আপদংশে নিঃসংশয়ং নিঃসন্দিগ্ধং কৃতং কর্ম্ম ন শ্রেয়ঃ অতো যুদ্ধং কার্য্যং ন তু নিবর্ত্তনং, যথা বা যচ্চ প্রতিলোমং প্রতিকূলম্ অনুলোমম্ অনুকূলং ত্বং মন্যসে তৎ হিতং ব্রূহীতি শেষঃ। প্রতিলোমানুলোমেন ইতি পাঠে প্রতিলোমেন প্রতিকূলতয়া অনুলোমে-নানুকূলতয়া, শেষং সমানম্। প্রতিলোমানুলোমাভ্যামিতি পাঠঃ ক্বচিৎ। যথান্যমিতি পাঠে যথান্য-মুপায়ম্। আপৎসু সংশয়ঃ শ্রেয়ঃ ইতি বা সংশয়ঃ জয়পরাজয়য়োঃ সন্দেহস্তেদং যুক্তমিত্যর্থঃ, স এবাশ্রয় আশ্রয়ণীয়ঃ ময়া ন পুনঃ নিঃসংশয়ং কৃতং কর্ম্ম যুদ্ধনিবর্ত্তনম্ ইত্যেতন্মতং মম, অন্যৎ পূর্ব্ববৎ, ন তু নিঃসংশয়ঃ কৃত ইতি পাঠে যুদ্ধাদন্যন্ন মে হিতং চ পাঠে আপদংশে নিঃসন্দিগ্ধোঽর্থঃ শ্রেয়ান্ কৃত ইতি পরেণান্বয়ঃ। করোতীতি কৃতান্ত ইন্দ্রাদীনাং পরাভবকর্ত্তুর্মম প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং হেতুভূতাভ্যাং যুদ্ধাদন্যৎ ন মে হিতং, তস্মাদ্ যুদ্ধমেব কার্য্যম্।

হে বীর, তোমার নির্গমনমাত্রেই বানরবাহিনী চঞ্চল হইয়া উঠিবে এবং রাক্ষসদের গর্জ্জন শুনিয়া তাহারা পলায়ন করিবে ॥ ৯ ॥

হস্তী যেমন সিংহের গর্জ্জন সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ চঞ্চল, দুর্বিনীত ও ক্ষুদ্রচেতা বানরগণ তোমার গর্জ্জন সহ্য করিতে পারিবে না ॥ ১০ ॥

প্রহস্ত, শ্রেষ্ঠ বানরগণ পলায়ন করিলে নিঃসহায় রাম অবশ হইয়া লক্ষ্মণের সহিত তোমার বশীভূত হইবে ॥ ১১ ॥

[যুদ্ধে] বিপদের সন্দেহ আছে, কিন্তু [যুদ্ধ না করিলে] কল্যাণ-লাভ

১। ছ 'রাক্ষসেন্দ্রাণাং'। ২। ছ 'বলবন্তশ্চ'। ৩। ছ 'ঘোরং তে'। ৪। ছ 'বধ-'। ৫। ছ '-মাভ্যাং'। ৬। ছ 'যুদ্ধাদন্যন্ন মে হিতম্'।

রাবণেনৈবমুক্তস্তু প্রহস্তো রক্ষসাং বরঃ।
রাক্ষসেন্দ্রমুবাচেদমসুরেন্দ্রমিবোশনা[১] ॥ ১৩ ॥
রাজন্[২] সংমন্ত্রিতং পূর্ব্বং মন্ত্রিভিঃ কুশলৈঃ সহ।
বিবাদশ্চাপি সংবৃত্তঃ সমুপেত্য পরস্পরম্ ॥ ১৪ ॥
প্রদানেন[৩] তু সীতায়াঃ শ্রেয়ো ব্যবসিতং মম।
অপ্রদানে পুনর্যুদ্ধং দৃষ্টমেতৎ তথৈব[৪] চ ॥ ১৫ ॥
সোঽহং দানৈশ্চ মানৈশ্চ সততং পূজিতস্ত্বয়া।
সান্ত্বৈশ্চ বিবিধৈ রাজন্ কিং ন কুর্য্যাং তব[৫] প্রিয়ম্ ॥ ১৬ ॥

১৩। লো-টী। উশনা শুক্রঃ।

১৪। লো-টী। ন মন্ত্রিতং ত্বয়া, রাজন্ মন্ত্রিতপূর্ব্বং নঃ ইতি পাঠে যুদ্ধং মন্ত্রিতপূর্ব্বং পূর্ব্বং নোঽস্মাভির্মন্ত্রিতং, সমুপেত্য পরস্পরং প্রাপ্য সমেক্ষ্য চেতি বা পাঠঃ।

১৫। লো-টী। ব্যবস্থিতং নির্ণীতং মম ময়া।

১৬। লো-টী। সান্ত্বৈঃ প্রিয়বচনৈঃ।

নিশ্চিত নহে। অথবা ইহার প্রতিকূলে বা অনুকূলে যাহা তুমি হিতকর মনে কর [বলিতে পার] ॥ ১২ ॥

রাবণের এই কথায় রাক্ষসশ্রেষ্ঠ প্রহস্ত অসুররাজের নিকট শুক্রাচার্য্যের ন্যায় বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

হে রাজন্, নিপুণ মন্ত্রীদের সহিত পূর্ব্বেই মন্ত্রণা করা হইয়াছে এবং পরস্পরের মধ্যে মতভেদও ঘটিয়াছে ॥ ১৪ ॥

আমি নিশ্চয় করিয়াছিলাম যে সীতাকে প্রদান করাই ভাল, না করিলে যুদ্ধ সংঘটিত হইবে, সম্প্রতি তাহাই দেখা যাইতেছে ॥ ১৫ ॥

রাজন্, আপনি দান, মান ও প্রিয়বাক্যদ্বারা নিরন্তর আমার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি আপনার কোন্ প্রিয় কার্য্য না করিতে পারি? ॥ ১৬ ॥

১। ছ '-শনাঃ'। ২। ছ 'মন্ত্রিতপূর্ব্বং নঃ কুশলৈর্মন্ত্রিভিঃ সহ'। ৩। ছ 'প্রতিদানে তু'। ৪। ছ 'তু'। ৫। ছ 'প্রিয়ং তব'।

মদ্বাণাশনিবেগেন হতানাং তু রণাজিরে।
অদ্য তৃপ্যন্তু মাংসেন পক্ষিণঃ কাননৌকসাম্ ॥ ১৭ ॥

ন হি মে জীবিতং রক্ষ্যং পুত্রদারধনানি চ।
সংপশ্য মাং জুহূষন্তং ত্বদর্থে জীবিতং যুধি ॥ ১৮ ॥

এবমুক্ত্বা[১] তু ভর্ত্তারং রাবণং বাহিনীপতিঃ।
উবাচেদং বলাধ্যক্ষং প্রহস্তঃ পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ১৯ ॥

সমানয়স্ব মে ক্ষিপ্রং রাক্ষসানাং মহদ্বলম্।
অদ্য তাং নিহনিষ্যামি[২] বেগেন মহতীং[৩] চমূম্ ॥ ২০ ॥

এবমুক্তঃ প্রহস্তেন বলাধ্যক্ষঃ কৃতত্বরঃ।
বলমুদ্‌যোজয়ামাস[৪] তস্মিন্ রাক্ষসমন্দিরে ॥ ২১ ॥

১৭। লো-টী। মদ্বাণা এবাশনয়ঃ বজ্রাস্তেষাং বেগেন।
১৮। লো-টী। জুহূষন্তং হোতুমিচ্ছন্তম্।

অদ্য রণাঙ্গনে আমার বজ্রতুল্য বাণদ্বারা নিহত বানরদের মাংসে পক্ষিগণ তৃপ্তি লাভ করুক ॥ ১৭ ॥

[আপনার জন্য] পুত্র, ভার্য্যা, ধন এবং জীবন কিছুই আমার রক্ষণীয় নহে, দেখুন, আমি আপনার জন্য যুদ্ধে জীবনকে আহুতি প্রদান করিতে অভিলাষ করিতেছি ॥ ১৮ ॥

সেনাপতি প্রহস্ত রাজা রাবণকে এইরূপ বলিয়া পুরোবর্ত্তী সৈন্যাধ্যক্ষকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৯ ॥

শীঘ্রই আমার নিকট বিপুল রাক্ষসসৈন্য উপনীত কর, আজ আমি বেগে সেই বানর-বাহিনীকে নিহত করিব ॥ ২০ ॥

প্রহস্তের এই কথায় সৈন্যাধ্যক্ষ ত্বরান্বিত হইয়া সেই রাক্ষসভবনে সৈন্য সজ্জিত করিল ॥ ২১ ॥

১। ছ 'সং'। ২। ছ 'নাশয়িষ্যামি'। ৩। ছ 'হরিবাহিনীম্'। ৪। ছ 'চোদয়ামাস রক্ষাংসি'।

সা বভূব মুহূর্ত্তেন তিগ্মনানাবিধায়ুধৈঃ[১] ।

লঙ্কা রাক্ষসবীরৈস্তৈর্গজৈরিব সমাকুলা ॥ ২২ ॥

হুতাশনং তর্পয়তাং ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যতাম্ ।

হব্যগন্ধং[২] প্রতিবহন্ সুরভির্মারুতো ববৌ ॥ ২৩ ॥

তর্পয়িত্বা তু তে[৩] হব্যৈর্বিধিবজ্জাতবেদসম্ ।

ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্যাগ্রে সংগ্রামাভিমুখাঃ[৪] স্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥

তে স্রজো বিবিধাকারাঃ শিরোভিরভিমন্ত্রিতাঃ ।

সংগ্রামসজ্জাঃ সংহৃষ্টাঃ ধারয়ন্তো মহাবলাঃ[৫] ॥ ২৫ ॥

২২। লো-টী। তিগ্মৈস্তীক্ষ্ণৈর্নানায়ুধৈরাকুলৈঃ রাক্ষসবীরৈঃ। তিগ্মনানায়ুধধ্বজৈরিতি পাঠে তিগ্মানি ভয়ঙ্করাণি নানায়ুধানি ধ্বজাশ্চ যেষাং তৈঃ।

২৩। লো-টী। নমস্যতাং নমস্কুর্ব্বতাং রক্ষসাং মধ্যে। আজ্যগন্ধবহঃ পুণ্য ইতি পাঠে পুণ্যো মনোরমঃ।

২৪। লো-টী। তস্মিন্ সময়ে, সংগ্রামায়াভবন্ স্থিতা ইতি বা পাঠঃ।

২৫। লো-টী। তে নিশাচরাঃ, স্রজশ্চেতি বা পাঠঃ। সংগ্রামসজ্জাঃ সংগ্রামায় সজ্জাঃ সংভৃতা রাজ্ঞা প্রেষিতা ইত্যর্থঃ, সজ্জাঃ সন্নদ্ধাঃ কবচিনো বা। 'সজ্জঃ সন্নদ্ধে সংভৃতে ত্রিষ্বি'তি কোষঃ। সংগ্রামমত্তা ইতি বা পাঠঃ। স্রজো ধারয়ন্তঃ পর্য্যবারয়ন্নিত্যন্বয়ঃ।

সেই লঙ্কানগরী মুহূর্ত্তমধ্যে নানাবিধ তীব্র অস্ত্রধারী হস্তীর ন্যায় বীর রাক্ষস-বৃন্দে সমাকীর্ণ হইল ॥ ২২ ॥

তাহারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিল, ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিল, হব্যগন্ধ বহন করিয়া সুরভি বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

তাহারা যথাবিধি আহুতিদ্বারা অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়া এবং ব্রাহ্মণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া রণক্ষেত্রের অভিমুখে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

১। ছ '-য়ুধাকু-?'। ২। ছ 'আজ্য-'। ৩। ছ 'তস্মিন্ বিধি-'। ৪। ছ '-মায়াভবন্'। ৫। ছ 'নিশাচরাঃ'।

ধনুর্হস্তাঃ কবচিনো বেগেনাপ্লুত্য রাক্ষসাঃ।

রাবণং প্রেক্ষ্য রাজানং প্রহস্তং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ২৬ ॥

অথামন্ত্র্যৈব[1] রাজানং ভেরীমাহত্য ভৈরবীম্।

আরুরোহ[2] রথং দিব্যং প্রহস্তঃ সজ্যকার্ম্মুকঃ ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বায়ুধজয়োপেতং[3] কিঙ্কিণীশতনাদিতম্।

হয়ৈর্ম্মনোজবৈর্যুক্তং সম্যক্ সূতপ্রচোদিতম্ ॥ ২৮ ॥

২৭। লো-টী। গজৈর্ব্বাজিভিশ্চ যুতমাবৃতং, যদ্বা গজা ইব যে বাজিনঃ সজ্জং জ্যাসহিতং কার্ম্মুকং যস্য সঃ। সজ্যকার্ম্মুকমিতি বা পাঠঃ। অন্বারোহৎ ইত্যস্য বিশেষণম্। আরুরোহ ইতি বা পাঠঃ। স রথশ্রেষ্ঠম্ আরুহ্য যুদ্ধায় নানাদাবিতি (?) শেষঃ। আরুরোহ ইতি বা পাঠঃ। রথং বিশিনষ্টি সার্দ্ধত্রয়েণ।

২৮। লো-টী। সর্ব্বায়ুধসমোপেতমিতি পাঠে উপসর্গত্রয়ং সর্ব্বায়ুধৈঃ সম্যক্ আ সমন্তাদুপেতং যুক্তং, যদ্বা সমানি আয়ুধানি আয়ুধসমানি তৈঃ, সস্য পরনিপাতঃ। সর্ব্বায়ুধ-চয়োপেতমিতি বা পাঠঃ।

সংগ্রামার্থে সজ্জিত সেই মহাবলশালী রাক্ষসগণ মস্তকে মন্ত্রপূত মাল্য ধারণ করিয়া কবচ ও ধনুক ধারণপূর্ব্বক বেগে আসিয়া রাজা রাবণকে দর্শন করত প্রহস্তকে পরিবেষ্টিত করিল ॥ ২৬ ॥

তারপর প্রহস্ত রাজাকে সম্ভাষণ করিয়া ভীষণ ভেরী নিনাদ করত জ্যাযুক্ত কার্ম্মুক লইয়া মনোহর রথে আরোহণ করিলেন ॥ ২৭ ॥

সেই রথ সমস্ত আয়ুধসমন্বিত, শত কিঙ্কিণীরবে মুখরিত। মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বদ্বারা পরিবাহিত এবং উত্তম সারথি কর্ত্তৃক পরিচালিত ॥ ২৮ ॥

১। ছ '-মন্ত্র্য চ'। ২। ছ অন্তার্দ্ধস্য স্থানে 'অন্বারোহন্ত সংহৃষ্টা গজবাজিরথান্ দ্রুতম্। প্রণম্য রাবণঞ্চৈব প্রহস্তঃ সজ্জকাপিতম্ (?)। আরুহ্য স রথশ্রেষ্ঠং কাঞ্চনাঙ্গদকুণ্ডলঃ'। ইতি পাঠঃ। ৩। ছ '-সমো-'।

মহাজলদনির্ঘোষং[1] দীপ্তচন্দ্রার্কবর্চসম্ ।
উদগ্রধ্বজং[2] দুর্ধর্ষং সুবরূথং[3] পরিষ্কৃতম্ ।
সুবর্ণজালসংছন্নং প্রজ্বলন্তমিব শ্রিয়া ॥ ২৯ ॥
স তু তং রথমাস্থায় রাবণার্পিতশাসনঃ ।
লঙ্কায়া নির্যযৌ তূর্ণং বলেন মহতাবৃতঃ ॥ ৩০ ॥
ততো দুন্দুভিনির্ঘোষঃ[4] পর্য্যন্যনিনদোপমঃ[5] ।
শুশ্রুবে শঙ্খশব্দশ্চ প্রয়াতে বাহিনীপতৌ ॥ ৩১ ॥
ব্যূহেনৈবাথ[6] ঘোরেণ পূর্ব্বদ্বারেণ নির্যযৌ ।
গজযূথনিকাশেন বলেন মহতাবৃতঃ ॥ ৩২ ॥

২৯। লো টী। মহাজলদসঙ্কাশমিতি বৃহত্ত্বেন, দীপ্তচন্দ্রার্কবর্চ্চসমিতি দীপ্ত্যা সাম্যম্। শ্রীমচ্চন্দ্রার্কেতি বা পাঠঃ। মহাজলদনির্ঘোষমিতি বা ক্বচিৎ পাঠঃ।

তুরগোঽশ্বো ধ্বজো যত্র তঞ্চ দুর্দ্ধর্ষঞ্চ অক্ষোভ্যং সবরূথং বরূথেন রথিন উপবেশন-বেশ্মনা সহিতম্। 'বরূথঃ চর্ম্মবেশ্মনো'রিতি কোষঃ। 'স্ববস্করং' শোভনোঽবস্করো গুহ্যং রহঃস্থানং যত্র তম্। 'স্বরুগুহ্যেঽপ্যবস্কর' ইত্যমরঃ। স্বভাস্বরমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। শ্রিয়া কান্ত্যা।

৩০। লো-টী। রাবণার্পিতশাসনঃ রাবণদত্তাজ্ঞঃ। 'শাসনং রাজদত্তোর্ব্ব্যাং লেখাজ্ঞা-শাস্ত্রশাস্তিষু' ইতি কোষঃ। (মেদিনী)।

৩২। লো-টী। ব্যূহেন চতুর্দ্দিশং বলবিন্যাসেন গজযূথানি নিতরাং কাশন্তে প্রকাশন্তে যত্র তেন বলেন।

তাহার নির্ঘোষ মহামেঘের ন্যায়, তাহার প্রভা প্রদীপ্ত সূর্য্য-চন্দ্রের ন্যায়, তাহা উন্নমিত ধ্বজ ও উত্তম বরূথ (রথাবরণ)-যুক্ত, দুর্দ্ধর্ষ ও পরিষ্কৃত; তাহার গবাক্ষ সুবর্ণময় এবং তাহা যেন সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥

প্রহস্ত রাবণের আদেশে সেই রথে আরোহণ করিয়া বিপুল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সত্বর লঙ্কানগরী হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৩০ ॥

তারপর সেই সেনাপতি প্রস্থান করিলে মেঘধ্বনির ন্যায় দুন্দুভিধ্বনি ও শঙ্খ-ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

অনন্তর প্রহস্ত হস্তিযূথের ন্যায় বিপুল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ভীষণ ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক পূর্ব্বদ্বার দিয়া নির্গত হইলেন ॥ ৩২ ॥

১। ছ '-সঙ্কাশং'। ২। ছ 'তুরগধ্বজদুর্দ্ধর্ষং'। ৩। ছ 'সবন্ধুরম্'। ৪। ছ '-ষং'। ৫। ছ '-পমম্'। ৬। ছ 'সুঘো-'

বিনদন্তঃ স্বরান্ ঘোরান্ রাক্ষসা জগ্মুরগ্রতঃ।[1]
ভীমরূপা মহাকায়াঃ প্রহস্তস্য পুরঃসরাঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্য নির্যাণঘোষেণ[2] রাক্ষসানাঞ্চ গর্জিতৈঃ।
লঙ্কায়াং সর্ব্বভূতানি বিনেদুর্বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্যভ্রমাকাশমাবৃত্য[3] ঘোররূপঃ খরস্বনঃ।[4]
ববর্ষ রুধিরং দেবঃ প্রহস্তস্য রথোপরি ॥ ৩৫ ॥

ধ্বজমূর্দ্ধনি[5] গৃধ্রোঽস্য নিলীনো দক্ষিণামুখঃ।
বমন্ত্যঃ[6] পাবকজ্বালাঃ শিবা ঘোরা ববাশিরে ॥ ৩৬ ॥

(লো-টী।) সাগরপ্রতিমঃ সাগরতুল্যঃ ওঘো বেগো যস্য তেন বলেন। সাগর-প্রতিঘোষেণেতি বা পাঠে সাগরপ্রতিমঃ।

৩৪। লো-টী। বিকৃতৈঃ স্বভাবতো ভিন্নৈঃ।

৩৫। লো-টী। ব্যভ্রং বিগতমেঘম্ আবিশ্য তিরোভূত্বা। 'দেবো মেঘে সুরে রাজ্ঞি স্যান্নপুংসকমিন্দ্রিয়ে' ইতি কোষঃ।

৩৬। লো-টী। ববাশিরে শব্দং চক্রুঃ। পবর্গতৃতীয়ঃ।

প্রহস্তের পুরোবর্ত্তী ভীষণাকৃতি বিশালকায় রাক্ষসগণ ভীষণ স্বরে গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

তাঁহার গমনশব্দে এবং রাক্ষসদের গর্জ্জনে লঙ্কার সমস্ত প্রাণীই বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ৩৪ ॥

নির্ম্মল আকাশে সহসা কঠোরগর্জ্জনকারী ভীষণাকৃতি মেঘ আবির্ভূত হইয়া প্রহস্তের রথের উপর রুধির বর্ষণ করিল ॥ ৩৫ ॥

ভীষণ শৃগালসমূহ ইহার ধ্বজাগ্রে অবস্থান করিয়া দক্ষিণমুখে অগ্নিশিখা উদ্গিরণ করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

১। অতঃপরং ছ 'সাগরপ্রতিমৌঘেন বলেন মহতা বৃতঃ। প্রহস্তো নির্যযৌ ক্রুদ্ধঃ কালান্তকযমোপমঃ ॥' ইত্যধিকম্। ২। ছ 'গর্জ্জতাং'। ৩। ছ '-মাবিশ্য'। ৪। ছ '-পথর-'। ৫। ছ 'মূর্দ্ধ্নি সুসংলীনো গৃধ্রো বৈ'। ৬। ছ '-ন্তঃ'।

অন্তরীক্ষাৎ পপাতোল্কা বায়ুশ্চ পরুষো ববৌ।
অন্যোন্যমভিসংরুদ্ধা[১] গ্রহাশ্চ ন চকাশিরে।
প্রয়াতস্যাস্য সংগ্রামং[২] ছায়া চ বিগতাভবৎ ॥ ৩৭ ॥
সারথের্বহুশশ্চাস্য[৩] পৃতনামুপগাহতঃ।
প্রতোদো ন্যপতদ্ভূমৌ হস্তাৎ তস্যাশ্বসাদিনঃ[৪] ॥ ৩৮ ॥
নির্যাণে শ্রীশ্চ তস্যাসীদ্ ভাস্বরী[৫] যা সুদুর্লভা।
[৬]সা ননাশ মুহূর্ত্তেন সংগ্রামমভিযায়িনঃ ॥
অশ্রুপূর্ণমুখাশ্চাস্য[৭] সমে চ স্খলিতা হয়াঃ[৮] ॥ ৩৯ ॥

৩৭। লো-টী। ছায়া চ বিগতা অদৃশ্যা।

৩৮। লো-টী। অস্য প্রহস্তস্য তস্য সারথেঃ বহুশো বারং বারং প্রতোদঃ কষা অশ্বসাদিনোহশ্বারোহস্য, অত্র অশ্বপদং গজরথবারণার্থং, 'সাদী তুরঙ্গমাতঙ্গরথারোহেষু দৃশ্যতে' ইতি কোষঃ। প্রতোদো ন্যপতদ্ধস্তাৎ সূতস্য হয়সাদিনঃ ইতি পাঠে সূতস্য রাবণপ্রেরিতস্য, 'সূতঃ প্রসূতে প্রেরিতে ত্রিষু' ইতি কোষঃ। হয়শালিন ইতি পাঠে হয়েষু হয়শিক্ষাসু শালিনঃ শ্লাঘ্যস্য।

৩৯। লো-টী। যা ভাস্বরী শ্রীঃ সা তস্য নির্যাণে সুদুর্লভা আসীৎ, নাসীদিত্যর্থঃ। সালানঃ বন্ধনসহিতঃ [illegible]স্থানাৎ প্রাপতৎ মুহূর্ত্তেন গমনকালে সমেত্য পরস্পরং মিলিত্বা স্খলিতাঃ পতিতাঃ সর্ব্বে।

অন্তরীক্ষ হইতে উল্কা নিপতিত হইল, কর্কশ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, গ্রহগণ পরস্পর সমাচ্ছন্ন হইয়া নিষ্প্রভ হইল, যুদ্ধে গমনকারী প্রহস্তের ছায়া অন্তর্হিত হইল ॥ ৩৭ ॥

সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট সারথির হস্ত হইতে বারংবার প্রতোদ (কষা) ভূপতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

যাত্রাকালে তাঁহার যে দুর্লভ শোভা হইয়াছিল সংগ্রামাভিমুখী হইবামাত্র মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা বিনষ্ট হইল, তাঁহার সমস্ত অশ্বেরই পদস্খলন হইল এবং তাহাদের মুখমণ্ডল অশ্রুপূর্ণ হইল ॥ ৩৯ ॥

১। ছ '-রুদ্ধা'। ২। ছ 'সংগ্রামে'। ৩। ছ '-স্তস্য তং রথং চাপবাহতঃ'। ৪। ছ '-স্যাশু গচ্ছতঃ'। ৫। ছ 'ভাস্বরী'। ৬। ছ অস্য পূর্ব্বার্দ্ধং নাস্তি। ৭। ছ 'প্রাস্থানাদশ্বিণো হয়ঃ। ৮। অতঃপরং ছ 'স্যন্দনাচ্চ মুহূর্ত্তেন সমেত্য চলিতা হয়াঃ'। ইত্যধিকম্।

তান্ সমীক্ষ্য মহোৎপাতান্ প্রহস্তো ভৃশদারুণান্।
আত্মবীর্য্যং বিব্রুবানো রাক্ষসানিত্যুবাচ হ ॥ ৪০ ॥
কালো ভবেয়ং কালস্য দহেয়মপি পাবকম্।
মৃত্যুং মরণধর্ম্মেণ সংযোজয়িতুমুৎসহে ॥ ৪১ ॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্তস্য রণাজিরে।
সুসংরব্ধতরা জগ্মূ রাক্ষসা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৪২ ॥
[১]ততস্তমভিনির্যান্তং প্রখ্যাতবলপৌরুষম্।
নানাপ্রহরণা সংখ্যে কপিসেনাভ্যবর্ত্তত ॥ ৪৩ ॥
[২]অথ ঘোষঃ সুতুমুলো হরীণাং সমজায়ত।
বৃক্ষানারুজতাং[৩] চৈব গুর্ব্বীশ্চ[৪] গৃহ্নতাং শিলাঃ ॥ ৪৪ ॥

৪০। লো-টী। প্রব্রুবানঃ প্রকাশয়ন্।
৪২। লো টী। রণাজিরে রণবিষয়ে।
৪৪। লো-টী। রুজতাং ভঙ্গং প্রাপ্নুবতাম্, আদিচ্ছতাং গৃহ্নতাম্।

প্রহস্ত অত্যন্ত ভয়াবহ সেই সমস্ত অশুভ চিহ্ন দর্শন করিয়া স্বীয় পরাক্রম বিবৃত করিতে করিতে রাক্ষসদিগকে এই কথা বলিলেন—॥ ৪০ ॥

"আমি কালেরও কাল হইতে পারি, পাবককেও দগ্ধ করিতে পারি এবং মৃত্যুরও মরণ ঘটাইতে পারি" ॥ ৪১ ॥

সেই প্রহস্তের ঐ কথা শুনিয়া রাক্ষসগণ অতিশয় উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় সমরক্ষেত্রে গমন করিল ॥ ৪২ ॥

তার পর বিখ্যাত বলবিক্রমশালী প্রহস্ত নিষ্ক্রান্ত হইলে নানাপ্রহরণধারী বানরসৈন্য তাহার সম্মুখীন হইল ॥ ৪৩ ॥

তার পর বানরগণের গাছ ভাঙ্গিবার এবং বিশাল শিলা উত্তোলনের তুমুল শব্দ উত্থিত হইল ॥ ৪৪ ॥

১। ছ 'প্রহস্ত-'। ২। ছ 'ততঃ সুতুমুলো ঘোষঃ কপীনাং'। ৩। ছ 'বৃক্ষাণাং রুজতাং'। ৪। ছ '-শ্চোৎক্ষিপতাং'।

উভে প্রমুদিতে সেনে[1] রক্ষোগণবনৌকসাম্।
বেগিতানাং সমর্থানামন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণাম্[2] ॥ ৪৫ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে প্রহস্তনির্যাণং নাম
একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

৪৫। লো-টী। বেগিতানাং সঞ্জাতবেগানাম্।
(লো-টী।) নিধনায় আত্মনাশায়, শলভঃ কীটঃ, বিভাবসুমগ্নিম্।
প্রহস্তনির্যাণম্ ॥ ৩১ ॥

পরস্পরের বধাভিলাষী রাক্ষস ও বানরগণের সামর্থ্যশালী ও বেগশালী দুই দল সৈন্যই আনন্দিত হইল ॥ ৪৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে প্রহস্তনির্যাণ-নামক
৩১শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

১। ছ 'সৈন্যে'। ২। ছ অতঃপরং 'রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ বভূব তুমুলো ধ্বনিঃ। ততঃ প্রহস্তঃ কপিবাহিনীং ত,দা প্রতিপ্রতস্থে নিধনায় দুর্মতিঃ। বিবৃদ্ধবেগং বনদাহদারুণং, যথা মুমূর্ষুঃ শলভো বিভাবসুম্ ॥' ইত্যধিকম্।

(৩২) দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

ততঃ প্রহস্তং নির্যান্তং ভীমং ভীমপরাক্রমম্ ।
গর্জন্তং সুমহাকায়ং রাক্ষসৈরভিসংবৃতম্ ॥ ১ ॥
দদর্শ মহতী সেনা বানরাণাং বলীয়সাম্ ।
অভিসঞ্জাতহর্ষাণাং[১] প্রহস্তমভিনর্দতাম্ ॥ ২ ॥
খড়্গাশক্ত্যৃষ্টিবাণাশ্চ শূলানি মুষলানি চ ।
গদাশ্চ পরিঘাশ্চৈব বিবিধাশ্চ পরশ্বধাঃ ॥ ৩ ॥
ধনূংষি চ বিচিত্রাণি রাক্ষসানাং জয়ৈষিণাম্ ।
প্রগৃহীতান্যশোভন্ত বানরানভিধাবতাম্ ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। অভিসঞ্জাতহর্ষাণাম্ অভিসম্প্রাপ্তহর্ষাণাম্, অভি লক্ষ্যীকৃত্য নর্দতাং গচ্ছতাম্। অতিসঞ্জাতহর্ষাণাং প্রহস্তমভিগর্জ্জতামিতি বা পাঠঃ।

৪। লো-টী। রাক্ষসানাং রাক্ষসৈঃ প্রগৃহীতানি।

বলবান্ বানরগণের আনন্দসঞ্চার হইল, তাহারা প্রহস্তের উদ্দেশ্যে গর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহাদের বিশাল বাহিনী পুরীমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত রাক্ষসগণপরিবৃত ভীষণ পরাক্রমশালী বিশালকায় গর্জ্জনকারী প্রহস্তকে দর্শন করিতে লাগিল ॥ ১-২ ॥

জয়াভিলাষী রাক্ষসগণ বানরগণের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল, খড়্গ, শক্তি, ঋষ্টি, বাণ, শূল, মুষল, গদা, পরিঘ, বহুবিধ পরশু ও বিচিত্র ধনুঃ তাহাদের হস্তে শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩-৪ ॥

১। ছ '-জাতপ্রহর্ষাণাং'।

জগৃহুঃ পাদপাংশ্চৈব পুষ্পিতান্ বানরর্ষভাঃ।
শিলাশ্চ বিবিধাকারা যোদ্ধুকামাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৫ ॥

তেষামন্যোন্যমাসাদ্য সংগ্রামঃ সুমহানভূৎ।
বহূনামশ্মবৃষ্টিঞ্চ[১] শরবৃষ্টিঞ্চ[২] বর্ষতাম্ ॥ ৬ ॥

বহবো রাক্ষসা যুদ্ধে বহূন্ বানরযূথপান্।
বানরাশ্চাপি রক্ষাংসি নিজঘ্নুর্বহবো বহূন্ ॥ ৭ ॥

শূলৈঃ প্রমথিতাঃ[৩] কেচিদসৃগ্ বেমুঃ প্লবঙ্গমাঃ।
পরিঘৈরাহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ ছিন্নাঃ পরশ্বধৈঃ ॥ ৮ ॥

নিরুচ্ছ্বাসাঃ পুনঃ কেচিন্নিপেতুর্[৪]ধরণীতলে।
বিচ্ছিন্নশিরসঃ[৫] কেচিৎ কেচিদিষুভিরর্দ্দিতাঃ[৬] ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। বিবিধাকারা বিপুলা দীর্ঘা ইতি বা পাঠঃ।
৬। লো-টী। অশ্মবৃষ্টীঃ শরবৃষ্টীশ্চ বর্ষতাং তেষামিত্যন্বয়ঃ।
৭। লো-টী। বহূন্ বহূনি।

শ্রেষ্ঠ বানরগণ যুদ্ধাভিলাষে লাফ দিয়া পুষ্পিত বৃক্ষ এবং নানা আকারের শিলা গ্রহণ করিল ॥ ৫ ॥

শিলাবৃষ্টি ও শরবৃষ্টি-বর্ষণকারী তাহাদের অনেকেরই পরস্পরকে পাইয়া মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইল ॥ ৬ ॥

যুদ্ধে বহু রাক্ষস বহু বানরদলপতিকে এবং বহু বানর বহু রাক্ষসকে নিহত করিল ॥ ৭ ॥

কোন কোন বানর শূলাঘাতে আহত হইয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল, কেহ কেহ পরিঘ দ্বারা আহত হইল, কেহ কেহ কুঠারাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইল ॥ ৮ ॥

কেহ কেহ উচ্ছ্বাসবিহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল, কাহারও মস্তক ছিন্ন হইল, কেহ কেহ বাণাঘাতে পীড়িত হইল ॥ ৯ ॥

১। ছ '-ষ্টীশ্চ'। ২। ছ '-ষ্টীশ্চ'। ৩। ছ '-দায়ুধৈশ্চ প্লবঙ্গমাঃ'। ৪। ছ '-ৎ পতিতা ধর-'। ৫। ছ 'বিভিন্ন-'। ৬। ছ '-দিষুসন্ধানসর্জ্জিতাঃ'।

কেচিদ্দ্বিধাকৃতাঃ খড়্গৈঃ স্ফুরন্তঃ পতিতা ভুবি।
বানরা রাক্ষসৈঃ শূলৈঃ[1] পার্শ্বতশ্চ বিদারিতাঃ[2] ॥ ১০ ॥

বানরৈশ্চাপি সক্রোধৈ[3] রাক্ষসৌঘাঃ সমন্ততঃ।
পাদপৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ সংপিষ্টা ধরণীতলে ॥ ১১ ॥

বজ্রস্পর্শৈস্তলৈশ্চান্যে মুষ্টিভিশ্চ হতা ভৃশম্।
বেমুঃ শোণিতমাস্যেভ্যো[4] বিকীর্ণ[5]দশনাঃ ক্ষিতৌ ॥ ১২ ॥

আর্ত্তস্বরং বিনদতাং[6] সিংহনাদাংশ্চ[7] কুর্ব্বতাম্।
বভূব তুমুলঃ শব্দো হরীণাং রক্ষসাং তথা[8] ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। স্ফুরন্তশ্চলন্তঃ।
১১। লো-টী। সংপিষ্টাশ্চূর্ণীকৃতাঃ।
১২। লো-টী। বিশেষেণ কীর্ণাশ্ছিন্না দশনা দন্তা যেষাং তৈঃ।
১৩। লো-টী। বিনদতাং কুর্ব্বতাম্।

কোন কোন বানর রাক্ষসগণের শূলাঘাতে পার্শ্বদেশে বিদারিত হইল, কহ কেহ খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূপতিত হইয়া ধরফড় করিতে াগিল ॥ ১০ ॥

বানরগণও ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিকে রাক্ষসগণকে বৃক্ষ ও পর্ব্বতশৃঙ্গ দ্বারা ূতলে নিষ্পেষিত করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

কেহ কেহ বজ্রের ন্যায় কঠোর স্পর্শবিশিষ্ট চপেট ও মুষ্ট্যাঘাতে অত্যন্ত াহত, ভগ্নদন্ত ও ভূপতিত হইয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

বানরগণ ও রাক্ষসগণের আর্ত্তনাদ ও সিংহনাদের তুমুল শব্দ হইতে াগিল ॥ ১৩ ॥

১। ছ 'শূরৈঃ'। ২। ছ 'পার্শ্বতঃ প্রবিদারিতাঃ'। ৩। ছ 'সংক্রুদ্ধৈ'। ৪। ছ '-মঙ্গেভ্যো'। । ছ 'বিশীর্ণ-'। ৬। ছ 'নিন-'। ৭। ছ '-দক্ষ'। ৮। ছ 'রাক্ষসৈঃ সহ'।

বানরা রাক্ষসাশ্চৈব বীরমার্গমনুব্রতাঃ।
বিবৃত্তনয়নাঃ[১] ক্রুদ্ধাশ্চক্রুঃ কর্ম্মাণ্যভীতবৎ[২] ॥ ১৪ ॥

এতস্মিন্নন্তরে শূরাঃ প্রহস্তস্য বশানুগাঃ[৩]।
ধুরন্ধরঃ কুম্ভহনুর্মহানাদঃ সমুন্নদঃ।
এতে[৪] প্রহস্তসচিবাঃ সর্ব্বে জঘ্নুর্বনৌকসঃ ॥ ১৫ ॥

তেষামাপততাং শীঘ্রং নিঘ্নতাং চৈব বানরান্।
দ্বিবিদো গিরিশৃঙ্গেণ জঘানৈকং ধুরন্ধরম্ ॥ ১৬ ॥

দুর্ম্মুখঃ পুনরাদায় কপিঃ সুবিপুলং দ্রুমম্।
অপরোক্ষং প্রহস্তস্য সমুন্নদমপোথয়ৎ ॥ ১৭ ॥

১৪। লো-টী। বীরমার্গং শূরাণাং পন্থানম্ অনুব্রতা অনুবর্ত্তমানাঃ। বিবৃত্তবদনা যুদ্ধাভিমুখাঃ। বিবৃত্তনয়না ইতি পাঠে বিশেষেণ বৃত্তানি বহুলানি নিমেষশূন্যানি নয়নানি যেষাং তে।

১৫। লো·টী। 'ধুরন্ধরঃ কুম্ভহনুর্মহানাদঃ সমুন্নদঃ' ইতি প্রায়শঃ পাঠঃ। বিমলবোধস্যায়ং পাঠঃ। ধুরন্ধরঃ কুম্ভহনুর্মহাপার্শ্বো বিদূরথঃ হনূরুহঃ সন্নতিমান্ মহানাদঃ সমুদ্ধত ইতি অষ্টৌ তস্য সচিবাঃ।

বানরগণ ও রাক্ষসগণ বীরমার্গের অনুবর্ত্তী হইয়া ক্রোধে নয়ন ঘূর্ণিত করত নির্ভীকের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

এই সময়ে প্রহস্তের অনুগত বন্ধু ধুরন্ধর, কুম্ভহনু মহানাদ ও সমুন্নদ এই চারিজন বীর বানরদের অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ১৫ ॥

তাহারা দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া বানরদিগকে বধ করিতে লাগিল। 'দ্বিবিদ' পর্ব্বতশৃঙ্গ দ্বারা তন্মধ্যে ধুরন্ধরকে নিহত করিলেন ॥ ১৬ ॥

বানর 'দুর্ম্মুখ' বিশাল বৃক্ষ লইয়া প্রহস্তের সমক্ষেই 'সমুন্নদ'কে নিহত করিলেন ॥ ১৭ ॥

১। ছ '-দশনাঃ'। ২। ছ '-ভীরুবৎ'। ৩। ছ 'পদা-'। ৪। ছ 'প্রহস্তসচিবাস্তে তে'।

জাম্ববাংস্তু সুসংক্রুদ্ধ উৎপাট্য মহতীং শিলাম্।
ন্যপাতয়ন্মহাবীর্য্যো মহানাদস্য বক্ষসি ॥ ১৮ ॥

অথ কুম্ভহনোস্তারস্তরসা সংযুগে[১] বলী।
বৃক্ষেণ[২] মহতাপ্লুত্য প্রাণানাদত্ত সংযুগে ॥ ১৯ ॥

অমৃষ্যমাণস্তৎ কর্ম্ম প্রহস্তো রথমাস্থিতঃ[৩]।
চকার কদনং ঘোরং ধনুষ্পাণির্বনৌকসাম্ ॥ ২০ ॥

আবর্ত্ত ইব সংজজ্ঞে বলস্য মহতো মহান্।
ক্ষুভিতস্যাপ্রমেয়স্য সাগরস্যেব সংপ্লবে[৪] ॥ ২১ ॥

মহতা হি শরৌঘেণ প্রহস্তো যুধি দুর্ম্মদঃ[৫]।
অর্দ্দয়ামাস সংক্রুদ্ধো বানরান্ পরমাহবে[৬] ॥ ২২ ॥

২০। লো-টী। অমৃষ্যমাণঃ অসহমানঃ।

২১। লো-টী। মহতো রণস্য সাগরস্যেব আবর্ত্তঃ ভ্রমণং সংজজ্ঞে স চাবর্ত্তঃ সংপ্লবে প্রলয়কালে ইব অপ্রমেয়স্যাপরিমিতস্য, সংপ্লবঃ ইতি পাঠে বলস্য সংপ্লবঃ সম্যক্ প্লবনং চক্রাকারেণ গমনং সংজজ্ঞে, সাগরস্য আবর্ত্ত ইব, বলস্য কীদৃশস্য ? সাগরস্যেবাপ্রমেয়স্যাপরিমিতস্য।

মহাবীর্য্য জাম্ববান্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একটী বৃহৎ শিলা উৎপাটিত করিয়া 'মহানাদে'র বক্ষঃস্থলে নিপাতিত করিলেন ॥ ১৮ ॥

সমরপরাক্রান্ত 'তার' বেগে লম্ফ প্রদান করিয়া বিশাল বৃক্ষদ্বারা সংগ্রামে 'কুম্ভহনু'র প্রাণ অপহরণ করিলেন ॥ ১৯ ॥

রথারূঢ় প্রহস্ত সেই কার্য্য সহ্য না করিয়া ধনুক ধারণ করত বানরদিগকে ভীষণভাবে হত্যা করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

প্রলয়কালে বিক্ষুব্ধ অসীম সমুদ্রের ন্যায় সেই বিশাল বাহিনীমধ্যে যেন একটা আবর্ত্তের সৃষ্টি হইল ॥ ২১ ॥

যুদ্ধে দুর্জ্জয় প্রহস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মহাসমরে উত্তম শরজালে বানরদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

১। ছ '-নোস্তত্র তারো হানস্য সংযু-'। ২। ছ 'বেগেন সহসা-'। ৩। ছ 'বল-'। ৪। ছ 'সংপ্লবঃ'। ৫। ছ 'দুর্জ্জয়ঃ'। ৬। ছ 'পর্ব্বতোপমান'।

বানরাণাং শরীরৈস্তু রাক্ষসানাঞ্চ মেদিনী।
বভূব নিচিতা ঘোরৈঃ পতিতৈরিব পর্ব্বতৈঃ[1] ॥ ২৩ ॥
সা মহী[2] রুধিরৌঘেণ সংছন্না স্ম প্রকাশতে।
সংছন্না[3] মাধবে মাসি পুষ্পিতৈরিব[4] কিংশুকৈঃ[5] ॥ ২৪ ॥
ততঃ সৃজন্তং বাণৌঘান্ প্রহস্তং স্যন্দনে স্থিতম্।
দদর্শ তরসা নীলো বিনিঘ্নন্তং প্লবঙ্গমান্ ॥ ২৫ ॥

২৩। লো-টী। রাক্ষসানাঞ্চ শরীরৈর্নিচিতা ব্যাপ্তা।

২৪। লো-টী। মাধবে বৈশাখে।

(লো-টী) তাং যুদ্ধভূমিময়ীং যযুরিতি সার্দ্ধচতুঃশ্লোকেনান্বয়ঃ। তত্র নদীসাধর্ম্যমাহ—হতবীরা ওঘা জলবেগাঃ তৈঃ সংছন্নাম্। 'বেগে জবে প্রবাহেঽম্বি'তি কোষঃ। যম এব সাগরস্তত্র গামিনী, যমসাদনগামিনীমিতি পাঠঃ। শকৃদ্ঘনং ঘনশকৃৎ ঘনপুরীষং, যকৃৎ ঘনমিতি বা পাঠঃ, যকৃৎ মাংসবিশেষঃ। মাংসাবয়বা মাংসস্থাবয়বাঃ শর্করা যস্যাং তাং, মেদো মাংসবিশেষঃ, ফেনশ্চ যমিত্রত (?), ঘনাপায়ে বর্ষাকালে হংসাদিসেবিতাং নদীমিব। তাপস্থাস্তে ইতি বা পাঠঃ। পদ্মরজসা ধ্বস্তামাচ্ছন্নাং নলিনীং নদীমিব।

নিপতিত পর্ব্বতের ন্যায় বানর ও রাক্ষসদিগের ভয়াবহ শরীর দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল ॥ ২৩ ॥

রুধিরধারা-সমাচ্ছন্ন পৃথিবী যেন বৈশাখমাসে পুষ্পিত পলাশবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

তার পর 'নীল' শরজালবর্ষী রথারূঢ় প্রহস্তকে বেগে বানর সংহার করিতে দেখিলেন ॥ ২৫ ॥

১। ছ 'পর্ব্বতৈরিব সর্ব্বতঃ'। ২। ছ 'মহারুধি-'। ৩। ছ 'সর্ব্বতো'। ৪। ছ 'পলাশৈরিব পুষ্পিতৈঃ'। ৫। ছ অতঃ পরং 'হতবীরৌঘসংচ্ছন্নাং ভগ্ননানাবিধদ্রুমাম্। শোণিতৌঘমহাবেগাং যমসাগরগামিনীম্॥ অসৃগ্বনমহাপঙ্কাং বিনিকীর্ণাস্ত্রশৈবলাম্। ছিন্নকায়শিরোমীনামঙ্গাবয়বসঙ্কুলাম্॥ গৃধ্রকাকগণাকীর্ণাং কঙ্কসারসসেবিতাম্। মেদঃফেনরসাকীর্ণামার্তস্বরনিনাদিতাম্॥ তাং কাপুরুষদুর্দ্ধর্ষাং যুদ্ধভূমিময়ীং নদীম্। নদীমিব ঘনাপায়ে হংসসারসসেবিতাম্॥ রাক্ষসাঃ কপিযূথাশ্চ তেরুস্তাং দুস্তরাং নদীম্। যথা পদ্মরজোধ্বস্তাং নলিনীং গজযূথপাঃ॥ ব্যগাহন্ত তথা বীরা হরিরাক্ষসপুঙ্গবাঃ'। ইত্যধিকম্।

১
স তং পরমদুর্ধর্ষমাপতন্তং মহাকপিঃ।
প্রহস্তং তাড়য়ামাস বৃক্ষমুৎপাট্য বীর্য্যবান্ ॥ ২৬ ॥

স তেনাভিহতঃ ক্রুদ্ধো নদন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি প্লবঙ্গমচমূপতৌ ॥ ২৭ ॥

তদ্ যথা গোবৃষো বর্ষং শারদং শীঘ্রমাগতম্।
২
অপারয়ন্ বারয়িতুং প্রত্যগৃহ্ণান্নিমীলিতঃ ॥ ২৮ ॥

৩
এবমেব প্রহস্তস্য শরবেগং প্লবঙ্গমঃ ॥
নিমীলিতাক্ষঃ সহসা নীলোঽসহত দারুণম্ ॥ ২৯ ॥

রোষিতঃ শরবর্ষেণ সালমুৎপাট্য বীর্য্যবান্।
নিজঘান হয়ান্ নীলঃ প্রহস্তস্য মহাজবান্ ॥ ৩০ ॥

২৮। লো-টী। শারদং নূত্নং[তনং] যুবদশাপন্নমিত্যর্থঃ। যদ্বা, শারদম্ অপ্রতিভং যথা ভবতি। 'শারদোৎ(সবে ?) অপ্রতিভে নবো স্বর্গে বর্ষেঽপ শরদী'তি ভূরিং।

সেই বীর্য্যবান্ মহাকপি একটী বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া সেই ধাবমান পরম দুর্দ্ধর্ষ প্রহস্তকে আঘাত করিলেন ॥ ২৬ ॥

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ প্রহস্ত সেই বৃক্ষদ্বারা আহত হইয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে বানরসেনাপতি নীলের উপর বৃষ্টিধারার ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

মহাবৃষভ যেমন সহসা নিপতিত শরৎকালীন বৃষ্টিকে বারণ করিতে না পারিয়া স্তিমিত দেহে গ্রহণ করে, বানর নীলও সেইরূপই সহসা প্রহস্তের দারুণ শরবেগ চোখ বুজিয়া সহ্য করিলেন ॥ ২৮-২৯ ॥

বীর্য্যবান্ নীল শরবৃষ্টিতে রুষ্ট হইয়া একটী সালবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া প্রহস্তের মহাবেগশালী অশ্বগুলিকে নিহত করিলেন ॥ ৩০ ॥

১। ছ 'পতন্তং দুর্দ্ধর্ষং বিনিঘ্নন্তং'। ২। ছ 'প্রতিগৃহ্ণন্ নি-'। ৩। ছ '-বর্ষং'।

স হস্তাদ্বাণমুৎসৃজ্য প্রহস্তঃ সশরাসনম্।

প্রগৃহ্য মুষলং ঘোরং স্যন্দনাদবপুপ্লুবে ॥ ৩১ ॥

তাবুভাবপি সংরব্ধৌ জাতবেগৌ তরস্বিনৌ।

বহুক্ষতজসিক্তাঙ্গৌ পুষ্পিতাবিব[1] কিংশুকৌ ॥ ৩২ ॥

উল্লিখন্তৌ[2] সুতীক্ষ্ণাভির্দংষ্ট্রাভিরিতরেতরম্।

সিংহশার্দ্দূলসদৃশৌ[3] ব্যাঘ্রকেশরিবিক্রমৌ ॥ ৩৩ ॥

বিক্রান্তৌ বিজয়ে বীরৌ সুযুগেষ্বনিবর্ত্তিনৌ।

আকাঙ্ক্ষন্তৌ যশোমুখ্যং বৃত্রবজ্রধরাবিব ॥ ৩৪ ॥

আজঘান ততো নীলং ললাটে মুষলেন সঃ।

প্রহস্তঃ পরমায়স্তস্তস্য সুস্রাব শোণিতম্ ॥ ৩৫ ॥

৩২। লো-টী। তরস্বিনৌ বলবন্তৌ। তরো বলে চ বেগে চ ইতি কোষঃ।

৩৩। লো-টী। উল্লিখন্তৌ দশন্তৌ সিংহশার্দ্দূলয়োঃ সদৃশৌ ব্যাঘ্রকেশরিণোরিব বিক্রমো যয়োস্তৌ।

৩৫। লো-টী। পরমায়স্তঃ পরমক্রুদ্ধঃ, 'আয়স্তস্তেজিতে ক্ষিপ্তে ক্রুশিতে কুশিতেহন্যবদি'তি কোষঃ। তস্য নীলস্য সুস্রাব পপাত।

প্রহস্ত ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ মুষল গ্রহণ করত লাফ দিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

তাঁহারা উভয়েই ক্রুদ্ধ, উভয়েই বলবান্ ও বেগবান্, প্রচুর রক্তে শরীর রঞ্জিত হওয়ায় উভয়েই পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় ॥ ৩২ ॥

সিংহ ও শার্দ্দূলের ন্যায় পরাক্রমশালী তাঁহারা উভয়ে সিংহ ও শার্দ্দূলের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ দশন দ্বারা পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

উভয়েই পরাক্রান্ত, উভয়েই বীর, উভয়েই যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ, বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় উভয়েই শ্লাঘনীয় যশোলাভে আগ্রহান্বিত ॥ ৩৪ ॥

প্রহস্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মুষল দ্বারা নীলের ললাটদেশে আঘাত করিলেন, তাঁহার রক্তস্রাব হইতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

১। ছ 'কিংশুকাবিব পুষ্পিতৌ'। ২। ছ 'বিলি-'। ৩। ছ 'সিংহশার্দ্দূলবি-'।

ততঃ শোণিতসংসিক্তঃ প্রগৃহ্য চ[১] মহাতরুম্।
প্রহস্তস্যোরসি ক্রুদ্ধো বিসসর্জ মহাকপিঃ ॥ ৩৬ ॥
তমচিন্ত্য প্রহারং তু প্রগৃহ্য মুষলং পুনঃ।
অভিদুদ্রাব বলিনং বলী নীলং প্লবঙ্গমম্ ॥ ৩৭ ॥
তমুগ্রবেগং সংরব্ধমাপতন্তং মহাকপিঃ।
নীলঃ সংপ্রেক্ষ্য জগ্রাহ মহাকায়ো মহাশিলাম্ ॥ ৩৮ ॥
তস্য[২] ক্রোধাভিভূতস্য মৃধে মুষলযোধিনঃ।
প্রহস্তস্য শিলাং নীলস্তূর্ণং মূর্দ্ধন্যপাতয়ৎ ॥ ৩৯ ॥
সা তেন কপিসিংহেন বিমুক্তা মহতী শিলা।
বিভেদ বহুধা ঘোরা[৩] প্রহস্তস্য শিরস্তদা ॥ ৪০ ॥

৩৮। লো-টী। তং সংপ্রেক্ষ্য, সংরব্ধং ক্রুদ্ধম্।

৩৯। লো-টী। প্রহস্তস্য মূর্দ্ধনি, তস্য যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। মূর্দ্ধ্নি তূর্ণমপাতয়দিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

৪০। লো টী। শিরো বহুধা বিভেদ চূর্ণীচকারেত্যর্থঃ।

তারপর রক্তাক্তকলেবর মহাকপি নীল ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে একটি বিশাল বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

বলবান্ প্রহস্ত সেই প্রহারের বিষয় চিন্তা না করিয়াই পুনরায় মুষল লইয়া বলশালী বানর নীলের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশালকায় মহাকপি 'নীল' উগ্রবেগশালী ক্রুদ্ধ প্রহস্তকে আসিতে দেখিয়া একটী বৃহৎ শিলা গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

নীল সেই শিলাটী সত্বর রণক্ষেত্রে মুষলদ্বারা যুদ্ধপরায়ণ ক্রোধাভিভূত প্রহস্তের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

তখন সেই কপিশ্রেষ্ঠ নীলকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ভয়ানক শিলা প্রহস্তের মস্তক বিদারিত করিল ॥ ৪০ ॥

১। ছ 'স'। ২। ছ 'যুদ্ধাভিকামস্য'। ৩। ছ 'তস্য'।

স গতাসুর্গতশ্রীকো গতসত্ত্বো গতেন্দ্রিয়ঃ।

পপাত সহসা ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥ ৪১॥

বিভিন্নশিরসস্তস্য বহু সুস্রাব শোণিতম্।

শরীরাদভিসংবদ্ধং জলং প্রস্রবণাদিব॥ ৪২॥

হতে প্রহস্তে নীলেন বানরেণ মহাত্মনা।[১]

রাক্ষসা ভয়বিত্রস্তা লঙ্কাং সমভিধাবিতাঃ॥ ৪৩॥[২]

৪১। লো-টী। গতসত্ত্বো গতবলঃ।

(লো-টী।) ক্বচিৎ পুস্তকে প্রহস্তস্য সচিবাশ্চত্বারস্তে পুনর্দ্বিবিদাদিভির্হতাঃ, কুত্রচিচ্চ অষ্টৌ সচিবা ইতি বিমলবোধসম্মতঃ পাঠঃ। তেষাং চত্বারো হতাঃ অবশিষ্টানাং চতুর্ণাং নামান্তরেণ যুদ্ধং কথয়তি প্রহস্তং নিহতং দৃষ্ট্বা প্রজজ্ব ইত্যাদি। নগসন্নিভং শৈলতুল্যং, পাদরক্ষান্ পার্শ্বরক্ষকান্। স্বয়ং শোভনম্ অয়ঃ শুভাবহো বিধির্যস্মাত্তং গজং রণে কল্যাণকারকমিত্যর্থঃ। অনলাত্মজঃ বহ্নিপুত্রঃ হতো নাগো যেন তেন বৃক্ষেণ রণং যমবশম্।

(লো-টী।) সুমহাদ্ভুতমাশ্চর্য্যরূপম্। অস্ত্রকর্ম্মণি যঃ সুমহান্ অতিপূজ্যস্তস্মাৎ ভূতং জাতমিতি, সুমহদ্ভুতমিতি বা। আক্ষিপ্য বলেন গৃহীত্বা। দিশাং গজসমাদিতাসৈবাধরণং সুপ্রতিকেতি (?) সমাক্ষিপ্য বলেন গৃহীত্বা, তস্মাৎ গজাৎ। তং কালমুখং বৃকাশ্বমভিদ্রাব মোহয়ামাস অচেতনং বজ্রাশনির্বজ্রং, বজ্রং বজ্রাশনিস্তথেতি সরূপকোষঃ। বিহ্বলম্ অচেতনং তং বিকাণ্ডং সহয়ঞ্চ রথং নভ আকাশং প্রাবেশয়ৎ, নভসি চিক্ষেপেত্যর্থঃ। সলিলোঽহবিদ্ধঃ বায়ুনা অচালিতস্তলে(?) ইব সংরবাজ, চ্যুতবানরেণ হীনঃ। উৎপত্য উৎপ্লুত্য অপরমন্তৎ অর্বাচীনং বাহবীনাং শতং, শতমিত্যুপলক্ষণম্, অসংখ্যেয়ং শতং, রথমাক্ষিপ্য গৃহীত্বা ক্রীড়ন্তি, শতসংখ্যায়া বহুত্বাৎ বহুবচনম্ একবচনে বহুবচনং বা সর্ব্বতঃ সর্ব্বং গাত্রৈর্বিশিষ্টং সর্ব্বতঃ রক্ষসাং বলং সৈন্যং মুক্তং ত্যক্তং রাবণালয়ং প্রবিষ্টং যথা তথা পপাত জগাম, যদ্বা কিঞ্চিৎ পপাত সমরে কিঞ্চিৎ প্রবিষ্টম্।

৪৩। লো-টী। প্রবিশ্যাপি সমভিধাবিতা দুদ্রুবুরিত্যর্থঃ।

প্রহস্ত [ক্রমশঃ] শ্রীহীন, নির্ব্বীর্য্য, বিকলেন্দ্রিয় ও প্রাণহীন হইয়া সহসা ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন॥ ৪১॥

তাঁহার মস্তক বিদীর্ণ হওয়ায় শরীর হইতে প্রস্রবণের জলধারার ন্যায় প্রচুর রক্তস্রাব হইতে লাগিল॥ ৪২॥

সেতু ভগ্ন হইলে যেমন জলরাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্তভাবে প্রবাহিত হয়, সেই

১। ছ 'তদা কম্পন্ মহদ্বলম্'। ২। ছ 'রাক্ষসানামহৃষ্টানাং লঙ্কামভিপপাত হ'।

ন শক্তাঃ সমরে স্থাতুং নিহতে বাহিনীপতৌ।

সেতুং ভগ্নং সমাসাদ্য বিকীর্ণং সলিলং যথা ॥ ৪৪ ॥

হতে তস্মিংশ্চমূমুখ্যে ন কশ্চিৎ পুরুষোঽভবৎ।

তদা রক্ষোগণবলে প্রহস্তবশমাগতে[১] ॥ ৪৫ ॥[২]

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে প্রহস্তবধো নাম
দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

৪৪। লো-টী। বিকীর্ণং সর্ব্বত্র ব্যাপ্তম্, যথা স্থাতুং ন শক্নোতি তথা।

৪৫। লো-টী। পুরুষোঽভবৎ রক্ষঃপুরুষঃ রণে স্থাতুমিতি শেষঃ। পুরতোঽভবদিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

[লো-টী।] পাবকসূনুশস্তং নীলহতং তরসা বলেন বিশিষ্টং মাতুলমিত্যন্বয়ঃ। তচ্চাপি তেষাং স নিশম্যেতি, নিশম্য শ্রুত্বা।

প্রহস্তবধঃ ॥ ৩৪ (৩৩ ?) ॥

রূপ মহাত্মা বানর নীল কর্ত্তৃক প্রহস্ত নিহত হইলে রাক্ষসগণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল। সেনাপতি নিহত হওয়ায় তাহারা আর রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে পারিল না ॥ ৪৩-৪৪ ॥

সেনাপতি প্রহস্ত নিহত হইলে তাঁহার অধীনস্থ রাক্ষসসৈন্যমধ্যে কোন ব্যক্তিই [রণক্ষেত্রে] রহিল না ॥ ৪৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে প্রহস্তবধ-নামক
৩২শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

১। ছ 'ধ্যানমুকত্বমাগতে'। ২। ছ অতঃ পরং 'ততস্তু নীলো বিজয়ী মহাবলঃ প্রশস্যমানঃ স্বকৃতেন কর্ম্মণা। সমেত্য রামেণ চ লক্ষ্মণেন প্রহৃষ্টরূপোঽথ যযৌ হরীশ্বরঃ ॥ তস্মিন্ হতে রাক্ষসসৈন্যনাথে প্লবঙ্গমানামৃষভেণ সংখ্যে। ভীমায়ুধং সাগরতুল্যবেগং প্রদুদ্রুবে রাক্ষসরাজসৈন্যম্ ॥ গত্বাপি রক্ষোঽধিপতেঃ শশংস সেনাপতিং পাবকসূনুশস্তম্। তচ্চাপি তেষাং স নিশম্য বাক্যং রক্ষোধিপঃ ক্রোধবশং জগাম ॥ স মাতুলং নীলহতং নিশম্য শোকার্দ্দিতঃ ক্রোধপরীতচেতাঃ। উবাচ তান্ রাক্ষসযোধমুখ্যানিন্দ্রো যথৈবামরযোধমুখ্যান্' ॥ ইত্যধিকম্।

(৩৩) ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ

প্রহস্তস্য বধং শ্রুত্বা রাবণো ভ্রান্তমানসঃ[১]।
রাক্ষসানাদিদেশাশু রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ ॥ ১ ॥
কার্য্যা শত্রুষু নাবজ্ঞা যৈরিন্দ্রবলসূদনঃ।
সূদিতঃ সৈন্যপালো মে সানুযাত্রঃ সকুঞ্জরঃ ॥ ২ ॥
[২]রথৈর্হয়ৈর্গজৈশ্চৈব যাতুধানৈশ্চ সর্ব্বশঃ।
সোঽহং রিপুবিনাশায় বিজয়স্য চ বৃদ্ধয়ে ॥ ৩ ॥
[৩]রাম-লক্ষ্মণয়োর্বৈরং স্বয়ং নির্যাতয়ামি বৈ।
স্বয়মেব গমিষ্যামি রণশীর্ষমভিত্বরন্ ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। মৃদিতঃ মৃতঃ, সূদিত ইতি বা পাঠঃ। সানুযাত্রঃ প্রহস্তমনু যাত্রা গমনং যেষাং তৈঃ সেবৈ্যঃ (?) সহ বর্ত্তমানঃ।

৪। লো-টী। বৈরং বীরত্বং শৌর্য্যং নির্যাতয়ামি প্রকটয়ামি। যদ্বা, বৈরিণো ভাবঃ বৈরং শক্রতা।

মহাবলশালী রাক্ষসরাজ রাবণ প্রহস্তের বধের কথা শুনিয়া, উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সত্বর রাক্ষসদিগকে আদেশ করিলেন ॥ ১ ॥

যাহারা আমার ইন্দ্রেরও পরাভবকারী সেনাপতিকে হস্তী ও অনুচরবর্গের সহিত নিহত করিয়াছে, সেই শত্রুদের প্রতি অবজ্ঞা করিও না ॥ ২ ॥

রথ, অশ্ব, হস্তী ও রাক্ষসবৃন্দে সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত হইয়া আমিই শত্রু-বিনাশ ও জয়লাভার্থে সত্বর সমরক্ষেত্রে গমন করিব, আমিই স্বয়ং রাম-লক্ষ্মণের বৈরনির্য্যাতন করিব ॥ ৩-৪

১। ছ '-চেতনঃ'। ২। ছ অস্য পূর্ব্বার্দ্ধং নাস্তি। ৩। ছ অস্য পূর্ব্বার্দ্ধং নাস্তি।

[১] অহন্তু বানরানীকং সরামং সহলক্ষ্মণম্ ।
[২] বিধক্ষ্যামি পৃষৎকৌঘৈঃ শুষ্কং বনমিবানলঃ ॥ ৫ ॥
[৩] স্বয়ং সন্তর্পয়িষ্যামি পৃথিবীং কপিশোণিতৈঃ ।
রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব প্রেষয়িষ্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ৬ ॥
এবমুক্ত্বা মহাতেজা রাবণো লোকরাবণঃ ।
অগচ্ছৎ সহসা ক্রুদ্ধঃ সর্ব্বসৈন্যেন সংবৃতঃ ॥ ৭ ॥
সংগ্রামমভিকাঙ্ক্ষন্তং রাবণং শ্রুত্য ভাবিনী ।
তদোত্থায় যযৌ দেবী নাম্না মন্দোদরী শুভা ॥ ৮ ॥
মাল্যবন্তং করে গৃহ্য যূপাক্ষসহিতা তদা[৪] ।
মন্ত্রিভির্মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈস্তথান্যৈর্মন্ত্রিসত্তমৈঃ ॥ ৯ ॥

৮। লো-টী। শ্রুত্য শ্রুত্বা ।
৯। লো-টী। গৃহ্য গৃহীত্বা।

অনল যেমন শুষ্ক অরণ্যকে দগ্ধ করে, আমি সেইরূপ শরজালে রাম-লক্ষ্মণের সহিত বানরসৈন্যগণকে দগ্ধ করিব ॥ ৫ ॥

আমি স্বয়ং বানরগণের রক্তে পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করিব এবং রাম ও লক্ষ্মণকে যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ৬ ॥

সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর মহাতেজস্বী রাবণ এই কথা বলিয়া সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত সৈন্যের সহিত গমন করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৭ ॥

তখন সুন্দরী মন্দোদরী দেবী রাবণ সংগ্রামাভিলাষী হইয়াছেন শুনিয়া উত্থানপূর্ব্বক গমন করিলেন ॥ ৮ ॥

মন্দোদরী বেত্র, ঝর্ঝর ও অন্যান্য আয়ুধধারী রাক্ষসবৃন্দ এবং বৃদ্ধা ও কুমারী

১। ছ 'অথ তস্মান-'। ২। ছ 'নিধ-'। ৩। ছ অয়ং শ্লোকো নাস্তি। ৪। ছ 'তু সা'।

রাক্ষসৈরাবৃতা সর্ব্বৈর্বেত্রকর্করপাণিভিঃ ॥

যোষিদ্ভিশ্চৈব বৃদ্ধাভিস্তথা কন্যাভিরাবৃতা ॥ ১০ ॥

আয়ুধব্যগ্রহস্তৈশ্চ রাক্ষসৈশ্চ[১] সমন্ততঃ।

সভাং তু প্রস্থিতা দেবী যত্রাস্তে রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন অতিকায়পুরঃসরঃ।

চামরৈরগ্র্যরামাভির্বীজ্যমানঃ[২] স্বলঙ্কৃতৈঃ ॥ ১২ ॥

গব্যূতিমাত্রবিপুলাং ধ্বজমালোপশোভিতাম্।

উৎসারণং প্রকুর্ব্বদ্ভির্বেত্রকর্করপাণিভিঃ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। বেত্রং লোকনিবারণার্থং, ঝর্ঝর ইতি মধুরবাদ্যশ্রবণার্থম্। রাত্রৌ বর্ত্মস্থিতসর্পাদীনাং ত্রাসক-ক্ষুদ্রঘণ্টিকাদিযুক্ত-লগুড় এব ঝর্ঝর ইতি বা। কন্যাভিঃ স্বীয়াভিরন্যাভির্ব্বা।

১১। লো-টী। প্রস্থিতা গতা।

১২। লো-টী। ছত্রেণ বিশিষ্টঃ অতিকায়ঃ পুরঃসরো অগ্রে বর্ত্তমানো যস্য সঃ। অগ্র্যরামাভিঃ প্রধানস্ত্রীভিঃ।

১৩। লো-টী। ময়স্য দুহিতা রাবণং দ্রষ্টুং সভাং প্রবিশ্য স্থিতেতি শেষঃ। প্রাবিশচ্চেতি বা পাঠঃ। প্রকুর্ব্বদ্ভির্বিশিষ্টা তথা প্রভয়া সসংভ্রমং সসাধ্বসং যথা উত্থায় পরিষ্বজ্য হস্তং গৃহীত্বা দশাননঃ অতিকায়োঽপি আসনগতোঽভবদিতি সার্দ্ধেনান্বয়ঃ।

রমণীবৃন্দে পরিবৃত হইয়া, মন্ত্রণাতত্ত্বজ্ঞ মন্ত্রী, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী ও যূপাক্ষের সহিত মাল্যবানের হস্ত ধারণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সভায় প্রস্থান করিলেন ॥ ৯-১১ ॥

অতিকায় ছত্র ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিল এবং সুন্দর অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা রমণীগণ চামর ব্যজন করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

তখন সেই ময়দানবনন্দিনী মন্দোদরী রাবণকে দেখিবার জন্য সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন, তদীয় বিচ্ছুরিত প্রভায় সভামণ্ডপ উদ্ভাসিত হইল, সেই সভা

১। ছ '-সৈঃ সুমহাত্মভিঃ'। ২। ছ '-মানা'।

[১]প্রাবিশচ্চ সভাং দিব্যাং প্রভয়োদ্দ্যোতমানয়া।
দ্রষ্টুং বৈ রাবণং সা তু ময়স্য দুহিতা তদা ॥ ১৪ ॥
প্রাপ্তাং দেবীং ততো রাজা প্রিয়াং [২]মন্দোদরীং [৩]শুভাম্।
দৃষ্ট্বা সসম্ভ্রমং তূর্ণং পরিষ্বজ্য দশাননঃ ॥ ১৫ ॥
[৪]যথাবচ্চাভিনন্দ্যাথ তদাসনগতোঽভবৎ।
প্রহস্তবধসন্তপ্তো অকম্পনবধার্দ্দিতঃ ॥ ১৬ ॥
লঙ্কায়াশ্চাবমর্দেন কষায়ীকৃতলোচনঃ।
সংগ্রামমভিকাঙ্ক্ষন্ স ব্যাকুলেনান্তরাত্মনা ॥ ১৭ ॥
অব্রবীৎ বিধিবৎ[৫] সোঽথ মহাগম্ভীরনিস্বনঃ।
কিমাগমনকৃত্যং তে দেবি শীঘ্রং তদুচ্যতাম্ ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টী। অকম্পনবধার্দিত ইতি বিসন্ধিরার্ষঃ।
১৭। লো-টী। অবমর্দ্দেন পীড়নেন।

দুইক্রোশ বিস্তৃত এবং ধ্বজমালায় পরিশোভিত ছিল। বেত্র ও কর্করধারী একদল লোক ভিড় সরাইয়া দিতে লাগিল ॥ ১৩-১৪ ॥

তার পর প্রহস্তের বধে সন্তপ্ত ও অকম্পনবধে ব্যথিত রাজা রাবণ প্রিয়া মহিষী সুন্দরী মন্দোদরীকে আসিতে দেখিয়া সত্বর সসম্ভ্রমে আলিঙ্গন করিয়া এবং যথাযোগ্যরূপে অভিনন্দিত করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥

লঙ্কার পরাভবে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছিল। তিনি ব্যাকুলচিত্তে সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন ॥ ১৭ ॥

তিনি ভয়ানক গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"দেবি, তোমার আগমনের প্রয়োজন কি তাহা সত্বর বল ॥ ১৮ ॥

১। ছ 'প্রবিবেশ'। ২। ছ 'তথা'। ৩। ছ অতঃ পরং 'মন্ত্রিণাস্তু তদা তেষামাসনান্যাদিদেশ হ। সুবর্ণরত্নচিত্রাণি সোপধানানি সর্বশঃ। তেষ্বাসনোপবিষ্টেষু সুখাসীনেষু মন্ত্রিষু। পর্য্যঙ্কেষূপবিষ্টাভূদ্দেবী মন্দোদরী ততঃ॥ অতিকায়ো মহাবাহুঃ পিতরং চাভিবাদ্য তম্'। ইত্যধিকম্। ৪। ছ 'মাতরঞ্চাভিবাদ্যাথ'। ৫। ছ '-বদ্রাজা'।

তূর্ণং মম সমীপং তু কিমর্থং ত্বমিহাগতা।
মন্ত্রিভিঃ সহিতা কিন্নু[১] ব্রূহি সাধ্বি যথাতথম্ ॥ ১৯ ॥

এবমুক্তে তু বচনে দেবী বচনমব্রবীৎ।
বিজ্ঞাপ্যং শৃণু রাজেন্দ্র যাচে ত্বাহং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২০ ॥

নাপরাধশ্চ কর্ত্তব্যো[২] বদন্ত্যা মম মানদ।
শ্রুতা মে নগরী রুদ্ধা শ্রুতা মে রাক্ষসা হতাঃ ॥ ২১ ॥

ধূম্রাক্ষসহিতা বীরাঃ প্রহস্তেন সহৈব চ।
ভবন্তং যোদ্ধুকামঞ্চ নির্গতং[৩] কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ২২ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য রাজেন্দ্র[৪] মমাগমনকারণম্।
ন চ যুক্তং প্রমুখতঃ স্থাতুং তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টী। তূর্ণং ত্বরিতং যথা তথা।

২১। লো-টী। অপরাধঃ ক্রোধঃ।

২৩। লো-টী। সঞ্চিন্ত্য শ্রুত্বা। ন চ যুক্তং, তব ন চোচিতম্।

হে সাধ্বি, কি জন্য তুমি দ্রুত আমার নিকট আগমন করিয়াছ এবং কি জন্যই মন্ত্রীদিগকে সঙ্গে আনিয়াছ তাহা যথাযথ ভাবে বল" ॥ ১৯ ॥

রাবণ এই কথা বলিলে মন্দোদরী বলিলেন—"রাজন্, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুণ, আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ২০ ॥

আমার কথায় অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। শুনিয়াছি, লঙ্কা নগরী অবরুদ্ধ হইয়াছে, ধূম্রাক্ষ ও প্রহস্তের সহিত বহু বীর রাক্ষস নিহত হইয়াছে, আপনি যে যুদ্ধাভিলাষে নির্গত হইবার সংকল্প স্থির করিয়াছেন তাহাও শুনিয়াছি ॥ ২১-২২ ॥

হে রাজেন্দ্র, এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই আপনাকে কিছু বলিবার জন্য

১। ছ 'সর্ব্বং'। ২। ছ 'মন্তব্যো'। ৩। ছ 'নির্গন্তুং'। ৪। ছ 'যাচে ত্বাহং কৃতাঞ্জলিঃ'। ছ-টিপ্পণ্যাং 'ত্বাং বক্তুং কিঞ্চিদাগতা'। অস্য পূর্ব্বার্দ্ধাৎ পরম্ 'এতদেব মহারাজ মমাগমনকারণম্'। ইত্যধিকম্।

রামস্য সুমহাভাগ যস্য ভার্য্যা ত্বয়া হৃতা ।
লক্ষ্মণস্য চ সৌমিত্রের্যস্য নাস্তি সমো যুধি ॥ ২৪ ॥
ন চ মানুষমাত্রোঽহসৌ রামো দশরথাত্মজঃ ।
একেন যেন বৈ পূর্ব্বং বহবো রাক্ষসা হতাঃ ॥ ২৫ ॥
চতুর্দ্দশসহস্রাণি জনস্থাননিবাসিনাম্[১] ।
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে তদা রামো ন মানুষঃ ॥ ২৬ ॥
ত্রিশিরাশ্চ কবন্ধশ্চ বিরাধো দণ্ডকে হতঃ ।
শরেণৈকেন বালী চ তদা রামো ন মানুষঃ ॥ ২৭ ॥
শঙ্কে চৈনং মহারাজ মারীচমথনাদহম্[২] ।
পিতুশ্চ বচনাদ্রামঃ প্রবিষ্টো দণ্ডকং বনম্ ॥ ২৮ ॥

২৮ । লো-টী । যথাৎ যথা, মারীচস্য বধমাশ্রিত্য ।

আসিয়াছি। হে মহাভাগ, যাঁহার ভার্য্যাকে আপনি হরণ করিয়াছেন, সেই মহাত্মা রামের এবং যুদ্ধে যাঁহার সমান আর কেহ নাই সেই সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণের সম্মুখীন হওয়া উচিত নহে ॥ ২৩-২৪ ॥

যিনি পূর্ব্বে একাকী বহু রাক্ষস নিহত করিয়াছেন সেই দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র সাধারণ মনুষ্য মাত্র নহেন ॥ ২৫ ॥

রাম যুদ্ধে জনস্থাননিবাসী চতুর্দ্দশ-সহস্র রাক্ষস এবং খরকে নিহত করিয়াছেন। সুতরাং রাম সাধারণ মনুষ্য নহেন ॥ ২৬ ॥

দণ্ডকারণ্যে ত্রিশিরাঃ, কবন্ধ ও বিরাধকে নিহত করিয়াছেন, একশরে বালীকে বধ করিয়াছেন, সুতরাং রাম সাধারণ মনুষ্য নহেন ॥ ২৭ ॥

হে মহারাজ, মারীচ-বধের জন্যও আমি ইঁহাকে আশঙ্কা করি। পিতার আদেশে ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী রাম ভ্রাতার সহিত অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে

১। ছ '-সিনঃ'। ২। ছ '-চস্য বধাত্তদা'।

ব্রহ্মচর্য্যব্রতে যুক্তঃ সহ ভ্রাত্রা বনে চরঃ।

তস্য ভার্য্যা জনস্থানাৎ কিমানীতা পতিব্রতা ॥ ২৯ ॥

অকারণকৃতং যৎ[1] তে দোষায় সমুপস্থিতম্।

পতিব্রতাপরাধস্তু[2] দোষমাবহতে[3] মহৎ ॥ ৩০ ॥

ন[4] শক্যং রোচতে বুদ্ধ্যা এতেষাং[5] মন্ত্রিণাং তথা।

রামভার্য্যা সতী সা তু রামায় প্রতিদীয়তাম্ ॥ ৩১ ॥

বিভীষণেন চৈবোক্তং পূর্ব্বমেব মহাত্মনা।

গতস্তত্রৈব চাসৌ ত্বাং ত্যক্ত্বা রাজ্যং করিষ্যতি ॥ ৩২ ॥

২৯। লো-টী। কিং কিমর্থম্।

৩০-৩১। লো-টী। মহৎ যথা ভবতি তথা আবহতে জনয়তি। কিঞ্চ, রামেণ সহ যুদ্ধং জেতুং শক্যমিতি চ মহ্যং মন্ত্রিণাঞ্চ বুদ্ধ্যা ন রোচতে।

দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পতিব্রতা ভার্য্যাকে কিজন্য জনস্থান হইতে হরণ করিলেন ? ॥ ২৮-২৯ ॥

আপনি অকারণে যাহা করিয়াছেন তাহাই দোষাবহ হইয়াছে। পতিব্রতা রমণীর কাছে অপরাধ করা অত্যন্ত দোষাবহ ॥ ৩০ ॥

এই মন্ত্রীদের বুদ্ধি অনুসারেও যুদ্ধ অভিপ্রেত নহে। রামের সেই সাধ্বী ভার্য্যাকে রামের নিকট প্রত্যর্পণ করুন ॥ ৩১ ॥

মহাত্মা বিভীষণ পূর্ব্বেই একথা বলিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই পক্ষেই যোগদান করিয়াছেন। তিনিই ভবিষ্যতে রাজত্ব করিবেন [এইরূপ সম্ভাবনা] ॥ ৩২ ॥

১। ছ 'তত্তে'। ২। ছ '-ভাবয়োধস্তু'। ৩। ছ 'দোষমাহরতে'। ৪। ছ 'ত্বদেবং'। ৫। ছ 'মমৈষাং'।

বরবস্ত্রাণি[১] রত্নানি প্রেষয়াম[২] রঘূত্তমে।
সীতাঞ্চৈব মহারাজ সুবর্ণং বাহনানি চ।
মণিমুক্তাপ্রবালঞ্চ তথা রজতমেব চ ॥ ৩৩ ॥
মাল্যবানাশু[৩] সংযাতু যূপাক্ষশ্চ[৪] তথৈব চ।
অতিকায়স্তথা চায়ং কার্য্যাকার্য্যবিশারদঃ ॥ ৩৪ ॥
বিভীষণো গতঃ পূর্ব্বমেভিস্তত্র[৫] গতৈধ্রুবম্।
সন্ধিং করিষ্যতি ব্যক্তং রাঘবং প্রণিপত্য চ[৬]।
সংমান্য মৈথিলীং চাস্মৈ প্রদাস্যতি বিভীষণঃ ॥ ৩৫ ॥
মাল্যবানতিকায়শ্চ[৭] রাক্ষসানাং হিতে রতাঃ[৮]।
রাঘবং যাচ্য[৯] শিরসা সন্ধিং[১০] কুর্ব্বন্তু রাবণ ॥ ৩৬ ॥

৩৩। লো-টী। মণিমুক্তাং মুক্তাম্।
৩৫। লো-টী। সংমান্য বস্ত্ররত্নাদিভিঃ।
৩৬। লো-টী। যাচ্য যাচিত্বা।

মহারাজ, আমাদের রামচন্দ্রের নিকট সীতাকে এবং উত্তম বস্ত্র ও মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্নরাজি ও হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি প্রেরণ করা উচিত ॥ ৩৩ ॥

মাল্যবান্, যূপাক্ষ এবং কার্য্যাকার্য্য-বিশারদ 'অতিকায়' সত্বর গমন করুন ॥ ৩৪ ॥

বিভীষণ পূর্ব্ব হইতেই গমন করিয়াছেন, ইঁহারা গমন করিলে তিনি ইঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক রামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত সীতাকে তাঁহার নিকট প্রদান করিবেন এবং সন্ধিস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন ॥ ৩৫ ॥

হে রাবণ, বিভীষণ, মাল্যবান্ ও অতিকায়, ইঁহারা রাক্ষসদিগের হিতসাধনে নিরত। ইঁহারা রাঘবের নিকট অবনতমস্তকে প্রার্থনা করিয়া সন্ধি স্থাপন করুন ॥ ৩৬ ॥

১। ছ 'বস্ত্রাণি চৈব রত্নানি'। ২। ছ '-য়াস্ত'। ৩। ছ '-বাননুসংযাতু'। ৪। ছ 'মহামতিঃ'। ৫। ছ 'পূর্ব্বং চতুর্ভিস্বনুগৈঃ সহ'। ৬। ছ 'সঃ'। ৭। ছ 'মাল্যবাংশ্চ সহামাত্যো'। ৮। ছ 'রতঃ'। ৯। ছ 'শিরসা যাচ্য'। ১০। ছ 'সন্ধিমেব করিষ্যতি'।

১
স্বজনস্য ক্ষয়ং কৃত্বা পুত্রভ্রাতৃবধং তথা।
২
সংশয়ং পরমং গত্বা কিং জিতেন করিষ্যসি ॥ ৩৭ ॥
৩
চঞ্চলা যুদ্ধসিদ্ধিস্তু হন্তি বা হন্যতেঽপি বা।
৪
তস্মাদ্ যুদ্ধং ন রোচেত সন্ধিং কুরু দশানন ॥ ৩৮ ॥
৫ ৬
প্রণিপত্য মহাবাহো রাঘবং প্রীতিনন্দন।
দীয়তামস্য সীতাদ্য সন্ধিস্তে তেন রোচতাম্ ॥ ৩৯ ॥
৭
সাম্প্রতং সংশয়ো রাজন্ পুরং স্বং চ সবান্ধবম্।
৮
মুঞ্চ ত্বং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বর্ত্ততে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

৩৭। লো-টী। জিতেন জয়েন।

৩৯। লো-টী। হে প্রীতিনন্দন প্রীতিসংবর্দ্ধক।

৪০। লো-টী। স্বপুরং সাম্প্রতং সংশয়ং সংশয়স্থং ততো মুঞ্চ ত্যজ সীতাম্, অত্র অস্মিন্ ত্যাগে সতি সংশয়ঃ পুরস্য নাশো ন বর্ত্ততে।

পুত্র ও ভ্রাতৃবধ এবং স্বজনক্ষয় করিয়া এবং অত্যন্ত সংশয়ারূঢ় হইয়া জয়-লাভে আপনি কি করিবেন? ॥ ৩৭ ॥

হে দশানন, যুদ্ধে সিদ্ধিলাভ অনিয়ত। তাহাতে শত্রুবধ অথবা শত্রুহস্তে নিহত হওয়া, দুইই সম্ভব। সুতরাং যুদ্ধ রুচিকর নহে, আপনি সন্ধিস্থাপন করুন ॥ ৩৮ ॥

হে মহাবাহো, রামচন্দ্র প্রণয়-লাভে আনন্দিত হন। আপনি প্রণত হইয়া সীতাকে তাঁহার নিকট প্রদান করুন এবং তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন আপনার অভিপ্রেত হউক ॥ ৩৯ ॥

হে রাজন্, সম্প্রতি সংশয় উপস্থিত; হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, [সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া] লঙ্কানগরীকে এবং নিজকে [এই সংশয় হইতে] মুক্ত করুন, এবিষয়ে সন্দেহ (ইতস্ততঃ) করিবার কারণ নাই ॥ ৪০ ॥

১। ছ ইতঃ পূর্ব্বং 'সাম ভেদং তথা দানং রাজ্ঞামেতত্রয়ং শুভম্। অশুভস্তু ভবেদ্ যুদ্ধং তস্মাদ্ যুদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ত্রিভির্যৈর্জিতং মন্যে অজিতং বিক্রমেণ যৎ'। ইত্যধিকম্। ২। ছ 'জয়েন'। ৩। ছ 'যুধি সিদ্ধিস্তু'। ৪। ছ '-চেঽহং'। ৫। ছ '-বাহুং'। ৬। ছ '-নন্দিনম্'। ৭। ছ 'সংশয়ে'। ৮। ছ 'আত্মা চ'।

তস্মাদেতদ্[১] ব্রবীম্যেষ পুরস্যাস্য[২] কুলস্য চ।
রক্ষণীয়াস্ত্বয়ার্থা[৩] বৈ সর্ব্বমাত্মন্যধিষ্ঠিতম্ ॥ ৪১ ॥

ক্ষমাশীলস্তথা রামঃ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ।
ধর্ম্মনিষ্ঠো মহারাজ শরণাগতবৎসলঃ ॥ ৪২ ॥

কুরুতে মুদিতঃ[৪] সন্ধিং রামো দশরথাত্মজঃ।
লক্ষ্মণশ্চ মহাবাহুর্নিত্যং ভ্রাতৃহিতে রতঃ ॥ ৪৩ ॥

প্রহস্তেন কৃতং কিন্নু যুধ্যতা বানরে বলে।
ধূম্রাক্ষেণ চ রাজেন্দ্র নিত্যং সমরবুদ্ধিনা ॥ ৪৪ ॥

বজ্রদংষ্ট্রেণ চ তথা মহামায়েন রক্ষসা।
অকম্পনেন বীরেণ যুধ্যতা রাক্ষসেশ্বর ॥ ৪৫ ॥

৪১। লো-টী। অস্য রাক্ষসস্য অর্থা যে হিতার্থা তে ত্বয়া রক্ষণীয়াঃ। কৃত (?) আত্মনি ত্বয়ি রাক্ষসকুলস্য যৎ কিঞ্চিৎ হিতং তদধিষ্ঠিতং ত্বামধিকৃত্য স্থিতমিত্যর্থঃ।

সেই জন্যই আমি ইহা বলিতেছি যে, এই নগরীর এবং এই বংশের সমস্তই আপনার রক্ষা করা উচিত। আপনার নিজের উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেছে ॥ ৪১ ॥

হে মহারাজ, রামচন্দ্র ক্ষমাশীল, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং শরণাগত-বৎসল ॥ ৪২ ॥

দশরথ-নন্দন রাম এবং ভ্রাতার কল্যাণসাধনে নিরত মহাবাহু লক্ষ্মণ আনন্দিত হইলে সন্ধিস্থাপন করিবেন ॥ ৪৩ ॥

হে রাজেন্দ্র, নিয়ত-সমরোৎসাহী ধূম্রাক্ষ ও প্রহস্ত যুদ্ধ করিয়া বানরসৈন্যের কি করিয়াছেন ? ॥ ৪৪ ॥

হে রাক্ষসরাজ, মহামায়াবী রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র এবং বীর অকম্পনই বা যুদ্ধ করিয়া কি করিয়াছেন ? ॥ ৪৫ ॥

১। ছ '-স্রাজন্ ব্রবী-'। ২। ছ '-স্যার্থে'। ৩। ছ '-স্ত্বয়াত্মা বৈ'। ৪। ছ 'চাদিতঃ'।

তথান্যৈর্যুধ্যমানৈশ্চ কিং কৃতং বানরে বলে।

ন হতো যূথপঃ কশ্চিৎ বনোদ্দেশোঽপি বানরঃ[১] ॥ ৪৬ ॥

যেষাং বীর্য্যাদ্বিভেতীন্দ্রঃ কুবেরবরুণাবপি।

যমো বৈবস্বতো যেষাং তথান্যে দেবদানবাঃ ॥ ৪৭ ॥

যেষাং নাস্তি সমো বীর্য্যে তে হতা বানরৈর্যুধি।

ন চাপি বানরাঃ শক্যা হন্তুং পাদপযোধিনঃ ॥ ৪৮ ॥

[২]রাক্ষসানাং তু রামেণ সুগ্রীবেণ চ পালিতাঃ।

তত্র তে রোচতাং সন্ধিঃ সহ রামেণ রাবণ[৩] ॥ ৪৯ ॥

মা কৃথাঃ পুরনাশং[৪] তু মা কৃথাঃ কুলসংক্ষয়ম্।

হিতং সর্ব্বং ব্রবীম্যেষা কুরুষ্ব বচনং মম ॥ ৫০ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে মন্দোদরীবাক্যং নাম ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

৪৬। লো-টী। বনোদ্দেশঃ বনমেব তৎ উৎকৃষ্টঃ দেশো বসতির্যস্য সঃ।
৪৭। লো-টী। যস্য প্রহস্তস্য বীর্য্যাৎ, যেষামকম্পনাদীনাং বীর্য্যে।
শ্রীযুক্তলোকনাথ-চক্রবর্ত্তি-কৃতায়াং লঙ্কা-মনোহরায়াং মন্দোদরী-বাক্যম্ ॥

অন্যান্য বীরগণই বা যুদ্ধ করিয়া বানর-সৈন্যের কি করিয়াছেন? বনবাসী বানর হইলেও তাহাদের কোনও দলপতিই নিহত হয় নাই ॥ ৪৬ ॥

ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, সূর্য্য-পুত্র যম এবং অন্যান্য দেবতা ও দানবগণ যাঁহাদের বীর্য্যে ভীত, বীরত্বে যাঁহারা অতুলনীয়, সেই রাক্ষসগণ যুদ্ধে বানরের হস্তে নিহত হইয়াছেন। বৃক্ষ দ্বারা যুদ্ধপরায়ণ বানরগণকে রাক্ষসগণ বধ করিতে পারিবে না, তাহারা রাম এবং সুগ্রীব কর্ত্তৃক রক্ষিত। হে রাবণ, রামের সহিত সন্ধি আপনার অভিপ্রেত হউক ॥ ৪৬-৪৯ ॥

নগর-ধ্বংস ও বংশ-নাশ করিবেন না, আমি সমস্তই হিতকর বাক্য বলিতেছি, আমার কথা রক্ষা করুন" ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে মন্দোদরীবাক্য-নামক ৩৩শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

১। ছ 'রাবণ'। ২। ছ 'রক্ষ্যমাণাশ্চ'। ৩। ছ অতঃ পরং 'যোগ্যাশ্চ রাঘবো মিত্রং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো যথা' ইত্যধিকম্। ৪। ছ 'শৌর্য্যমানিত্বং'।

(৩৪) চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রিয়ায়া রাক্ষসেশ্বরঃ।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য নিরীক্ষ্য চ সভাসদঃ।
হস্তে মন্দোদরীং গৃহ্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১ ॥
ত্বয়াহং হিতকাঙ্ক্ষিণ্যা বচো যদভিভাষিতঃ[১]।
ন তন্মনসি মে দেবি প্রবিবেশাপ্রিয়ং প্রিয়ে[২] ॥ ২ ॥
দেবান্ জিত্বা রণে পূর্ব্বমসুরোরগদানবান্।
প্রণমে মানুষং কস্মাদ্ বানরং[৩] যঃ সমাশ্রিতঃ ॥ ৩ ॥
প্রণম্য রামং কাকুৎস্থং কিং নু বক্ষ্যন্তি[৪] দেবতাঃ।
কীদৃশং বা ভবেন্মহ্যং জীবিতং হৃততেজসে[৫]।
হৃত্বা তস্য পুরা ভার্য্যাং মানং কৃত্বা সুদারুণম্ ॥ ৪ ॥

১। গো-টী। গৃহ্য গৃহীত্বা।

রাক্ষসরাজ রাবণ প্রিয়া মন্দোদরীর সেই কথা শুনিয়া তপ্ত দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সভাসদ্‌দিগের প্রতি [একবার] দৃষ্টিপাত করত মন্দোদরীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—॥ ১ ॥

"হে দেবী, হে প্রিয়তমে, তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষায় যাহা বলিলে, সেই অপ্রিয় বাক্য আমার অন্তরে প্রবেশ করে নাই ॥ ১ ॥

পূর্ব্বে অসুর, উরগ, দানব ও দেবগণকে পরাজিত করিয়া [সম্প্রতি] বানরের আশ্রিত মানুষের নিকট প্রণত হইব কি জন্য ? ॥ ৩ ॥

কুকুৎস্থনন্দন রামকে প্রণাম করিলে দেবগণ কি বলিবেন ? পূর্ব্বে তাহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়া এবং দারুণ অহঙ্কার করিয়া সম্প্রতি নিস্তেজ হইয়া জীবিত থাকাই বা আমার পক্ষে কিরূপ হইবে ? ॥ ৪ ॥

১। ছ '-ভাষিতম্'। ২। ছ 'প্রবিশত্যপ্রিয়ং প্রিয়ম্'। ৩। ছ 'বানরান্'। ৪। ছ 'বক্ষ্যে' (?)। ৫। ছ '-সঃ'।

রাক্ষসান্ ঘাতয়িত্বা তু[১] লঙ্কাং সংপীড্য সর্ব্বতঃ[২]।
রাঘবং[৩] প্রণমে কস্মাদ্ধীনবীর্য্য ইবাবলঃ[৪] ॥ ৫ ॥

[জানামি[৫] সীতাং জনকপ্রসূতাং
জানামি রামং মধুসূদনঞ্চ।
এতদ্ধি[৬] জানাম্যহমস্য বধ্য-
স্তথাপি সন্ধিং ন করোম্যনেন ॥ ৬ ॥]

রাঘবং প্রণমন্ বাহং কথং জীবিতুমুৎসহে।
এষ মে সহজো ভাবো[৭] নিত্যং মনসি নিষ্ঠিতঃ[৮] ॥ ৭ ॥

৫। লো-টী। মহতে মহত্তরায় বলবতে চ সন্ধিরার্ষঃ। ন বিদ্যতে চলা লক্ষ্মীর্যস্য সোঽচলঃ।

৭। লো-টী। সহজো ভাবঃ স্বভাবসিদ্ধো ধর্ম্মঃ নিষ্ঠিতঃ নিষ্ঠাং পরাকাষ্ঠাং প্রাপ্তঃ।

রাক্ষসদিগকে নিহত করাইয়া এবং লঙ্কানগরীকে সর্ব্বতোভাবে পীড়িত করাইয়া বলবীর্য্যহীন ব্যক্তির ন্যায় রামের কাছে প্রণত হইব কেন? ॥ ৫ ॥

[জানি সীতা জনকনন্দিনী, জানি রাম স্বয়ং মধুসূদন, এবং ইহাও জানি যে, আমি ইহার বধ্য, তথাপি ইহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিব না ॥ ৬ ॥]

রামের নিকট প্রণত হইয়া আমি কিরূপে জীবনধারণ করিতে পারি? ইহাই আমার স্বাভাবিক মনোভাব এবং এই ভাবই সর্ব্বদা আমার মনের মধ্যে রহিয়াছে ॥ ৭ ॥

১। ছ 'চ'। ২। ছ 'সর্ব্বশঃ'। ৩। ছ 'মানুষং'। ৪। ছ 'ইবাচলঃ'। ৫। ছ 'ধরণি-'। ৬। ছ 'এতচ্চ'। ৭। ছ 'দোষো'। ৮। ছ 'বি-'।

[১]অপি ভজ্যে তদা দেবি ন নমেয়ং তু কস্যচিৎ।
ত্রৈলোক্যে স পুমান্ নাস্তি যো ময়া ন জিতো রণে ॥ ৮ ॥
দেবানাঞ্চ বলং হত্বা দেবরাজো ময়া জিতঃ।
রাঘবং প্রণমে কস্মান্মূর্দ্ধ্নি স্থিত্বা তু দেহিনাম্ ॥ ৯ ॥
মা কৃথা হৃদি সন্তাপং সংজয়িষ্যে[২] শুচিস্মিতে।
হনিষ্যে রাঘবঞ্চৈব লক্ষ্মণং বানরাংশ্চ তান্ ॥ ১০ ॥
সুগ্রীবঞ্চ বধিষ্যামি হনূমন্তঞ্চ বানরম্।
ন তু সন্ধিং করিষ্যামি রাঘবেণ সহৈব তু ॥ ১১ ॥
বৈদেহীং নার্পয়িষ্যামি রাঘবস্য ভয়াদহম্।
সাম্প্রতং চ ন সন্ধিং তু করিষ্যতি স রাঘবঃ ॥ ১২ ॥

৮। লো-টী। ভজ্যে ম্রিয়ে।
১২। লো-টী। সাম্প্রতং কৃতমপি সন্ধিম্।

আমি বরং ভাঙ্গিয়া (অর্থাৎ মরিয়া) যাইব, কিন্তু কাহারও নিকট নত হইব না। ত্রৈলোক্যে এমন ব্যক্তি কেহ নাই, যাহাকে আমি যুদ্ধে পরাজিত করি নাই ॥ ৮ ॥

আমি দেবতাদের বল নাশ করিয়া দেবরাজকে পরাজিত করিয়াছি। সমস্ত প্রাণীর মস্তকে অবস্থান করিয়া সম্প্রতি রামের নিকট নত হইব কেন? ॥ ৯ ॥

হে সুন্দরি, মনে মনে কোনরূপ সন্তাপ করিও না, আমি জয়লাভ করিব। রাম, লক্ষ্মণ এবং সেই বানরদিগকে নিহত করিব ॥ ১০ ॥

বানর সুগ্রীব এবং হনুমান্‌কেও বধ করিব কিন্তু রামের সহিত সন্ধিস্থাপন করিব না ॥ ১১ ॥

আমি রামের ভয়ে সীতাকে প্রদান করিব না। তা' ছাড়া সেই রামও সম্প্রতি সন্ধি করিতে সম্মত হইবে না ॥ ১২ ॥

১। ছ অস্য পূর্ব্বার্দ্ধস্য স্থানে 'যেষাং রক্ষঃসহস্রাণাং নিত্যং মধ্যেঽস্মি বিষ্ঠিতঃ। তেষাং মধ্যে কথং স্থাতুং শক্যো শত্রুবশঙ্গতঃ। ব্রতমেতৎ পুরা সঙেখ্য রাক্ষসানাং স্থিতস্য মে। অধিরাজ্যে তদা দেবি ন নমেয়স্তু কস্যচিৎ'॥ ইত্যধিকম্। ২। ছ 'বিজ-'।

সাগরং[১] সুমহদ্ বদ্ধ্বা রুদ্ধ্বা লঙ্কাং সকাননাম্।
রাক্ষসপ্রবরান্[২] হত্বা সন্ধিং কুর্য্যাৎ কথং প্রিয়ে ॥ ১৩ ॥
ন ত্বহং সন্ধিমিচ্ছামি কদাচিদপি ভাবিনি।
গচ্ছ ত্বং ভব বিশ্রব্ধা সর্ব্বমেতৎ সুখোদয়ম্ ॥ ১৪ ॥
মা কৃথা হৃদি সন্তাপম্ অহং যাস্যে রণাজিরম্।
অদ্য সর্ব্বান্ হনিষ্যামি শত্রূন্ সমরমূর্দ্ধনি ॥ ১৫ ॥
পুত্রাশ্চ[৩] তে মহাবীর্য্যা মেঘনাদপুরোগমাঃ।
ন তেষাং মুচ্যতে কশ্চিদপি মৃত্যুর্ব্বরাননে ॥ ১৬ ॥

১৩। লো-টী। সুমহদ্ যথা।
১৪। লো-টী। সুখানামুদয়ো যস্মাৎ তৎ।
১৫। লো-টী। রণাজিরং রণভূমিম্।
১৬। লো-টী। তেষাং সকাশাৎ হন্তাদিত্যর্থঃ। কশ্চিদপি মৃত্যুঃ শত্রুঃ।

হে প্রিয়ে, রাম বিশাল সমুদ্র বন্ধন করিয়া, কাননসমন্বিত লঙ্কানগরী অবরুদ্ধ করিয়া, বড় বড় রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া এক্ষণে সন্ধিস্থাপন করিবে কেন? ॥ ১৩ ॥

হে সুন্দরি, আমি কখনও সন্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি যাও, বিশ্বাস কর, এই সমস্তই [পরিণামে] সুখাবহ ॥ ১৪ ॥

মনে মনে সন্তাপ করিও না, আমি রণক্ষেত্রে গমন করিব এবং অদ্য সম্মুখ-সমরে সমস্ত শত্রুকে নিহত করিব ॥ ১৫ ॥

হে সুন্দরি, তোমার মেঘনাদ প্রভৃতি পুত্রগণও মহাবীর্য্যশালী। তাহাদের নিকট হইতে কেহই এমন কি সাক্ষাৎ কৃতান্তও মুক্তি পাইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

১। ছ 'সেতুনা সাগরং তীর্ত্ত্বা'। ২। ছ 'সান্ প্র-'। ৩। ছ 'মে'

অন্তঃপুরায় গচ্ছ ত্বং সুখিনী ভব সম্মুষা।
[১]
এবমুক্ত্বা পরিষ্বজ্য ভার্য্যাং প্রীতিমনা ইব ॥ ১৭ ॥
[২]
প্রবিবেশ তদা দেবী স্বয়ং চ ভবনং শুভম্।

চিন্তয়ামাস তদ্ ঘোরং বিগ্রহং সমুপস্থিতম্ ॥ ১৮ ॥

রাবণস্তু ততো বাক্যং রাক্ষসানিদমব্রবীৎ।
[৩]
কল্প্যতাং মে রথঃ শীঘ্রং ক্ষিপ্রমানীয়তাং ততঃ ॥ ১৯ ॥
[৪]
অদ্য ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি নিগূঢ়ং হৃদয়ে শয়ম্।
[৫]
দেবাসুরে যথা পূর্ব্বং দেবতা নিহতা যুধি ॥ ২০ ॥

১৮। লো-টী। তদ্ বিগ্রহং যুদ্ধম্। বিগ্রহং কায়বিস্তারে বিভাগে না রণেঽস্ত্রিয়ামিতি কোষঃ।

২০। লো-টী। নিগূঢ়ং গুপ্তং, দেবাসুরে যুদ্ধে রুদ্রেণ নিগূঢ়ঃ ক্রোধঃ যথা অন্ধকে মুক্তঃ, তদা নিহতে, শিতাস্তীক্ষ্ণাঃ।

তুমি অন্তঃপুরে গমন কর এবং পুত্রবধূদের সহিত সুখে অবস্থান কর।" এই বলিয়া রাবণ মন্দোদরীকে আলিঙ্গন করিয়া যেন কিঞ্চিৎ প্রীতিলাভ করিলেন ॥ ১৭ ॥

তখন মন্দোদরী স্বয়ং গৃহে গমন করিলেন এবং উপস্থিত সেই ভীষণ যুদ্ধের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

তার পর রাবণ রাক্ষসদিগকে এই কথা বলিলেন—"সত্বর আমার রথ সুসজ্জিত কর এবং তার পর সত্বর [উহা] আনয়ন কর ॥ ১৯ ॥

আজ আমি হৃদয়াভ্যন্তরে বিলীন নিগূঢ় ক্রোধকে প্রকাশিত করিব। পূর্ব্বে দেবাসুর-সংগ্রামে যেমন দেবগণ নিহত হইয়াছে [আজ সেইরূপ রাম আমার নিকট নিহত হইবে] ॥ ২০ ॥

১। ছ 'প্রীতমনা'। ২। ছ 'স্বমেব' ৩। ছ 'ধনুঃ'। ৪। ছ 'কোপং'। ৫। ছ '-তোঽন্তকঃ'।

ময়া[1] বীর্য্যেণ মহতা দেবরাজশ্চ নির্জ্জিতঃ।
চিরকালস্থিতং[2] হ্যেতদ্ যুদ্ধং মে রাঘবেণ চ ॥ ২১ ॥
অদ্য তূণীশয়া বাণা নির্মুক্তা ইব পন্নগাঃ।
রামং সমভিধাবন্তু বিষাগ্নিপ্রতিমাঃ শিতাঃ ॥ ২২ ॥
সুতেজিতৈ[3] রুক্মপুঙ্খৈস্তৈলধৌতৈর্হিরণ্ময়ৈঃ।
শরীরং দীপয়িষ্যে[4]ঽহমুল্কাভিরিব[5] কুঞ্জরম্ ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে রাবণবাক্যং নাম
চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

২৩। লো-টী সুতেজিতৈঃ সুষ্ঠু শানিতৈঃ রুক্মপুঙ্খৈর্বাণৈঃ শরীরং শরীরাণি মমানুজান্ বিভীষণেন সহ বর্ত্তমানান্ লঙ্কামতিক্রান্তান্ পার্শ্বমুপগতাংশ্চ রাঘবৌ চ গৃহ্য গৃহীত্বা সোঽহং দীপয়িষ্যে ইতি পূর্ব্বক্রিয়ান্বয়ঃ ॥

লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবাক্যং নাম ॥

আমি মহাবীর্য্য-প্রভাবে দেবরাজকে পরাজিত করিয়াছি। দীর্ঘকাল পরে এই আমার রামের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

আজ আমার তূণগর্ভশায়ী বিষ, অগ্নি ও সর্পতুল্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নির্মুক্ত হইয়া রামের প্রতি ধাবিত হউক ॥ ২২ ॥

আমি উল্কাদ্বারা হস্তীর ন্যায় উত্তমরূপে শাণিত সুবর্ণপুঙ্খ তৈলধৌত স্বর্ণ-নির্ম্মিত শরদ্বারা শত্রু-শরীর উদ্দীপ্ত করিব (জ্বালাইয়া দিব)" ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে রাবণবাক্য-নামক
৩৪শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

১। ছ অস্য পূর্ব্বার্দ্ধং নাস্তি। ২। ছ 'কালে'। ৩। ছ 'সতেজসৈব কাকুৎস্থং তৈল-'। ৪। ছ '-রাদীপ-' (?)।
৫। ছ অতঃ পরং 'বানরান্ সুবহূন্ গৃহ্য রাঘবেণ প্রণোদিতান্। মহাজবান্ হনিষ্যামি মম পার্শ্বমুপাগতান্॥ ইত্যধিকম্।

(৩৫) পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ

স এবমুক্ত্বা জ্বলনপ্রকাশং
রথং তুরঙ্গোত্তমরাজযুক্তম্[১]।
প্রকাশমানং বপুষা বরেণ[২]
সমারুরোহামররাজশত্রুঃ[৩] ॥ ১ ॥

স শঙ্খভেরীপটহপ্রণাদৈ-
রাক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতসিংহনাদৈঃ।
পুণ্যৈঃ স্তবৈশ্চাপ্যভিপূজ্যমান-[৪]
স্তদাযযৌ রাক্ষসরাজমুখ্যঃ ॥ ২ ॥

১। লো-টী। তুরগোত্তমানাং বাজেন বায়ুবেগেন যুক্তম্। 'বাজঃ পক্ষৌ স্বনে রয়ে' ইতি ভূরি০। তুরঙ্গোত্তমরাজিযুক্তমিতি পাঠে তুরঙ্গোত্তমানাং রাজ্যা শ্রেণ্যা যুক্তং, বারণশ্রেষ্ঠেন বপুষা বিশিষ্টঃ।

(লো টী।) অতিবলেন অতিশয়সৈন্যেন। সম্যগুদীর্ণঃ জাতঃ মন্যুর্দৈন্যং দুঃখঞ্চ যস্য তম্।

২। লো-টী। আক্ষ্বেড়িতং রক্ষসাং সামান্যধ্বনিঃ। আস্ফোটিতং বাহুধ্বনিঃ, সিংহনাদশ্চ যোধানাং, তৈঃ পুণ্যৈঃ মনোজ্ঞৈঃ।

উত্তম শরীর দ্বারা শোভমান দেবরাজ-শত্রু রাবণ এই কথা বলিয়া উত্তম অশ্বযুক্ত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১ ॥

তখন শ্রেষ্ঠ রাক্ষসরাজ রাবণ শঙ্খ, ভেরী ও পটহধ্বনি, [রাক্ষসদের] গর্জ্জন, বাহ্বাস্ফোট ও সিংহনাদ এবং পবিত্র স্তব দ্বারা সম্মানিত হইয়া যাত্রা করিলেন ॥ ২ ॥

১। ছ 'রাজি-'। ২। ছ 'পদ্মৈণ'। ৩। ছ অতঃ পরম্ 'আরুহ্য তং বাণশতৈঃ সমেতং দিব্যৈস্তথা রাক্ষসরাজপুত্রৈঃ। যযৌ তদাযোধনমুগ্রবীর্য্যো বেগেন রোষস্য বলেন চৈব॥ তমেকবীরং সমুদীর্ণমন্যুং নিশাচরেন্দ্রং সুবিবৃদ্ধকোপম্। তদানুজগ্মুর্গিরিরাজকল্পা রক্ষোগণাঃ সংযুক্তা জাতহর্ষাঃ' ॥ ইত্যধিকম্। ৪। ছ '-যুজ্যা-'।

সশৈলজীমূতনিকাশকায়ৈ-

মাংসাশনৈঃ পাবকদীপ্তনেত্রৈঃ[1] ।

বভৌ[2] বৃতো রাক্ষসযোধমুখ্যৈ-

র্ভূতৈর্বৃতো রুদ্র ইবামরেশঃ ॥ ৩ ॥

ততো নগর্য্যাঃ সহসা মহৌজা

নিষ্ক্রম্য তদ্বানরসৈন্যমুগ্রম্ ।

সমুদ্যতং পাদপশৈলহস্তং

মহার্ণবাম্ভস্তনিতং দদর্শ ॥ ৪ ॥

তদ্রাক্ষসানীকমতিপ্রকাণ্ডম্[3]

আলোক্য রামোঽমরতুল্যরূপঃ ।

বিভীষণং[4] শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠম্

উবাচ শৈলাগ্রগতো[5] মহাত্মা ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। শৈলজীমূতেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। নীলজীমূতেতি পাঠে জীমূতো মেঘঃ। পাবকদীপ্তনেত্রৈঃ। ক্বচিৎ পাবকনেত্রদীপ্তৈরিতি পাঠে বিশেষণস্য পরনিপাতঃ। বলৈঃ সৈন্যৈঃ।

৪। লো-টী। মহার্ণবাম্ভস্তনিতং মহার্ণবাম্ভস ইব স্তনিতং গর্জ্জিতং যস্য তৎ।

৫। লো-টী। শৈলাগ্রগতঃ সুবেলাগ্রগতঃ।

রাবণ অগ্নিতুল্য-নেত্রবিশিষ্ট মেঘ ও পর্ব্বতপ্রমাণ দেহধারী শ্রেষ্ঠ রাক্ষস-যোদ্ধৃবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া ভূত-পরিবৃত দেবাদিদেব মহাদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন—॥ ৩ ॥

তার পর মহাবলশালী রাবণ নগর হইতে বহির্গত হইয়া মহাসমুদ্রের ন্যায় গর্জ্জন-নিরত পাদপ ও পর্ব্বতধারী সেই সমুদ্যত ভীষণ বানর-সৈন্য দর্শন করিলেন ॥৪॥

দেবতুল্য রূপবান্ পর্ব্বতাগ্রসমারূঢ় মহাত্মা রামচন্দ্র সেই অতিবিশাল

১। ছ 'তুল্য-'। ২। ছ 'বলৈর্বৃ-'। ৩। ছ 'প্রচণ্ডম্'। ৪। ছ 'ধর্ম্ম-'। ৫। ছ '-তঃ পৃথ্বীঃ'।

নানাপতাকাধ্বজশস্ত্রজুষ্টং[১]

প্রাসাসিশূলাশনিচক্রজুষ্টম্[২] ।

কস্যেদমক্ষোভ্যমভীরু সৈন্যং

নাগেন্দ্ররাজোপমরাজজুষ্টম্[৩] ॥ ৬ ॥

ততঃ স রামস্য বচো নিশম্য

বিভীষণঃ শক্রসমানবীর্য্যঃ[৪][৫] ।

শশংস রামায় বলপ্রবীরান্

দুরাসদান্ রাক্ষসপুঙ্গবাংস্তান্ ॥ ৭ ॥

যোঽসৌ গজস্কন্ধগতো মহাত্মা

নবোদিতার্কোপমতাম্রচক্ষুঃ[৬] ।

প্রকম্পয়ন্ নাগশিরোঽভ্যুপৈতি

প্রবীরবাহুং তমবেহি[৭] রাজন্ ॥ ৮ ॥

৬। লো-টী। নাগেন্দ্ররাজ ঐরাবতঃ তদ্বন্মাসৈর্মার্গে(?)জুষ্টম্।

৭। লো-টী। শক্রসমানবুদ্ধিঃ, 'শুক্রসমানবুদ্ধি'রিতি ক্বচিৎ। বলপ্রবীরান্ সৈন্য-প্রকৃষ্ট-বীরান্।

৮। লো-টী। প্রকম্পয়ন্ পৃথিবীমিতি শেষঃ।

রাক্ষস-সৈন্য অবলোকন করিয়া শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভীষণকে বলিলেন—॥ ৫ ॥

বজ্রের ন্যায় প্রাস, অসি, শূল ও চক্রধারী বহু পতাকা ও ধ্বজপরিশোভিত দেবরাজের ন্যায় কোনও রাজার পরিচালনাধীন এই দুর্দ্ধর্ষ নির্ভীক সৈন্য কাহার ? ॥ ৬ ॥

তার পর রামের কথা শুনিয়া ইন্দ্রতুল্য বীর্য্যবান্ বিভীষণ তাঁহার নিকট সেই বাহিনীর মধ্যবর্ত্তী প্রধান প্রধান দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদের পরিচয় দিতে লাগিলেন—॥ ৭ ॥

হে রাজন্, ঐ যে মহাত্মা হস্তিপৃষ্ঠে সমারূঢ়, যাঁহার চক্ষুঃ নবোদিত সূর্য্যের

১। ছ '-দৃপ্তং'। ২। ছ '-হস্তম্' ৩। ক '-নাগ-'। ৪। ছ 'শুক্র-'। ৫। ছ '-বুদ্ধিঃ'। ৬। ছ '-নেত্রঃ'। ৭। ছ '-বৈহি'।

যোঽসৌ রথস্থো মৃগরাজকেতু-

ধূ র্ন্বন্ ধনুঃ শক্রধনুঃপ্রকাশম্।

করীব ভাত্যুগ্রবিবৃত্তদংষ্ট্রঃ

স ইন্দ্রজিদ্রাক্ষসরাজপুত্রঃ ॥ ৯ ॥

যশ্চৈষ বিন্যস্ত ইবেন্দ্রকল্পো

ধন্বী রথস্থোঽতিরথোঽতিবীরঃ।

বিস্ফারয়ন্[১] বৈ ধনুরুগ্রনাদম্

এষোঽতিকায়োঽতিবিবৃদ্ধকায়ঃ ॥ ১০ ॥

৯। লো-টী। মৃগরাজঃ সিংহঃ ধুন্বন্ কম্পয়ন্ করীব মত্তহস্তীব, উগ্রা উচ্চা ভয়ানকাঃ বিবৃত্তাঃ প্রকাশিতা দংষ্ট্রা যস্য সঃ।

১০। লো-টী। ইন্দ্রকল্পঃ ইন্দ্রতুল্য ইব বিন্যস্তঃ কৃতঃ বিধাত্রেতি শেষঃ। যদ্বা, রাবণে বিন্যস্তঃ ন্যাসবৎ স্থাপিতঃ। বিবৃণোতি প্রকাশতে, চাপং বিস্ফারয়ন্ চাপস্য শব্দং কুর্ব্বন্। 'বিস্ফারো ধনুষাং ধ্বনি'রিতি রত্নমালা।

ন্যায় এবং যিনি হস্তীর মস্তক কম্পিত করিতে করিতে আসিতেছেন, তাঁহাকে 'প্রবীর-বাহু' বলিয়া জানুন ॥ ৮ ॥

ঐ যিনি রথারূঢ়, যাঁহার পতাকা সিংহচিহ্নিত, যিনি ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভাময় ধনুক কম্পিত করিতে করিতে উগ্রদংষ্ট্রা-বিবৃতকারী হস্তীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন, তিনি রাক্ষসরাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ ॥ ৯ ॥

আর ঐ যে রথারূঢ় ধনুর্দ্ধর মহারথী, যিনি ভয়ানক শব্দবিশিষ্ট ধনুক বিস্ফারিত করিতেছেন এবং যাঁহার শরীর অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত, ইনি মহাবীর অতিকায় ॥ ১০ ॥

১। ছ '-য়ংশ্চাপমচিন্ত্যনাদম্'।

যোঽসৌ নবার্কোপমতাম্রচক্ষু-
রারুহ্য ঘণ্টানিনদপ্রণাদম্[১]।
খরং খরং গর্জতি বৈ দুরাত্মা
মহোদরো নাম স এষ বীরঃ ॥ ১১ ॥

[২]যোঽসৌ হয়ং কাঞ্চনচিত্রভাণ্ডম্
আরুহ্য সন্ধ্যাভ্রঘনপ্রকাশম্।
প্রাসং সমুদ্যম্য মরীচিনদ্ধং
[৩]পিশাচ এযোঽশনিতুল্যবেগঃ ॥ ১২ ॥

যশ্চৈষ কালানলতুল্যবেগঃ
খড়্গী ধনুষ্মান্ কবচী কিরীটী।
গজেন্দ্রমাস্থায় গিরিপ্রকাশং
খরাত্মজোঽয়ং মকরাক্ষনামা ॥ ১৩ ॥

১১। লো-টী। খরং গর্দ্দভং, খরং দারুণম্।

১২। লো-টী। কাঞ্চনময়চিত্রং নানাবিধং ভাণ্ডমলঙ্করণং যস্য তম্। 'ভাণ্ডং পাত্রে বণিঙ্মূলধনে ভূষাশ্বভূষয়ো'রিতি কোষঃ। সন্ধ্যাভ্রগিরিঃ সন্ধ্যাভ্রযুক্তো গিরিস্তৎপ্রকাশং প্রাসং মরীচিনদ্ধং স্বদীপ্ত্যা যুক্তং সমুদ্যম্য গৃহীত্বা গর্জতি ইতি পূর্ব্বক্রিয়াসম্বন্ধঃ। এবমন্যত্র।

১৩। লো-টী। কালানলঃ প্রলয়কালবহ্নিঃ, তত্তুল্যবেগঃ।

ঐ যাহার চক্ষুঃ নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ, যে দুরাত্মা ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় চীৎকারনিরত গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া কর্কশ গর্জ্জন করিতেছে, এই বীরের নাম মহোদর ॥ ১১ ॥

ঐ যিনি বিচিত্র সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত সান্ধ্য মেঘের ন্যায় রক্তবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রভামণ্ডিত প্রাস উদ্যত করিয়াছেন—বজ্রতুল্য বেগশালী ইঁহার নাম পিশাচ ॥ ১২ ॥

আর এই যিনি কালানলতুল্য বেগবান্, খড়্গ, ধনুক, কবচ ও কিরীটধারী,

১। ছ '-দপ্রমাণম্'। ২। ছ 'যোঽয়ং'। ৩। ছ-ট 'নরান্তকাখ্যো-'।

যশ্চৈষ চাপাসিশরৌঘজুষ্টং

পতাকিনং পাবকতুল্যরূপম্।

রথং সমাস্থায় বিভাত্যুদগ্রো

নরান্তকোঽয়ং নগশৃঙ্গযোধী ॥ ১৪ ॥

[১]যশ্চৈষ নানাবিধঘোররূপৈ-

র্ব্যাঘ্রোষ্ট্রনাগেন্দ্রমৃগেন্দ্রবক্ত্রৈঃ।

ভূতৈর্বৃতোঽভ্যেতি বিবৃত্তনেত্রৈঃ

সোঽয়ং সুদংষ্ট্রো বিজিতারিসূনুঃ ॥ ১৫ ॥

যশ্চৈষ ঘোরং বহুবজ্রজুষ্টং

সকাঞ্চনং পাবকতুল্যরূপম্।

শূলং সমুদ্যম্য বিভাতি বেগাদ্

দেবান্তকোঽসৌ নরসিংহযোধী ॥ ১৬ ॥

১৪। লো-টী। উদগ্রং মহৎ যথা তথা ভাতি, নগশৃঙ্গং পর্ব্বত-শৃঙ্গমপি যোদ্ধুং সংহর্ত্তুং শীলমস্য।

১৫। লো-টী। ব্যাঘ্রাদীনামাস্যানীব যানি আস্যানি তৈর্যুক্তৈর্ভূতৈঃ, মধ্যপদলোপী সমাসঃ। বিবৃত্তনেত্রৈঃ বিশেষেণ বৃত্তানি বর্ত্তুলানি নেত্রাণি যেষাং তৈঃ। বিজিতারিসূনুঃ বিজিতারেঃ কস্যচিদ্রাক্ষসস্য সূনুঃ। রাবণস্য বা। 'বিজিতাশ্বসূনুঃ' ইতি বা পাঠঃ।

১৬। লো-টী। বহুবজ্রজুষ্টং বজ্রো হীরকং, নির্ঘাতীতি পাঠে আগচ্ছতি।

যিনি পর্ব্বততুল্য হস্তীর উপর সমারূঢ়, ইনি খরের পুত্র, ইঁহার নাম মকরাক্ষ ॥ ১৩ ॥

আর এই যে ভীষণ ব্যক্তি খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণযুক্ত পতাকাশোভিত অগ্নিবর্ণ রথে আরোহণ করিয়া বিরাজ করিতেছে, পর্ব্বতশৃঙ্গদ্বারা যুদ্ধপরায়ণ এই ব্যক্তির নাম নরান্তক ॥ ১৪ ॥

আর এই যিনি নানাবিধ ভীষণাকৃতি ব্যাঘ্র, উষ্ট্র, হস্তী ও সিংহের ন্যায় মুখবিশিষ্ট ঘূর্ণিতাক্ষ ভূতবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া আগমন করিতেছেন, ইনি 'বিজিতারি'র পুত্র সুদংষ্ট্র ॥ ১৫ ॥

হে নরসিংহ! এই যে ভীষণাকৃতি ব্যক্তি বহু হীরক ও কাঞ্চন-সমন্বিত

১। ছ-পুস্তকে ইতঃ শ্লোকত্রয়ং নাস্তি।

[১]যশ্চৈষ শূলং নিশিতং প্রগৃহ্য
বিদ্যুৎপ্রভং কিঙ্কিণিবজ্রজুষ্টম্ ।
[২]নাগেন্দ্রমাস্থায় গিরিপ্রকাশম্
আয়াতি সোঽয়ং ত্রিশিরাস্তরস্বী ॥ ১৭ ॥
[৩]অয়ং তু জীমূতনিকাশরূপঃ
কুম্ভঃ প্রতিব্যূঢ়[৪]সুজাতবক্ষাঃ ।
সমাহিতঃ পন্নগরাজকেতু-
বিস্ফারয়ন্ ভাতি ধনুর্ধনুষ্মান্ ॥ ১৮ ॥
যশ্চৈষ জাম্বূনদবজ্রজুষ্টং
দীপ্তং[৫] সুঘোরং পরিঘং প্রগৃহ্য ।
আয়াতি রক্ষোবলকেতুভূতো
[৬]নিকুম্ভ এষোঽদ্ভুতঘোরকর্ম্মা ॥ ১৯ ॥

১৭। লো-টী। কিঙ্কিণীতি হ্রস্বত্বমার্ষম্ ।
১৮। লো-টী। প্রতিব্যূঢ়ম্ অতিপৃথুলং সুজাতং সুন্দরং বক্ষো যস্য সঃ।
১৯। লো-টী। অত্রাপি এষোঽদ্ভুতঘোররূপ ইতি বাক্যান্তরম্ ।

অগ্নিপ্রভ শূল সবেগে উত্তোলিত করিয়া বিরাজমান, ঐ যোদ্ধার নাম 'দেবান্তক' ॥১৬॥

আর এই যিনি কিঙ্কিণী ও হীরকযুক্ত বিদ্যুৎপ্রভ শাণিত শূল গ্রহণ করিয়া পর্ব্বততুল্য হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক বেগে আগমন করিতেছেন, ইঁহার নাম ত্রিশিরাঃ ॥ ১৭ ॥

এই যিনি মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার বক্ষঃস্থল অতি বিশাল ও সুন্দর, যাঁহার কেতু পন্নগরাজচিহ্নিত, যে ধনুষ্মান্ একাগ্র হইয়া ধনুক বিস্ফারিত করত বিরাজ করিতেছেন, ইঁহার নাম 'কুম্ভ' ॥ ১৮ ॥

এই যিনি সুবর্ণ ও হীরকখচিত অতিভীষণ পরিঘ গ্রহণ করিয়া আগমন

১। ছ 'য এষ'। ২। ছ 'গজেন্দ্র-'। ৩। ছ 'অসৌ তু'। ৪। ছ 'পৃথুব্যূহ-'। ৫। ছ 'সধূমং'। ৬। ছ 'সোঽসৌ নিকুম্ভোঽদ্ভুতভীমকর্ম্মা'। অতঃ পরং 'যশ্চৈষ চাপাসিবরৌঘজুষ্টং পতাকিনং পাবকতুল্যরূপম্। রথং সমাস্থায় বিভাত্যুদগ্রং নরান্তকোঽয়ং নগশৃঙ্গযোধী ॥ যশ্চৈষ কালানলতুল্যরূপঃ খড়্গী ধনুষ্মান্ কবচী কিরীটী। গজেন্দ্রমাস্থায় গিরিপ্রকাশং খরস্বনোঽয়ং মকরাক্ষনামা ॥ যশ্চৈষ নানাবিধতুল্যরূপৈর্ব্যাঘ্রোষ্ট্রনাগেন্দ্রমুখাশ্বযুক্তৈঃ। দূতৈর্ব্বৃতো ভাতি বিবৃত্তনেত্রৈঃ সোঽয়ং সুদংষ্ট্রো বিজিতাশ্বসূনুঃ ॥ যশ্চৈষ ঘোরং বহুবজ্রযুক্তং সকাঞ্চনং পাদপদীপ্তরূপম্। শূলং সমুদ্যম্য সমেতি বেগাদ্দেবান্তকশ্চৈষ নগেন্দ্রযোধী'। ইত্যধিকম্।

যত্রৈতদিন্দুপ্রতিমং বিভাতি
ছত্রং সিতং রুক্মশলাকমগ্র্যম্।
অত্রৈষ রক্ষোঽধিপতির্মহাত্মা
ভূতৈর্বৃতো রুদ্র ইবাভ্যুপৈতি ॥ ২০ ॥

যোঽসৌ কিরীটী[1] জ্বলনোজ্জ্বলাস্যো
মহেন্দ্রবিন্ধ্যোপমভীমরূপঃ[2]।
মহেন্দ্রবৈবস্বতদর্পহন্তা
রক্ষোঽধিপঃ সোঽয়মুপৈতি হৃষ্টঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে রাবণানীকদর্শনং নাম
পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

২০। লো-টী। সিতং শুক্লং রুক্মময়ী শলাকাকাষ্ঠী যত্র তৎ। শলাকা শল্য-মদনসারিকা-শল্লকীষু চ। ছত্রাদিকাষ্ঠীশরয়ো'রিতি কোষঃ। অগ্র্যং শ্রেষ্ঠম্।

২১। লো-টী। জ্বলনবৎ বহ্নিবৎ উজ্জ্বলানি আস্যানি যস্য সঃ। মহেন্দ্রঃ পর্ব্বতঃ, মহেন্দ্রঃ শক্রঃ। এতদনন্তরং কুত্রচিৎ সর্গো নাস্তি ॥* ॥

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তিকৃতায়াং লঙ্কামনোহরায়াং রাবণানীকদর্শনম্ ॥ ৩৭ ॥

করিতেছেন, ইনি নিকুম্ভ ; ইনি অতিভীষণ ও অদ্ভুতকর্ম্মা, ইনি রাক্ষসসৈন্যের কেতুস্বরূপ (নেতৃস্থানীয়) ॥ ১৯ ॥

যে রথে এই সুবর্ণশলাকাযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র সুন্দর ছত্র শোভা পাইতেছে, ইহাতে মহাত্মা রাক্ষসরাজ ভূতপরিবৃত রুদ্রের ন্যায় আগমন করিতেছেন ॥ ২০ ॥

ঐ যিনি কিরীটধারী, যাঁহার মুখমণ্ডল অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, যাঁহার আকৃতি বিন্ধ্য ও মহেন্দ্রপর্ব্বতের ন্যায় ভীষণ, ইনিই ইন্দ্র ও যমের দর্পহারী রাক্ষসরাজ রাবণ সানন্দে আগমন করিতেছেন ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে রাবণসৈন্যদর্শন-
নামক ৩৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

১। ছ 'চলকুণ্ডলাস্যো'। ২। ছ '-তুল্য-'।

(৩৬) ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণং[১] প্রতি ভাষিতম্।
প্রত্যুবাচ ততো রামো বিভীষণমিদং[২] বচঃ ॥ ১ ॥

অহো দীপ্তো মহাতেজা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যো রশ্মিভির্ভাতি বীর্য্যবান্[৩] ॥ ২ ॥

ন ব্যক্তং লক্ষ্যতে চাস্য রূপং তেজঃসমন্বিতম্।
দৈত্যদানববীরাণাং[৪] বপুরেবংবিধং কিল ॥ ৩ ॥

যাদৃশং রাক্ষসেন্দ্রস্য বপুরেতদ্বিরাজতে।
তথৈবাস্যানুগাস্তুল্যাঃ পুত্রাঃ পৌত্রাস্তথানুজাঃ[৫] ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। রাক্ষসং রাবণং প্রতি।

৩। লো-টী। রূপং রূপবচ্ছরীরম্। এবংবিধম্ এতাদৃশং বপুঃ দেবদানববীরাণাং মধ্যে কিল নিশ্চিতং ন লক্ষয়ে ন দৃষ্টবান্ অস্মি। সুব্যক্তমিতি পাঠে দেবাদীনাং যদ্বপুঃ এবংবিধমস্যাপি সুব্যক্তং স্পষ্টং রূপং লক্ষয়ে পশ্যামি।

৪। লো-টী। অস্যানুগাদয়ঃ শরীরক্রমেণ তুল্যা অনুজা জ্ঞাতিভ্রাতরঃ।

রাবণের বিষয়ে বিভীষণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম প্রত্যুত্তরে বিভীষণকে এই কথা বলিলেন—॥ ১ ॥

অহো! মহাতেজস্বী বীর্য্যবান্ রাক্ষসরাজ কিরণমালামণ্ডিত প্রদীপ্ত আদিত্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্যরূপে প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ২ ॥

তেজঃপ্রভাবে ইঁহার আকৃতি সম্যক্ লক্ষিত হইতেছে না। দৈত্য ও দানববীরদিগের শরীর প্রায়শঃই এইরূপ ॥ ৩ ॥

রাক্ষসরাজের এই শরীর যেরূপ, ইঁহার অনুচরবর্গ এবং পুত্র, পৌত্র ও অনুজবৃন্দও তদনুরূপ ॥ ৪ ॥

১। ছ 'রাক্ষসং'। ২। ছ '-ষণমরিন্দমঃ'। ৩। ছ 'রাক্ষসঃ'। ৪। ছ 'দেব-'। ৫। ছ '-নুগাঃ'।

সর্ব্বে পর্ব্বতসঙ্কাশাঃ সর্ব্বে বিক্রান্তযোধিনঃ।[1]
সর্ব্বে দীপ্তায়ুধধরা যোধাশ্চাস্য মহৌজসঃ ॥ ৫ ॥
ভাতি রাক্ষসরাজোঽয়ং প্রদীপ্তৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।
যোধৈঃ[2] পরিবৃতো ভূতৈর্[3]দেহবদ্ভিরিবান্তকঃ ॥ ৬ ॥
এবমুক্ত্বা ততো রামো ধনুরাদায় বীর্য্যবান্।
লক্ষ্মণানুচরস্তস্থৌ সমুদ্ধৃত্য শরোত্তমান্ ॥ ৭ ॥
ততঃ স রক্ষোঽধিপতির্মহাত্মা রক্ষাংসি তান্যাহ মহাবলানি।
দ্বারেষু পুর্য্যা গৃহগোপুরেষু সুনির্[4]বৃতাস্তিষ্ঠত নির্ব্বিশঙ্কাঃ ॥ ৮ ॥
স এবমুক্ত্বা ত্রিদশেন্দ্রশক্ররুদ্যম্য চাপং সশরং প্রদীপ্তম্[5]।
ব্যদারয়দ্বানরসাগরৌঘং মহাঝষঃ পূর্ণমিবার্ণবৌঘম্ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। যমকালয়োঃ সমানা প্রভা দীপ্তির্যেষাং তৈঃ। 'দেহবদ্ভিরিবান্তক' ইতি পাঠে দেহবদ্ভির্ব্যাধিভিরিতি শেষঃ।

৭। লো-টী। সমুদ্ধৃত্য গৃহীত্বা, সংগৃহ্যেতি পাঠঃ।

৯। লো-টী। বানরসাগরৌঘং বানরসাগরবেগং ব্যদারয়ৎ অবর্ত্তয়ৎ মহাঝষো মহামীনো রাঘব ইব।

মহাবলশালী রাবণের যোদ্ধৃবৃন্দ সকলেই পরাক্রান্ত যোদ্ধা, সকলেই পর্ব্বত-প্রমাণ এবং সকলেই প্রদীপ্ত-আয়ুধধারী ॥ ৫ ॥

এই রাক্ষসরাজ ভীষণ-পরাক্রান্ত তেজস্বী যোদ্ধৃবৃন্দে পরিবৃত হইয়া মূর্ত্তিমান্ ভূতবৃন্দে পরিবৃত কৃতান্তের ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥ ৬ ॥

এই বলিয়া তার পর বীর্য্যবান্ রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত ধনুক গ্রহণ করিয়া উত্তম শরসমূহ উত্তোলনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

তারপর রাক্ষসরাজ মহাত্মা রাবণ সেই মহাবলশালী রাক্ষসদিগকে বলিলেন —তোমরা গৃহদ্বার ও পুরদ্বারসমূহে নিঃশঙ্ক হইয়া সাবধানে অবস্থান কর ॥ ৮ ॥

দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু রাবণ এই বলিয়া প্রদীপ্ত ধনুর্ব্বাণ উত্তোলিত করিয়া

১। ছ 'পর্ব্বত-'। ২। ছ 'শূরৈঃ'। ৩। ছ 'যোধৈর্যমকালপ্রচোদিতঃ'। ৪। ছ 'স্থানেষলং তিষ্ঠত'। ৫। ছ 'সুদী-'।

তমাপতন্তং সহসা নিরীক্ষ্য দীপ্তেষুচাপং যুধি রাক্ষসেন্দ্রম্।

ততো হরীশঃ [১] সমুপাজগাম তং রাবণং যোদ্ধুমতিপ্রচণ্ডঃ [২] ॥ ১০ ॥

বলাৎ সমুৎপাট্য মহীধরাগ্রং দুদ্রাব রক্ষোঽধিপতিং হরীশঃ।

[৩] তং শৈলমগ্রং বহুবৃক্ষসানুং প্রগৃহ্য চিক্ষেপ স রাবণায়

তমাপতন্তং প্রসমীক্ষ্য রাজা বিভেদ বাণৈর্যমদণ্ডকল্পৈঃ ॥ ১১ ॥

তস্মিন্ প্রবৃদ্ধোত্তমশৃঙ্গবৃক্ষে [৪] শৈলে বিদীর্ণে বহুচিত্রসানৌ।

মহাহিকল্পং শরমুগ্রবেগং [৫] সমাদদে রাক্ষসসৈন্যনাথঃ [৬] ॥ ১২ ॥

১০। লো-টী। দীপ্তা ইষবশ্চাপঞ্চ যস্য তম্ অতিপ্রকাশং জাজ্বল্যমানম্।

১১। লো-টী। মহীধরাগ্রং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং, বহবো বৃক্ষাঃ সানুষু যস্য তম্, রাবণায় রাবণং হন্তুম্।

১২। লো-টী। প্রবৃদ্ধানি উত্তমানি শৃঙ্গাণি বৃক্ষাশ্চ যস্য তস্মিন্, বহূনি চিত্রাণি আশ্চর্য্যাণি সানুষু যস্য তস্মিন্।

বিশালকায় মৎস্য যেমন পরিপূর্ণ সমুদ্রপ্রবাহকে বিদারিত করে, সেইরূপ সেই বানরসমুদ্রের প্রবাহকে বিদারিত করিলেন ॥ ৯ ॥

প্রদীপ্ত-ধনুর্ব্বাণধারী রাক্ষসরাজ রাবণকে সহসা যুদ্ধে ধাবিত দেখিয়া অতি প্রচণ্ড বানররাজ সুগ্রীব যুদ্ধার্থে সমাগত হইলেন ॥ ১০ ॥

সুগ্রীব বলপূর্ব্বক একটি শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের প্রতি ধাবিত হইলেন। সেই পর্ব্বতের সানুদেশে বহু বৃক্ষ ছিল। সুগ্রীব সেই বিশাল পর্ব্বতটি ধারণ করিয়া রাবণের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। রাবণ সেই পর্ব্বতটীকে পতিত হইতে দেখিয়া যমদণ্ডতুল্য বাণদ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১ ॥

বহু বিচিত্র সানু এবং বিশাল বিশাল শৃঙ্গ ও বৃক্ষসমন্বিত সেই পর্ব্বত বিদীর্ণ হইলে রাক্ষসসৈন্যের অধিনায়ক [রাবণ] মহাসর্পতুল্য উগ্রবেগশালী শর গ্রহণ করিলেন ॥ ১২ ॥

১। ছ 'সহসা জগাম'। ২। ছ '-প্রকাশম্'। ৩। ছ 'তচ্ছৈল-'। ৪। ছ '-বৃক্ষষণ্ডে'। ৫। ছ '-বীর্য্যং'। ৬। ছ '-যূথপেন্দ্রঃ'।

স তং গৃহীত্বানিলতুল্যবেগং সবিস্ফুলিঙ্গং জ্বলনপ্রকাশম্।[1]
বাণং মহেন্দ্রাশনিতুল্যবেগং চিক্ষেপ রাজা হরিযূথপায় ॥ ১৩ ॥

স সায়কো রাবণবাহুমুক্তঃ শক্রাশনিপ্রখ্যবপুঃ শিতাগ্রঃ।
সুগ্রীবমাসাদ্য বিভেদ বেগাদ্ গুহেরিতা ক্রৌঞ্চমিবোগ্রশক্তিঃ ॥ ১৪ ॥

স সায়কার্ত্তো[2] বিপরীতচেতাঃ কূজন্[3] ব্যথার্ত্তো নিপপাত ভূমৌ।
তং প্রেক্ষ্য[4] ভূমৌ পতিতং বিসংজ্ঞং নেদুঃ প্রহৃষ্টা যুধি যাতুধানাঃ ॥১৫॥

ততো গবাক্ষো গবয়ঃ সুদংষ্ট্রো মৈন্দো নলো জ্যোতিমুখো[5]ঽঙ্গদশ্চ।
শিলাঃ সমুৎপাট্য বিবৃদ্ধকায়াঃ[6] প্রদুদ্রুবুস্তং প্রতি রাক্ষসেন্দ্রম ॥১৬॥

১৩। লো-টী। অনিলতুল্যবেগং বায়ুতুল্যবেগম্।

১৪। লো-টী। শক্রাশনিপ্রখ্যবপুঃ শক্রবজ্রতুল্যাকারঃ শিতাগ্রঃ শাণিতাগ্রঃ। বিভেদ বিদারয়ামাস। গুহেরিতা কার্ত্তিকেয়প্রেরিতা উগ্রশক্তিঃ ক্রৌঞ্চং পর্ব্বতং যথা ব্যদারয়ৎ।

১৫। লো-টী। আর্ত্তঃ কূজন্ কুথন্ নিপপাত।

১৬। লো-টী। জ্যোতিশব্দ ইদন্তঃ হল্‌লোপো বা ইতি বিমলবোধঃ। 'প্রদুদ্রুবুস্তং প্রতী'তি পাঠঃ। 'সমাহ্বয়ন্তং যুধি' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

সেই রাবণ সেই বায়ুতুল্য বেগশালী ও ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় বেগশালী অগ্নির ন্যায় স্ফুলিঙ্গযুক্ত শরটী বানরদলপতির উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৩ ॥

কার্ত্তিকেয়ের নিক্ষিপ্ত ভীষণ শক্তি যেমন ক্রৌঞ্চপর্ব্বত বিদারিত করিয়াছিল, ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় শাণিত অগ্রভাগযুক্ত রাবণবাহুনিক্ষিপ্ত সেই শর সেইরূপ বেগে সুগ্রীবকে বিদারিত (ক্ষতবিক্ষত) করিল ॥ ১৪ ॥

সুগ্রীব শরাঘাতে কাতর হইয়া বেদনায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন-ভাবে ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসগণ সানন্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

তার পর বিশালকায় গবয়, গবাক্ষ, সুদংষ্ট্র, মৈন্দ, নীল, জ্যোতিমুখ ও অঙ্গদ শিলা উৎপাটিত করিয়া সেই রাক্ষসরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ১৬ ॥

১। ছ '-স্বাশনি-'। ২। ছ 'শায়-'। ৩। ছ '-ন্ হরীন্দ্রো'। ৪। ছ 'বীক্ষ্য'। ৫। ক 'জ্যোতির্ম্মুখোঽ-'। ৬। ছ '-কোপাঃ'।

[১]তেষাং প্রহারান্ স চকার মোঘান্ রক্ষোঽধিপো বাণশতৈঃ শিতাগ্রৈঃ
তান্ বানরেন্দ্রানপি বাণজালৈর্বিভেদ জাম্বূনদচিত্রপুঙ্খৈঃ ॥ ১৭ ॥
তে বানরেন্দ্রাস্ত্রিদশারিবাণৈর্ভিন্না নিপেতুর্ভুবি ভীমরূপাঃ।
ততস্তু তদ্বানরসৈন্যমুগ্রং [২]সন্তাড়য়ামাস স বাণজালৈঃ ॥ ১৮ ॥
তে বধ্যমানাশ্চ[৩] কৃতার্ত্তনাদা ভয়েন শোকেন চ বিহ্বলাঙ্গাঃ।
শাখামৃগা রাবণসায়কার্ত্তা জগ্মুঃ শরণ্যং শরণং স্ম রামম্ ॥ ১৯ ॥
ততো মহাত্মা স ধনুর্ধনুষ্মান্ আদায় রামঃ সহসা জগাম।
তং লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলিরভ্যুপেত্য প্রোবাচ বাক্যং পরমার্থযুক্তম্ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-টী। মোঘা ব্যর্থাঃ, বিভেদ দারয়ামাস।

[লো-টী।] নানাক্রমাভাঃ নানাক্রমৈরাভান্তীতি তথা, নানাক্রমাণাং রক্তশুক্লাদীনামিব আভা দীপ্তির্যেষাং তে ইতি বা। ভয়সংনিরুদ্ধা ভয়ব্যাপ্তাঃ, স্বস্বভয়শল্যবিদ্ধা ইতি বা পাঠঃ।

১৯। লো-টী। শরণ্যং শরণাগতপালকম্।

২০। লো-টী। পরমার্থযুক্তং সেবকে তিষ্ঠতি রাজ্ঞা ন যুদ্ধ্যত ইতি যঃ পরমার্থস্তদ্যুক্তম্।

রাক্ষসরাজ রাবণ শাণিত-অগ্রভাগযুক্ত শত শত বাণদ্বারা তাহাদিগের প্রহারকে ব্যর্থ করিলেন এবং সেই শ্রেষ্ঠ বানরদিগকেও সুবর্ণচিত্রিত পুঙ্খদেশযুক্ত শরজালে ক্ষতবিক্ষত করিলেন ॥ ১৭ ॥

সেই ভীষণাকৃতি শ্রেষ্ঠ বানরগণ রাবণের শরপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তার পর রাবণ সেই ভীষণ বানরসৈন্যগণকে শরজালে সন্তাড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

ভয়ে ও শোকে প্রহৃত বানরগণের গাত্র বিকল হইয়া পড়িল, তাহারা রাবণের শরাঘাতে কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে শরণাগতপালক রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইল ॥ ১৯ ॥

তার পর সেই ধনুর্দ্ধর মহাত্মা রামচন্দ্র সহসা ধনুক গ্রহণ করিয়া গমন করিতে

১। ছ 'শিলাশ্চ তেষাং প্রচকার মোঘাঃ'। ২। ছ 'প্রচ্ছাদয়ামাস'। ৩। ছ '-নাঃ পতিতাগ্রশূরা আবিধ্যমানা ভয়শল্যবিদ্ধাঃ'।

অহমার্য্য সুপর্য্যাপ্তো বধায়াস্য দুরাত্মনঃ।
বধিষ্যাম্যহমেবৈনমনুজানীহি মাং বিভো[1] ॥ ২১ ॥[2]

মম শক্ররিপোশ্চৈব সংবিমর্দো ভবত্বয়ম্।
অদ্য পশ্যন্তু ভূতানি পরিভূতং ময়া রিপুম্ ॥ ২২ ॥

ততোঽব্রবীন্মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
গচ্ছ ত্বং বচনং চেদং নিবোধ মম লক্ষ্মণ ॥ ২৩ ॥

রাবণো হি মহাবীর্য্যো[3] রণেঽদ্ভুতপরাক্রমঃ।
ত্রৈলোক্যেনাপি সংক্রুদ্ধো দুষ্প্রধৃষ্যো[4] ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

২১। লো-টী। সুপর্য্যাপ্তঃ সুষ্ঠু শক্তঃ, 'পর্য্যাপ্তঞ্চ যথেষ্টে স্যাৎ তৃপ্তৌ শক্তে নিবারণে' ইতি কোষঃ। অনুজানীহি মাং মহ্যমাজ্ঞাং দেহীত্যর্থঃ।

২২। লো-টী। অয়ং সংবিমর্দ্দঃ সংগ্রামঃ।

২৪। লো-টী। সংক্রুদ্ধশ্চেৎ ত্রৈলোক্যেনাপি দুষ্প্রধৃষ্যঃ প্রধর্ষয়িতুং লঙ্ঘয়িতুমশক্যঃ।

উদ্যত হইলেন, লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া অতীব অর্থপূর্ণ বাক্য বলিলেন—॥ ২০ ॥

হে আর্য্য, এই দুরাত্মাকে বধ করিতে আমিই যথেষ্ট। হে প্রভো, আদেশ করুন, আমিই ইহাকে বধ করিব ॥ ২১ ॥

আমার ও ইন্দ্রশত্রু রাবণের এই যুদ্ধ সংঘটিত হউক, আজ সর্ব্বভূত অবলোকন করুক—আমি শত্রুকে পরাভূত করিয়াছি ॥ ২২ ॥

তার পর যথার্থ-পরাক্রমশালী মহাতেজস্বী রাম বলিলেন—"লক্ষ্মণ, তুমি গমন কর এবং আমার এই কথা শোন—॥ ২৩ ॥

রাবণ মহাবীর, যুদ্ধে তাহার অদ্ভুত পরাক্রম, সে ক্রুদ্ধ হইলে [সম্মিলিত সমস্ত] ত্রৈলোক্যবাসীর পক্ষেও দুর্দ্ধর্ষ, সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥

১। ছ 'হনিষ্যা-'। ২। ছ 'প্রভো'। ৩। ছ '-বাহুর্মহাকায়ো মহাধনুঃ'। ৪। ছ 'দুর্দ্ধর্ষো বৈ'।

তস্য চ্ছিদ্রাণি মার্গস্ব স্বচ্ছিদ্রাণ্যভিরক্ষ চ।
চক্ষুষা ধনুষা চৈব রক্ষাত্মানং সমাহিতঃ ॥ ২৫ ॥
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সংপ্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
অভিবাদ্য ততো রামং যযৌ সৌমিত্রিরাহবম্ ॥ ২৬ ॥
স রাবণং বারণহস্তবাহুং[১] দদর্শ দীপ্তোদ্যতভীমচাপম্।
প্রচ্ছাদয়ন্তং শরবৃষ্টিজালৈস্তান্ বানরান্ বাণবিভিন্নদেহান্ ॥২৭॥
তমালোক্য মহাতেজা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
ভ্রংশয়ন্ শরজালানি প্রত্যগচ্ছৎ স রাবণম্ ॥ ২৮ ॥
রথং তস্য সমাসাদ্য বাহুমুদ্যম্য[২] দক্ষিণম্[৩]।
ত্রাসয়ন্ রাবণং ধীমান্ হনূমান্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৯ ॥

২৫। লো-টী। মার্গস্ব অন্বেষয়, সমাহিতঃ সাবহিতঃ।

[২৬ ?] লো-টী। রামায় রামম্।

২৭। লো-টী। দীপ্তমুজ্জ্বলমুদ্যতং গৃহীতং ভীমং ভয়ানকং কার্ম্মুকং যস্য তম্। পূর্ব্ব-বাণবিভিন্নদেহান্ পুনঃ প্রচ্ছাদয়ন্তম্।

২৮-২৯। লো-টী। ভ্রংশয়ন্ নাশয়ন্, সমাসাদ্য প্রাপ্য। তোত্রং কশাম্ আচ্ছিদ্য বলাদ্ গৃহীত্বা।

তাহার ছিদ্র অনুসন্ধান করিও এবং নিজের ছিদ্র গোপন করিও। খুব সাবধানে চক্ষুঃ ও ধনুকদ্বারা আত্মরক্ষা করিও" ॥ ২৫ ॥

রামের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, তিনি রামকে অভিবাদন করিয়া যুদ্ধে গমন করিলেন ॥ ২৬ ॥

তিনি দেখিলেন—হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় বাহুসমন্বিত রাবণ প্রদীপ্ত ভীষণ ধনুক উদ্যত করিয়া শরজালে সেই বানরদিগকে আচ্ছাদিত করিতেছেন এবং বানরদের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

মহাতেজস্বী পবননন্দন হনুমান্ সেই রাবণকে দেখিয়া শরজাল নিবারিত করিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

বুদ্ধিমান্ হনুমান্ রাবণের রথে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণবাহু উত্তোলন করত তাঁহাকে সন্ত্রাসিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—॥ ২৯ ॥

১। ছ '-যূথমধ্যে'। ২। ছ 'তোত্র-'। ৩। ছ 'সারথেঃ'।

দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষাশ্চ সহ পন্নগৈঃ।
অবধ্যত্বাৎ ত্বয়া ভগ্না বানরেভ্যশ্চ[1] তে ভয়ম্ ॥ ৩০ ॥
তদদ্য দেবাঃ পশ্যন্তু সযক্ষোরগপন্নগাঃ[2]।
ত্বামদ্য ভগ্নং নিহতং বানরৈর্ভীমবিক্রমৈঃ ॥ ৩১ ॥
এষ মে দক্ষিণো বাহুঃ পঞ্চশাখঃ সমুদ্যতঃ।
নির্হরিষ্যতি তে দেহাদ্ ভূতাত্মানং চিরোষিতম্ ॥ ৩২ ॥
শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং রাবণো ভীমবিক্রমঃ।
সংরক্তনয়নঃ কোপাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥
ক্ষিপ্রং প্রহর নিঃশঙ্কং স্থিরাং কীর্ত্তিমবাপ্নুহি।
বিক্রমঞ্চ বিদিত্বা তে নাশয়িষ্যামি[3] জীবিতম্ ॥ ৩৪ ॥

৩০। লো-টী। যে দেবাদয়স্তেষামবধ্যত্বাৎ তে ত্বয়া ভগ্না বিদ্রাবিতাঃ।
৩২। লো-টী। সমুদ্যতঃ সম্যগুদ্যোগবান্, ভূতাত্মানং প্রাণং জীবং বা।
৩৪। লো-টী। ক্ষিপ্রম্ আদৌ, স্থিরাং কীর্ত্তিমিতি সোপহাসবাক্যম্। বিদিত্বা পশ্চাৎ।

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও পন্নগদিগকে তুমি পরাভূত করিয়াছ, কারণ, তুমি তাহাদের অবধ্য। কিন্তু, বানরদিগের কাছে তোমার ভয় আছে ॥ ৩০ ॥

সুতরাং আজ যক্ষ, উরগ, দেবতা ও রাক্ষসগণ অবলোকন করুন—'ভীষণ বিক্রমশালী বানরগণের হস্তে তুমি পরাভূত ও নিহত হইয়াছ' ॥ ৩১ ॥

এই আমার পঞ্চশাখাসমন্বিত দক্ষিণ বাহু উত্তোলিত হইয়াছে, ইহাই তোমার দেহ হইতে দীর্ঘদিনের অধিবাসী ভূতাত্মাকে নিষ্কাশিত করিবে ॥ ৩২ ॥

হনুমানের কথা শুনিয়া ভীষণ-বিক্রমশালী রাবণের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল, তিনি এই কথা বলিলেন—॥ ৩৩ ॥

তুমি নিঃশঙ্কভাবে সত্বর প্রহার করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি লাভ কর। তোমার পরাক্রম বিদিত হইয়া তোমার জীবন নাশ করিব ॥ ৩৪ ॥

১। ছ '-ভ্যস্ত্ব'। ২। '-রাক্ষসাঃ'। ৩। ছ 'ভ্রংশয়িষ্যামি'।

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা বায়ুসূনুরভাষত।
প্রহৃতং[১] তে ময়া পূর্ব্বমক্ষং স্মর সুতং[২] তব ॥ ৩৫ ॥

এবমুক্তো মহাতেজা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
আজঘানানিলসুতং তলেনোরসি বীর্য্যবান্ ॥ ৩৬ ॥

স তদা[৩] নিহতস্তেন মুহূর্ত্তং ব্যচলৎ কপিঃ।
আজঘান চ সংক্রুদ্ধস্তলেনৈবামরদ্বিষম্ ॥ ৩৭ ॥

তথা স তেনাভিহতো বানরেণ তরস্বিনা।
দশগ্রীবঃ সমুদ্ধূতো যথা ভূমিচলেঽচলঃ ॥ ৩৮ ॥

সংগ্রামে তু তদা দৃষ্ট্বা রাবণং তলতাড়িতম্[৪]।
ঋষয়শ্চারণাঃ সিদ্ধা নেদুর্দেবাশ্চ সাসুরাঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৫। লো-টী। ভাবে ক্তঃ। তে ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী বা, অক্ষং সুদয়তা ঘ্নতা ত্বং পূর্ব্বমেব প্রহৃত ইত্যর্থঃ।

৩৭। লো-টী। ব্যচলৎ অস্থিরোঽভবৎ।

৩৮। লো-টী। সমুদ্ধূতশ্চলিতঃ, ভূমিচলে ভূমিকম্পে।

রাবণের কথা শুনিয়া হনুমান্ বলিলেন, আমি তোমাকে পূর্ব্বেই প্রহার করিয়াছি, তোমার পুত্র অক্ষের কথা স্মরণ কর ॥ ৩৫ ॥

এই কথা বলিলে মহাতেজস্বী বীর রাক্ষসরাজ রাবণ বায়ুপুত্র হনুমান্‌কে বক্ষে চপেটাঘাত করিলেন ॥ ৩৬ ॥

তাঁহার প্রহারে হনুমান্ মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইলেন এবং তার পর ক্রুদ্ধ হইয়া অমরশত্রু রাবণকে চপেটাঘাত করিলেন ॥ ৩৭ ॥

ভূমিকম্পে পর্ব্বত যেমন কম্পিত হয়, বেগবান্ বানর হনুমানের সেই চপেটাঘাতে রাবণ সেইরূপ কম্পিত হইলেন ॥ ৩৮ ॥

তখন রাবণকে যুদ্ধে চপেটাঘাতে আহত দেখিয়া সিদ্ধ, ঋষি, চারণ, দেবতা ও অসুরগণ উল্লসিত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

১। ছ 'বৃদ্ধং দত্তং'। ২। ছ 'সূদয়তা সুতম্'। ৩। ছ 'তথাভিহ-'। ৪। ছ 'তেন'।

অথাশ্বস্য মহাতেজা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।

সাধু বানর বীর্য্যং তে শ্লাঘনীয়োঽসি মে রিপুঃ ॥ ৪০ ॥

১

রাবণেনৈবমুক্তস্তু হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ।

মম বীর্য্যং ধিগস্ত্বেতদ্ যৎ ত্বং জীবসি রাবণ ॥ ৪১ ॥

২

সকৃৎ তু প্রহরেদানীং দুর্বুদ্ধে কিং বিকত্থসে।

৩

ততস্ত্বাং মামকো মুষ্টির্নয়িষ্যতি যমালয়ম্ ॥ ৪২ ॥

৪

তেন বানরবাক্যেন ক্রোধস্তস্য ব্যবর্দ্ধত।

৫

স ক্রোধাগ্নিপরীতাত্মা প্রজজ্বালেব রাবণঃ ॥ ৪৩ ॥

৪২। লো-টী। বিকত্থসে আত্মানং শ্লাঘয়সি। নেতা নেষ্যতি যমক্ষয়ং যমাবাসম্।

৪৩। লো-টী। প্রজজ্বালেব ইবশব্দ এবার্থে। 'প্রজজ্বাল চ রাবণ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

রাবণ কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, বানর, তোমার পরাক্রম উত্তম, তুমি আমার শ্লাঘার যোগ্য শত্রু বটে ॥ ৪০ ॥

রাবণের এই কথায় হনুমান্ বলিলেন, হে রাবণ, ধিক্ আমার পরাক্রম, যেহেতু তুমি [এখনও] বাঁচিয়া আছ ॥ ৪১ ॥

হে দুর্ব্বুদ্ধে, কেন আর শ্লাঘা করিতেছ, একবার প্রহার করিয়া লও, তার পর আমার মুষ্টি (ঘুষি) তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে ॥ ৪২ ॥

হনুমানের এই কথায় রাবণের ক্রোধ বর্দ্ধিত হইল, তিনি ক্রোধানলে পরিব্যাপ্ত হইয়া যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৩ ॥

১। ছ 'মারুতির্ব্বা-'। ২। ছ 'সকৃত্ত্ব'। ৩। ছ '-ষ্টিরপনেষ্যা'। ৪। ছ 'কোপ-' ৫। ছ '-জ্বাল চ'।

সংরক্তনয়নোঽত্যর্থং[১] মুষ্টিমুদ্যম্য দারুণম্[২]।
পাতয়ামাস বেগেন বানরোরসি বীর্য্যবান্[৩]॥ ৪৪ ॥

মুষ্টিনা[৪] তেন বিদ্ধস্তু বিসংজ্ঞো বিহ্বলোঽভবৎ।
হনূমান্ বক্ষসি ব্যূঢ়ে সংচচাল মহাকপিঃ ॥ ৪৫ ॥

বিসংজ্ঞং[৫] তু ততো দৃষ্ট্বা হনূমন্তং স রাবণঃ।
জবেনাতিরথঃ শীঘ্রং নীলং প্রতি সমাদ্রবৎ[৬]॥ ৪৬ ॥

সোঽন্তকপ্রতিমৈর্বাণৈঃ পরমর্ম্মবিভেদিভিঃ[৭]।
ক্ষিপ্রমাচ্ছাদয়ন্নীলং[৮] মৃধে হরিচমূপতিম্ ॥ ৪৭ ॥

স শরৌঘসমায়স্তো নীলো হরিচমূপতিঃ।
গিরিশৃঙ্গং সমুৎপাট্য রক্ষোঽধিপতয়েঽসৃজৎ ॥ ৪৮ ॥

৪৫। লো-টী। বিদ্ধস্তাড়িতঃ, বিহ্বলোঽবশঃ। ব্যূঢ়ে পৃথুলে অভবৎ সংচচাল চকম্পে চ।
৪৮। লো-টী। সমায়স্তঃ ক্লেশিতঃ।

তাঁহার চক্ষু অতিশয় রক্তবর্ণ হইল। তিনি দারুণ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া হনুমানের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন ॥ ৪৪ ॥

মহাকপি হনুমান্ সেই মুষ্ট্যাঘাতে বিশাল বক্ষঃস্থলে প্রহৃত হইয়া বিকল ও অচেতন হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

তারপর মহারথী রাবণ হনুমান্‌কে অচেতন দেখিয়া সত্বর বেগে নীলের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

তিনি যুদ্ধে পরমর্ম্মবিদারক অতুলনীয় শরজালে বানরসেনাপতি নীলকে দ্রুত আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৭ ॥

শরজালে পরিক্লিষ্ট বানরসেনাপতি নীল পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়া রাক্ষসরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৮ ॥

১। ছ 'সংবদ্ধনয়নো-'। ২। '-ণঃ'। ৩। ছ 'রাবণঃ'। ৪। ছ 'স তেনাভিহতো গাঢ়ং'। ৫। ছ 'বিহ্বলস্তু'। ৬। ছ 'সমভ্যগাৎ'। ৭। ছ '-র্ম্মাভিঘাতিভিঃ'। ৮। ছ '-মাদীপয়ামাস নীলং হরি-'।

হনূমানপি তেজস্বী সমাশ্বস্তো মহাবলঃ।
নীলেন সহ সংযুক্তং রাবণং প্রেক্ষ্য[১] বীর্য্যবান্ ॥ ৪৯ ॥

স রাবণবধার্থং তু ন চকার মতিং তদা।
নিরীক্ষমাণো যুদ্ধেপ্সুঃ সরোষমিদমব্রবীৎ ॥ ৫০ ॥

অন্যায়[২]ত ইদং যুদ্ধং ক্ষত্রধর্ম্মবিদা[৩] কৃতম্।
মামপাস্য যদন্যেন যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ ॥ ৫১ ॥

তদনাদৃত্য বচনং রাক্ষসাধিপতির্বলী।
ব্যদারয়দ্ গিরেঃ শৃঙ্গং নীলাস্তং সপ্তধা[৪] শরৈঃ ॥ ৫২ ॥

তদ্বিকীর্ণং[৫] গিরেঃ শৃঙ্গং দৃষ্ট্বা হরিচমূপতিঃ।
নীলোঽগ্নিরিব জজ্বাল স বীরঃ পরবীরহা ॥ ৫৩ ॥

৫২। লো-টী। নীলাস্তং নীলেন ক্ষিপ্তম্।
৫৩। লো-টী। বিকীর্ণং ছিন্নম্।

মহাবলশালী তেজস্বী হনুমান্‌ও প্রকৃতিস্থ হইয়া রাবণকে নীলের সহিত যুদ্ধনিরত দেখিয়া তাহাকে বধ করিবার অভিলাষ না করিয়া, যুদ্ধাভিলাষে তাহাকে নিরীক্ষণ করত সক্রোধে এই কথা বলিলেন—॥ ৪৯-৫০ ॥

হে যুদ্ধবিশারদ, তুমি ক্ষাত্রধর্ম্ম জানিয়াও যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছ, ইহা অন্যায় ॥ ৫১ ॥

বলশালী রাক্ষসরাজ সেই কথা উপেক্ষা করিয়া নীলের নিক্ষিপ্ত পর্ব্বতকে শরাঘাতে সপ্তখণ্ডে বিদারিত করিলেন ॥ ৫২ ॥

শত্রুবীরনিহন্তা বানরসেনাপতি বীর 'নীল' সেই পর্ব্বতশৃঙ্গ বিদারিত দেখিয়া অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন ॥ ৫৩ ॥

১। ছ 'বীক্ষ্য'। ২। ছ '-যুক্ত'। ৩। ছ 'বিনা-'। ৪। ছ 'সপ্তভিঃ'। ৫। ছ '-র্ণ্যং'।

সোঽশ্বকর্ণান্ ধবান্[১] সালান্ সপ্তপর্ণাংশ্চ[২] পুষ্পিতান্।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ বৃক্ষান্ নীলশ্চিক্ষেপ সংযুগে ॥ ৫৪ ॥

স তানাপততঃ শীঘ্রং বৃক্ষাংশ্চিচ্ছেদ রাবণঃ।
নীলং চাভিজঘানাশু[৩] দর্শয়ন্[৪] হস্তলাঘবম্ ॥ ৫৫ ॥

সোঽভিবৃষ্টঃ[৫] শরৌঘেণ বেগেন[৬] চ মহাবলঃ।
হ্রস্বং কৃত্বাত্মনো দেহং ধ্বজাগ্রে নিপপাত হ ॥ ৫৬ ॥

পাবকাত্মজমালোক্য ধ্বজাগ্রে পর্য্যবস্থিতম্।
জজ্বাল রাবণঃ ক্রোধাৎ[৭] ততো নীলো ননাদ হ ॥ ৫৭ ॥

ধ্বজাগ্রে ধনুষশ্চাগ্রে কিরীটাগ্রে চ তং হরিম্।
সসুগ্রীবঃ[৮] সসৌমিত্রির্দৃষ্ট্বা রামোঽপি বিস্মিতঃ ॥ ৫৮ ॥

৫৫। লো-টী। অস্ত্রলাঘবম্ অস্ত্রশিক্ষায়াঃ শীঘ্রতাম্।
৫৮। লো-টী। বিস্মিতঃ বিশিষ্টং স্মিতং হাস্যং যস্য সঃ, জাতহাসো বভূবেত্যর্থঃ।

তিনি যুদ্ধে অশ্বকর্ণ, ধব, শাল, পুষ্পিত সপ্তপর্ণ এবং অন্যান্য বহুবৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

রাবণ হস্তের ক্ষিপ্রতা দেখাইয়া সেই সমস্ত নিক্ষিপ্ত বৃক্ষকে সত্বর ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সত্বর নীলকে আঘাত করিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহাবলশালী নীল শরধারায় অভিষিক্ত হইয়া নিজের শরীরকে ক্ষুদ্র (সংকুচিত) করিয়া বেগে রাবণের ধ্বজাগ্রে নিপতিত হইলেন ॥ ৫৬ ॥

তাঁহাকে ধ্বজাগ্রে অবস্থিত দেখিয়া রাবণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং নীলও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব নীলকে রাবণের ধ্বজাগ্রে ধনুকের অগ্রে এবং কিরীটাগ্রে অবস্থিত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ৫৮ ॥

১। ছ 'বরান্'। ২। '-স্তু'। ৩। ছ 'চাপি-'। ৪। ছ '-য়ন্নস্ত্র-'। ৫। ছ '-বিদ্ধঃ' ৬। ছ 'মহাবলপরাক্রমঃ'। ৭। ছ 'কোপাৎ'। ৮। ছ 'সৌমিত্রিঃ সসুগ্রাবো দৃষ্ট্বা'।

রাবণোঽপি মহাসত্ত্বঃ কপিলাঘববিস্মিতঃ।

সম্ভ্রমাবিষ্টহৃদয়ো ন কিঞ্চিৎ প্রত্যপদ্যত ॥ ৫৯ ॥

তত উচ্চুক্রুশুর্হৃষ্টা লব্ধলক্ষ্যাঃ প্লবঙ্গমাঃ।

নীললাঘবসম্ভ্রান্তং দৃষ্ট্বা রাবণমাহবে ॥ ৬০ ॥

বানরাণাং প্রণাদেন সংক্রুদ্ধো রাবণস্তদা।

অস্ত্রমাহারয়ামাস দীপ্তমাগ্নেয়মুত্তমম্ ॥ ৬১ ॥

আগ্নেয়েনাথ সংযুক্তং গৃহীত্বা রাবণঃ শরম্।

ধ্বজমূর্দ্ধ্নি স্থিতং নীলমুদৈক্ষত[১] নিশাচরঃ ॥ ৬২ ॥

৫৯। লো-টী। মহাসত্ত্বঃ মহাবলোঽপি কপিলাঘববিস্মিতঃ কপেঃ সকাশাদ্‌যৎ লাঘবং লঘুতা তেন বিস্মিতঃ বিগতস্মিতঃ। সম্ভ্রমং ভয়মাবিষ্টং হৃদয়ং যস্য সঃ। প্রত্যপদ্যত ন কিঞ্চিৎ কিমপি কর্ত্তুং নাশক্নোদিত্যর্থঃ।

৬০। লো-টী। লব্ধং লক্ষ্যং ছিদ্ররূপং যৈস্তে। নীললাঘবসম্ভ্রান্তম্ উদ্বিগ্নম্।

৬১। লো-টী। আগ্নেয়মস্ত্রম্ আগ্নেয়মন্ত্রম্ আবাহয়ামাস সস্মার।

৬২। লো-টী। আগ্নেয়েন মন্ত্রেণ।

মহাবলশালী রাবণও বানরের ক্ষিপ্রতায় বিস্মিত হইলেন এবং বিভ্রান্ত হইয়া [সহসা] কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না ॥ ৫৯ ॥

বানরগণ একটা লক্ষ্য করিবার মত বিষয় পাইল, তাহারা নীলের ক্ষিপ্রতায় রাবণকে যুদ্ধে বিভ্রান্ত হইতে দেখিয়া আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ৬০ ॥

তখন বানরদিগের চীৎকারে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদীপ্ত উত্তম আগ্নেয়াস্ত্রের আহরণ (আবাহন) করিলেন ॥ ৬১ ॥

অনন্তর নিশাচর রাবণ অগ্নিমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত শর গ্রহণ করিয়া ধ্বজাগ্রে অবস্থিত নীলের প্রতি ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৬২ ॥

১। ছ '-লং ত্বদৈ-'

ততোঽব্রবীন্মহাতেজা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।

কপে লাঘবযুক্তোঽসি মায়য়া পরয়া যুতঃ॥ ৬৩॥

যদি ত্বং রক্ষসি প্রাণান্ মায়য়া বানরাধম।

তানি তান্যনুরূপাণি বিসৃজন্ বহুশো রণে॥ ৬৪॥

তথাপ্যয়ং ময়া ক্ষিপ্তঃ[১] সায়কোঽস্ত্রাভিমন্ত্রিতঃ।

জীবিতং পরিরক্ষন্তং জীবিতাদ্ ভ্রংশয়িষ্যতি॥ ৬৫॥

এবমুক্ত্বা মহাবাহু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।

সন্ধায় বাণং ধনুষি চমূপতিমতাড়য়ৎ॥ ৬৬॥

সোঽস্ত্রযুক্তেন বাণেন নীলো বক্ষসি তাড়িতঃ।

নির্দহ্যমানঃ সহসা নিপপাত মহীতলে॥ ৬৭॥

৬৩। লো-টী। হে কপে, মায়য়া যুক্তোঽপি তথাপি লাঘবযুক্তোঽসি। মৎকৃতপরাভবযুক্তোঽসি ইতি সিদ্ধবন্নির্দ্দেশঃ।

৬৪-৬৫। লো-টী। কিঞ্চ, যদি যদ্যপি তানি তানি অনুরূপাণি বহুশো বহূনি কর্ম্মাণি বিসৃজন্ কুর্ব্বন্ প্রাণান্ মায়য়া রক্ষসি তথাপি অস্ত্রম্ আগ্নেয়মন্ত্রঃ তেনাভিমন্ত্রিতঃ সায়কঃ জীবিতং জীবনং পরিরক্ষন্তং ত্বাং জীবিতাৎ শরীরাদ্ ভ্রংশয়িষ্যতি নাশয়িষ্যতি।

৬৭। লো-টী। অস্ত্রযুক্তেন আগ্নেয়মন্ত্রযুক্তেন।

তারপর মহাতেজস্বী রাক্ষসরাজ রাবণ বলিলেন—হে বানর, তুমি অতিশয় মায়ার সাহায্যে ক্ষিপ্রতা অবলম্বন করিয়াছ॥ ৬৩॥

হে বানরাধম! যদি তুমি সংগ্রামানুরূপ অন্যান্য উপায় পরিত্যাগ করিয়া মায়ার সাহায্যে প্রাণ রক্ষা করিতে থাক, তথাপি আমার নিক্ষিপ্ত এই আগ্নেয়াস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত শর জীবনরক্ষাপ্রয়াসী তোমার জীবন বিনাশ করিবে॥ ৬৪-৬৫॥

এই বলিয়া মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া সেনাপতি নীলকে প্রহার করিলেন॥ ৬৬॥

সেই নীল অস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত শরদ্বারা বক্ষঃস্থলে প্রহৃত হইয়া প্রদাহ অনুভব করিতে করিতে সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন॥ ৬৭॥

১। ছ 'মোক্ষ্যন্'।

পিতুর্মাহাত্ম্যযোগেন আত্মনশ্চৈব তেজসা।

জানুভ্যামগমদ্ ভূমৌ ন চ প্রাণৈর্ব্যযুজ্যত ॥ ৬৮ ॥

বিসংজ্ঞং[১] বানরং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবো রণোৎসুকঃ[২]।

রথেন মেঘনাদেন সৌমিত্রিং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৬৯ ॥

তমাহ সৌমিত্রিরদীনসত্ত্বো বিস্ফারয়ন্তং ধনুরপ্রমেয়ম্।

আগচ্ছ মাং যোধয় রাক্ষসেন্দ্র ন বানরাংস্ত্বং প্রতিযোদ্ধুমর্হসি ॥৭০॥

স তস্য বাক্যং পরিপূর্ণঘোষম্[৩] জ্যাশব্দমুগ্রঞ্চ নিশম্য রক্ষঃ[৪]।

তথেতি সৌমিত্রিমথাভিভাষ্য চুকোপ কোপাদপি চেদমাহ ॥ ৭১ ॥

৬৮। লো-টী। পিতুরগ্নের্মাহাত্ম্যযোগেন প্রভাবেণেত্যর্থঃ।
৭০। লো-টী। অদীনসত্ত্বঃ অদীনচিত্তঃ। ধনুর্বিস্ফারয়ন্তং ধনুষঃ শব্দং কুর্ব্বন্তম্।
৭১। লো-টী। স রাবণো রক্ষ ইত্যন্বয়ঃ। পরিপূর্ণঘোষম্ অকাতরাক্ষরম্, অপি কিঞ্চ।

পিতার (অগ্নির) মাহাত্ম্যবশে এবং স্বীয় তেজঃপ্রভাবে নীল জানু পাতিয়া ভূতলে পতিত হইলেন, প্রাণ হারাইলেন না ॥ ৬৮ ॥

সমরোৎসুক দশানন নীলকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া মেঘের ন্যায় ধ্বনিযুক্ত রথে লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬৯ ॥

প্রবল-পরাক্রম লক্ষ্মণ ধনুকধারী রাবণকে বলিলেন—হে রাক্ষসরাজ! এস, আমার সহিত যুদ্ধ কর, তুমি বানরদের সহিত যুদ্ধ করিবার যোগ্য নও ॥ ৭০ ॥

রাক্ষস রাবণ লক্ষ্মণের বাক্য, তাঁহার পূর্ণ কণ্ঠস্বর এবং অত্যুগ্র জ্যানিনাদ শ্রবণ করিয়া "তাহাই হউক" এই বলিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে পুনরায় লক্ষ্মণকে বলিলেন— ॥ ৭১ ॥

১। ছ 'পতিতং'। ২। ছ '-কটঃ'। ৩। ছ 'প্রতি-'। ৪। ছ 'রাক্ষসঃ'।

দিষ্ট্যাসি মে রাঘব চক্ষুষোঽগ্রং[১] প্রাপ্তোঽন্তগামী[২] বিপরীতবুদ্ধিঃ।
অস্মিন্ ক্ষণে যাস্যসি মৃত্যুলোকং সংচ্ছাদ্যমানো মম বাণজালৈঃ ॥৭২॥
তমাহ সৌমিত্রিরবিস্ময়েন গর্জন্তমুগ্রং শরচাপপাণিম্।
রণে ন গর্জন্তি বৃথা হি শূরাঃ কিং কত্থসে প্রাকৃতবৎ ত্বমদ্য ॥ ৭৩ ॥
জানামি বীর্য্যং তব রাক্ষসেন্দ্র তেজশ্চ শক্তিঞ্চ পরাক্রমঞ্চ।
অয়ং স্থিতোঽহং শরচাপপাণিরাগচ্ছ কিং মোঘবিকত্থনেন ॥ ৭৪ ॥
স এবমুক্তঃ কুপিতঃ সসর্জ রক্ষোঽধিপঃ সপ্ত শরান্ সুপুঙ্খান্।
তান্ লক্ষ্মণঃ কাঞ্চনচিত্রপুঙ্খৈশ্চিচ্ছেদ বাণৈর্নি[৩]শিতৈঃ সুপত্রৈঃ[৪] ॥ ৭৫ ॥

৭২। লো-টী। চক্ষুষোঽগ্রং প্রাপ্ত ইতি দিষ্ট্যা মমানন্দঃ। 'শস্ত্রমার্গ'মিতি বা পাঠঃ। অতোঽন্তগামী।

৭৩। লো-টী। অবিস্ময়েন অহঙ্কারব্যতিরেকেণ।

৭৪। লো-টী। মোঘবিকত্থনেন বৃথা আত্মনঃ শ্লাঘনেন।

হে রাঘব, তোমার মরণ আসন্ন, তাই বুদ্ধিবৈপরীত্যে অদৃষ্টক্রমে তুমি আমার চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ, তুমি আমার শরজালে আচ্ছাদিত হইয়া এখনই মৃত্যুলোকে গমন করিবে ॥ ৭২ ॥

লক্ষ্মণ বিস্মিত না হইয়াই ভীষণ-গর্জ্জনকারী ধনুর্ব্বাণধারী রাবণকে বলিলেন—বীরগণ যুদ্ধে বৃথা আস্ফালন করেন না, তুমি আজ সাধারণ লোকের ন্যায় আত্মশ্লাঘা করিতেছ কেন ? ॥ ৭৩ ॥

হে রাক্ষসরাজ, তোমার বীর্য্য, তেজ, শক্তি ও পরাক্রম জানি, এই আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি, তুমি আগমন কর, বৃথা আত্মশ্লাঘায় কি হইবে ? ॥ ৭৪ ॥

রাক্ষসরাজ রাবণ এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তম-মূলদেশযুক্ত সাতটী শর নিক্ষেপ করিলেন ; লক্ষ্মণ মূলদেশে সুবর্ণমণ্ডিত উত্তম পক্ষযুক্ত শাণিত বাণদ্বারা সেগুলি ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭৫ ॥

১। চ 'শস্ত্রমার্গং'। ২। ছ '-নুগামী'। ৩। ছ 'বাণান্ নি-'। ৪। ছ 'সুপুঙ্খৈঃ'।

তান্ প্রেক্ষ্য বাণান্ সহসা নিকৃত্তান্ নিকৃত্তভোগানিব পন্নগেন্দ্রান্।
লঙ্কেশ্বরঃ[১] ক্রোধবশং জগাম সসর্জ চান্যান্ নিশিতান্ পৃষৎকান্ ॥৭৬॥

স বাণবর্ষং[২] তু ববর্ষ তীব্রং রামানুজে[৩] কার্ম্মুকসংপ্রমুক্তম্[৪]।
ক্ষুরার্দ্ধচন্দ্রোপমকর্ণিভল্লৈঃ শরাংশ্চ[৫] চিচ্ছেদ[৬] ন চুক্ষুভে সঃ ॥ ৭৭ ॥

স[৭] বাণজালান্যথ তানি তানি মোঘানি পশ্যংস্ত্রিদশারিরাজা।
বিসিস্মিয়ে লক্ষ্মণলাঘবেন পুনশ্চ বাণান্ নিশিতান্ মুমোচ ॥ ৭৮ ॥

স লক্ষ্মণশ্চাপি[৮] শরান্ শিতাগ্রান্[৯] মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যবেগান্[১০]।
সন্ধায় চাপে জ্বলনপ্রকাশান্ সসর্জ রক্ষোঽধিপতের্বধায়[১১] ॥ ৭৯ ॥

৭৬। লো-টী। প্রেক্ষমাণঃ পশ্যন্। 'প্রেক্ষ্য বাণানি'তি বা পাঠঃ। নিকৃত্তান্ ছিন্নান্ নিকৃত্তভোগাংশ্ছিন্নদেহান্। মৌলেরগ্রম্ অগ্রমৌলিঃ চলিতমৌল্যগ্র ইত্যর্থঃ। বজ্রাশনির্বজ্রম্ 'বজ্রং বজ্রাশনিস্তথে'তি দ্বিরূপকোষঃ।

৭৭। লো-টী। স লক্ষ্মণঃ তং বাণবর্ষং রামানুজে স্বস্মিন্ কার্ম্মুকং সগুণং রাবণেন কার্ম্মুকপ্রেরিতং ক্ষুরাদিভিশ্চিচ্ছেদ, অন্যাংশ্চ ক্ষিপ্তান্ শরান্ ধনুশ্চ। 'ববর্ষ তীব্রং' 'ন চুক্ষুভে চ' ইতি চ পাঠে স রাবণঃ ন চুক্ষুভে ক্ষোভং ন প্রাপেত্যর্থঃ।

মাথাকাটা সাপের মত সেই বাণগুলি সহসা কর্ত্তিত দেখিয়া রাবণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অপর কতকগুলি শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭৬ ॥

রাবণ লক্ষ্মণের উপর ধনুর্ম্মুক্ত তীব্র শরবৃষ্টি বর্ষণ করিলেন, লক্ষ্মণ বিচলিত না হইয়া ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কর্ণিশর ও ভল্লদ্বারা সেই শরসমূহ ছেদন করিলেন ॥ ৭৭ ॥

রাক্ষসরাজ রাবণ সেই শরসমূহ ব্যর্থ হইল দেখিয়া লক্ষ্মণের ক্ষিপ্রতায় বিস্মিত হইলেন এবং পুনরায় শাণিত শরসমূহ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭৮ ॥

লক্ষ্মণও ইন্দ্রের ভীষণ বজ্রের ন্যায় বেগশালী অগ্নিতুল্য শাণিতাগ্র শরসমূহ ধনুকে যোজনা করিয়া রাক্ষসরাজের বধার্থে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭৯ ॥

১। ছ 'ববর্ষ বাণৈশ্চলিতাগ্রমৌলির্মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যবেগৈঃ'। ২। ছ '-ধর্ষ'। ৩। ছ '-নুজঃ'। ৪। ছ 'সংপ্রসৃষ্টম্'। ৫। ছ 'শরান্ স'। ৬। ছ 'ততঃ ক্ষণেন'। ৭। ছ-পুস্তকে অয়ং শ্লোকো নাস্তি। ৮। ছ '-স্তাংশ্চ'। ৯। ছ 'সুঘোরান্'। ১০। ছ '-রুদ্রা-'। ১১। অতঃ পরং ছ 'বিপাঠবৈতস্তিকবৎসদন্তৈঃ ক্ষুরার্দ্ধচন্দ্রোত্তমসিংহদন্তৈঃ। শক্ত্যৃষ্টিনারাচশিলীমুখার্দ্ধৈঃ সচ্ছিদ্রসূচীমুখনৈকবক্তৈঃ'॥ ইত্যধিকম্।

স[1] তান্ প্রচিচ্ছেদ নিশাচরেন্দ্রশ্ছিত্ত্বা ততো লক্ষ্মণমাজঘান।
শরেণ কালাগ্নিসমপ্রভেণ[2] স্বয়ম্ভুদত্তেন ললাটদেশে ॥ ৮০ ॥
স লক্ষ্মণো রাবণসায়কার্ত্তশ্চচাল[3] চাপং শিথিলং প্রগৃহ্য।
পুনশ্চ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য কৃচ্ছ্রাচ্চিচ্ছেদ চাপং ত্রিদশেন্দ্রশত্রোঃ ॥৮১॥
তং কৃত্তচাপং ত্রিভিরাজঘান বাণৈস্তদা দাশরথিঃ শিতাগ্রৈঃ।
স সায়কার্ত্তো[4] বিচচাল রাজা কৃচ্ছ্রাচ্চ সংজ্ঞাং পুনরাসসাদ ॥ ৮২ ॥
স কৃত্তচাপঃ শরপীড়িতাঙ্গঃ স্বেদার্দ্রগাত্রো রুধিরাবসিক্তঃ।
জগ্রাহ শক্তিং সমরপ্রচণ্ডাং[5] স্বয়ম্ভুদত্তামথ[6] দেবশত্রুঃ ॥ ৮৩ ॥

৮০। লো-টী। স নিশাচরেন্দ্রস্তান্ শরান্ চিচ্ছেদেতি সার্দ্ধেনান্বয়ঃ। কৈস্তত্রাহ—বিপাঠেতি বিপাঠাদয়োঽস্ত্রবিশেষাঃ। তৈশ্চ কিম্ভুতৈঃ? কর্ণ্যাদিভিঃ সহিতৈঃ ছিদ্রাদিভিঃ সহিতৈশ্চ। স্বয়ম্ভুদত্তেন হ্রস্ব আর্ষঃ।

রাক্ষসরাজ রাবণ সেগুলি ছেদন করিলেন। ছেদন করিয়া তার পর রুদ্রদত্ত কালাগ্নিতুল্য শরদ্বারা লক্ষ্মণের ললাটদেশে আঘাত করিলেন ॥ ৮০ ॥

লক্ষ্মণ রাবণের বাণে পীড়িত হইয়া শিথিলভাবে ধনুক ধারণপূর্ব্বক বিচলিত হইয়া পড়িলেন, তার পর অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ করিয়া রাবণের ধনুকটী ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮১ ॥

লক্ষ্মণ তাঁহার ধনুক কাটিয়া ফেলিয়া তিনটী শাণিতাগ্র শরদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। রাবণ সেই শরাঘাতে কাতর হইয়া বিচলিত হইলেন এবং অতি কষ্টে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিলেন ॥ ৮২ ॥

ছিন্নধন্বা রাবণের সর্ব্বাঙ্গ শরাঘাতে ব্যথিত হইল। তাঁহার শরীর স্বেদার্দ্র ও রুধিরধারায় সিক্ত হইল, তার পর তিনি মহাদেবের প্রদত্ত প্রচণ্ড শক্তি গ্রহণ করিলেন ॥ ৮৩ ॥

১। ছ 'তাংস্তু' ২। ছ '-নলসমপ্রভেণ'। ৩। ছ '-শা-'। ৪। ছ 'শায়-'। ৫। ছ 'পরমপ্র-'। ৬। ছ '-ত্তাং যুধি'।

স তাং বিধূমানলসন্নিকাশাং বিত্রাসনীং বানরযূথপানাম্ ।
চিক্ষেপ শক্তিং তরসা জ্বলন্তীং সৌমিত্রয়ে রাক্ষসরাষ্ট্রনাথঃ[১] ॥ ৮৪ ॥

তাং দীপ্যমানাং রঘুনন্দনস্তদা জঘান বাণৈরনলপ্রকাশৈঃ[২] ।
তথাপি সা তস্য বিবেশ শক্তির্ভুজান্তরং[৩] দাশরথের্বিশালা ॥ ৮৫ ॥

শক্ত্যা তয়া তু সৌমিত্রিস্তাড়িতঃ স স্তনান্তরে[৪] ।
বিষ্ণোরচিন্ত্যং স্বং ভাগমাত্মনঃ প্রতিসংস্মরন্[৫] ॥ ৮৬ ॥

বিসংজ্ঞং পতিতং দৃষ্ট্বা সৌমিত্রিং রাক্ষসেশ্বরঃ ।
অবতীর্য্য[৬] রথাৎ তূর্ণমভিদুদ্রাব লক্ষ্মণম্ ॥ ৮৭ ॥

৮৪। লো-টী। বিধূয় ভ্রাময়িত্বা, সৌমিত্রয়ে সৌমিত্রিং হন্তুম্।

৮৫। লো-টী। ভুজান্তরে ভুজমধ্যে।

৮৬। লো-টী। বিষ্ণোঃ স্বং ভাগম্ আত্মনো মম সম্বন্ধিনং প্রতিসংস্মরন্ বিষ্ণোরচিন্ত্যঃ স্বীয়ভাগোঽহমিতি প্রতিসংস্মরতীত্যর্থঃ। তথাপি বিসংজ্ঞমপি। 'আত্মানং প্রতি সংস্মরদি'তি পাঠে আত্মানং প্রতিসংস্মরৎ সংস্মরন্ সংস্মরতীত্যর্থঃ। 'আত্মনঃ প্রত্যপাস্মর'দিতি সার্ব্বজ্ঞঃ পাঠঃ। প্রত্যপাস্মরদ্ বিস্মৃতবান্।

রাক্ষসরাজ রাবণ বানরদলের ভীতিজনক সেই ধূমহীন অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল-প্রভাময়ী শক্তিকে বেগে লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৮৪ ॥

তখন লক্ষ্মণ সেই প্রদীপ্ত শক্তিকে অগ্নিতুল্য বাণদ্বারা আঘাত করিলেন, তথাপি সেই বিশাল শক্তি তাঁহার বক্ষঃস্থলে পতিত হইল ॥ ৮৫ ॥

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সেই শক্তিদ্বারা বক্ষঃস্থলে প্রহৃত হইয়া নিজকে বিষ্ণুর অচিন্তনীয় অংশরূপে স্মরণ করিলেন ॥ ৮৬ ॥

রাক্ষসরাজ লক্ষ্মণকে সংজ্ঞাহীন ও নিপতিত হইতে দেখিয়া সত্বর রথ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৮৭ ॥

১। ছ '-রাজঃ'। ২। ছ '-প্রতাপৈঃ'। ৩। ছ '-লগ্ন'। ৪। ছ '-তস্চ'। ৫। ছ 'প্রত্যাসংস্মরৎ'। ৬। ছ '-তীর্ণো'।

ততো দানবদর্পঘ্নঃ[১] সৌমিত্রিং দেবকণ্টকঃ।

বিষ্ণোরচিন্ত্যো যো ভাগো মানুষং দেহমাশ্রিতঃ[২] ॥ ৮৮ ॥

সংপীড়য়িত্বা[৩] বাহুভ্যামপ্রভুর্লঙ্ঘনেঽভবৎ[৪]।

তং গৃহীত্বা[৫] স বাহুভ্যাং চিন্তয়ামাস রাবণঃ ॥ ৮৯ ॥

হিমবান্ মন্দরো মেরুঃ কৈলাসো বা মহাগিরিঃ।

শক্যো ভুজাভ্যামুদ্‌বোঢ়ুং[৬] ন ত্বয়ং রাঘবানুজঃ ॥ ৯০ ॥

লক্ষ্মণং তু ততঃ শ্রীমান্ জিঘৃক্ষন্তং স মারুতিঃ।

আজঘানোরসি ব্যূঢ়ে বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা ॥ ৯১ ॥

তেন মুষ্টিপ্রহারেণ রাবণো ভীমবিক্রমঃ।

জানুভ্যামগমদ্ ভূমিং মুমোহ চ চচাল চ[৭] ॥ ৯২ ॥

৮৯। লো-টী। পীড়য়িত্বা ধৃত্বা লঙ্ঘনে তোলনে অপ্রভুরসমর্থোঽভবৎ।

৯১। লো-টী। ব্যূঢ়ে বর্ত্তুলে।

তার পর দানবদিগের দর্পহারী দেবকণ্টক রাবণ মনুষ্যদেহাশ্রিত বিষ্ণুর অচিন্তনীয় অংশরূপী লক্ষ্মণকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া উত্তোলিত করিতে পারিলেন না। তখন দুই হাতে লক্ষ্মণকে ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৮৮ ৮৯ ॥

মেরু, মন্দর, কৈলাস ও মহাপর্ব্বত হিমালয়কেও আমি দুই হাতে উত্তোলন করিতে পারিয়াছি, কিন্তু এই রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণকে তুলিতে পারিলাম না! ॥ ৯০ ॥

তার পর হনুমান্ লক্ষ্মণকে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক রাবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে বজ্রকল্প মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ৯১ ॥

ভীষণ-পরাক্রমশালী রাবণ সেই মুষ্টিপ্রহারে জানু পাতিয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ৯২ ॥

১। চ '-ঘ্নং'। ২। ক '-মাস্থিতঃ'। ৩। ছ 'তং'। ৪। ছ '-ভ্যাং ন প্রভু-'। ৫। ছ 'স তং গৃহীত্বা'। ৬। ছ '-ভ্যাং সং-'। ৭। অতঃ পরং ছ-পুস্তকে 'আস্যৈঃ সনেত্রশ্রবণৈর্ব্ববাম রুধিরং মুহুঃ।' ইত্যধিকম্।

বিসংজ্ঞং রাবণং দৃষ্ট্বা সমরে ভীমবিক্রমম্ ।
ঋষয়ো দানবাশ্চৈব নেদুর্দেবাশ্চ হর্ষিতাঃ ॥ ৯৩ ॥

হনূমানপি তেজস্বী লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ।
আনয়দ্ রাঘবাভ্যাসে[1] বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য বৈ[2] ॥ ৯৪ ॥

বায়ুসূনোঃ সুহৃত্ত্বেন ভক্ত্যা পরময়া চ সঃ ।
শত্রূণামপ্রকম্প্যোঽপি লঘুত্বমগমৎ কপেঃ ॥ ৯৫ ॥

[3]তং সমুৎসৃজ্য সা শক্তিঃ সৌমিত্রিং যুদ্ধদুর্মদম্ ।
রাবণস্য রথে তস্মিন্ স্বস্থানং প্রত্যপদ্যত[4] ॥ ৯৬ ॥

রাবণোঽপি মহাতেজাঃ প্রাপ্য সংজ্ঞাং মহাহবে ।
আদদে নিশিতান্ বাণান্ জগ্রাহ চ মহদ্ধনুঃ[5] ॥ ৯৭ ॥

৯৩। লো-টী। হর্ষিতাঃ সাসুরা ইতি বা পাঠঃ।

৯৪। লো-টী। রাঘবাভ্যাসে তৎসমীপে হনুমান্।

৯৫। লো-টী। সুহৃত্ত্বেন সৌহার্দ্দেন, 'সুহৃত্ত্বেনে'তি পাঠে সুহৃৎ সুহৃত্ত্বং তেন কপেঃ সকাশাৎ শত্রূণাং লঘুত্বমল্পত্বম্ অগমৎ জ্ঞাতবান্। স লক্ষ্মণঃ। কপিস্তোলয়িত্বা নিনায়, রাবণস্তোলয়িতুমপি ন শক্ত ইতি লঘুত্বম্। যদ্বা, শত্রূণামকম্প্যোঽচাল্যোঽপি কপেঃ স্থানে লঘুত্বং দাসভাবমগমৎ।

৯৬। লো-টী। শক্তিঃ শক্ত্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা, প্রত্যপদ্যত অগমৎ।

ভীষণ-পরাক্রমশালী রাবণকে রণক্ষেত্রে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া দেবতা, ঋষি ও দানবগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥

তেজস্বী হনুমান্‌ও সুলক্ষণাক্রান্ত লক্ষ্মণকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া রামের নিকট আনয়ন করিলেন ॥ ৯৪ ॥

হনুমানের সৌহার্দ্দ্য ও পরম ভক্তির ফলে তিনি শত্রুর অবিচাল্য হইয়াও তাঁহার নিকট লঘুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৯৫ ॥

যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই শক্তি পুনরায় রাবণের রথে স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হইল ॥ ৯৬ ॥

মহাযুদ্ধে মহাতেজস্বী রাবণও সংজ্ঞালাভ করিয়া শাণিত শর ও বিশাল ধনুক গ্রহণ করিলেন ॥ ৯৭ ॥

১। ছ '-ভ্যাসং'। ২। ছ 'সঃ'। ৩। ছ 'স তমু-'। ৪। ছ 'পুনরাগমৎ'। ৫। ছ অতঃ পরং 'পুনশ্চ স্বরথে স্থিত্বা রোষপর্য্যাকুলেক্ষণঃ'। ইত্যধিকম্।

আশ্বাস্য[১] চ মহাত্মা চ লক্ষ্মণঃ শত্রুসূদনঃ।
বিষ্ণোর্ভাগমচিন্ত্যং স্বং[২] স্মৃত্বা সুস্থতরোঽভবৎ ॥ ৯৮ ॥

এতস্মিন্নন্তরে বীরো দৃষ্ট্বা রাবণবিক্রমম্।
লক্ষ্মণঞ্চ সমাশ্বস্তং সৈন্যঞ্চ মুদিতং পুনঃ ॥ ৯৯ ॥

নিপাতিতমহাবীরাং বানরাণাং মহাচমূম্।
দৃষ্ট্বা রামো রণে তস্মিন্নভিদুদ্রাব রাবণম্ ॥ ১০০ ॥

অথৈনমুপসঙ্গম্য হনূমান্ বাক্যমব্রবীৎ।
মম পৃষ্ঠং সমারুহ্য জহীমং[৩] দুষ্টরাবণম্[৪] ॥ ১০১ ॥

এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা সমারূঢ়ঃ প্লবঙ্গমম্।
রাঘবঃ সমরামর্ষী হন্তুকামো নিশাচরম্ ॥ ১০২ ॥

৯৯। লো-টী। বীরোঽভিদুদ্রাবেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। নিপাতিতা মহাবীরা যস্যাং তাম্, 'রণে তস্মিন্নি'ত্যাদিস্থানে 'রণগতং প্রত্যাগাদ্রাবণং যুধী'তি ক্বচিৎ পাঠঃ।

১০২-৩। লো-টী। হনুমতা এবমুক্তঃ। 'ঐরাবতমিবেন্দ্রস্য হনুমন্তং সমাস্থিত' ইতি পাঠো

শত্রুনিস্সূদন মহাত্মা লক্ষ্মণও প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজকে বিষ্ণুর অচিন্তনীয় অংশরূপে স্মরণ করিয়া সুস্থ হইলেন ॥ ৯৮ ॥

ইত্যবসরে রাবণের বিক্রম দেখিয়া, লক্ষ্মণকে প্রকৃতিস্থ ও সৈন্যদিগকে পুনরায় আনন্দিত দেখিয়া এবং বিশাল বাহিনীর বহুবীর নিহত হইয়াছে দেখিয়া সেই যুদ্ধক্ষেত্রে রাম রাবণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৯৯-১০০ ॥

অনন্তর হনূমান্ রামের নিকটে আসিয়া বলিলেন—"আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এই দুষ্ট রাবণকে হত্যা করুন" ॥ ১০১ ॥

এই কথায় যুদ্ধার্থে ক্রুদ্ধ রাম রাবণকে বধ করিবার অভিলাষে 'তাহাই হউক' বলিয়া হনূমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন ॥ ১০২ ॥

১। ছ 'আশ্বস্তশ্চ বিশল্যশ্চ'। ২। ক 'স'। ৩। ছ 'পাপরাক্ষসম্'। ৪। ছ অতঃ পরং 'শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং যুক্তং রামোঽনুচিন্ত্য চ' ইত্যধিকম্।

ঐরাবতমিবেন্দ্রঃ স হনূমন্তং সমাস্থিতঃ।

রথস্থং রাবণং সংখ্যে দদর্শ মনুজাধিপঃ॥ ১০৩ ॥

তমালোক্য মহাতেজাঃ প্রদুদ্রাবাথ[১] রাঘবঃ।

বিরোচনমিব ক্রুদ্ধো বিষ্ণুরভ্যুদ্যতায়ুধঃ॥ ১০৪ ॥

জ্যাশব্দমথ কুর্ব্বংশ্চ বজ্রনিষ্পেষনিঃস্বনম্।

গিরা গম্ভীরয়া রামো রাক্ষসেন্দ্রমুবাচ হ॥ ১০৫ ॥

তিষ্ঠ তিষ্ঠ মম ত্বং হি কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্।

কুত্র[২] রাক্ষসশার্দ্দূল গতো মোক্ষমবাপ্স্যসি॥ ১০৬ ॥

যদীন্দ্রবৈবস্বতভাস্করান্ বা স্বয়ম্ভুবৈশ্বানরশঙ্করান্ বা।

গমিষ্যসি ত্বং দশ বা দিশো বা তথাপি মে নাদ্য বিমোক্ষ্যসে ত্বম্ ॥১০৭॥

বিমলবোধীয়ঃ। সমারূঢ়ঃ সন্ সমাস্থিতঃ সম্যক্ স্থিত ইত্যর্থঃ। 'ঐরাবতমিবেন্দ্রঃ স হনূমন্ত'মিতি পাঠঃ ক্বচিৎ।

১০৪। লো-টী। বিরোচনং প্রহ্লাদপুত্রমসুরান্তরং বা।

১০৫। লো-টী। বজ্রনিষ্পেষো বজ্রসংঘট্টজো ধ্বনিস্তস্যেব নিঃস্বনো যস্য তম্।

১০৭। লো-টী। বৈশ্বানরোঽগ্নিঃ, দশধা দিশঃ দশদিশঃ।

ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্রের ন্যায় হনুমানের উপর অবস্থিত নরপতি রাম রণক্ষেত্রে রথারূঢ় রাবণকে দর্শন করিলেন॥ ১০৩॥

মহাতেজস্বী রাম তাঁহাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বিরোচনের প্রতি বিষ্ণুর ন্যায় অস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক ধাবিত হইলেন॥ ১০৪॥

অনন্তর রাম বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় জ্যা-আকর্ষণের শব্দ করিয়া গম্ভীরস্বরে রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিলেন—॥ ১০৫॥

"থাম থাম, রাক্ষসবীর! আমার এতাদৃশ অপ্রিয় আচরণ করিয়া তুমি কোথায় গিয়া মুক্তি পাইবে?॥ ১০৬॥

যদি তুমি ইন্দ্র,যম, সূর্য্য, ব্রহ্মা, অগ্নি বা মহাদেবের শরণাপন্ন হও, অথবা দশ-

---

১। ছ'-বচ'। ২। ছ'কমু'।

যশ্চৈষ শক্ত্যা নিহতস্ত্বয়াদ্য কৃচ্ছ্রাদ্[1] বিষাদং সহসাভ্যুপেতঃ।
স এব রক্ষোগণমৃত্যুভূতঃ প্রধক্ষ্যতে বৈ তব সৈন্যকক্ষম্ ॥ ১০৮ ॥

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রো মহাকপিম্।
বায়ুপুত্রং[2] মহাত্মানং বহন্তং রাঘবং রণে ॥ ১০৯ ॥

রোষেণ মহতাবিষ্টঃ পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্।
আজঘান শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কালানলশিখোপমৈঃ ॥ ১১০ ॥

রাঘবং বহতস্তস্য তাড়িতস্যাপি সায়কৈঃ।
স্বভাবতেজোযুক্তস্য ভূয়স্তেজো ব্যবর্দ্ধত ॥ ১১১ ॥

ততো রামো মহাতেজা রাবণেন কৃতব্রণম্।
দৃষ্ট্বা প্লবগশার্দ্দূলং ক্রোধস্য বশমভ্যগাৎ[3] ॥ ১১২ ॥

১০৮। লো-টী। কৃচ্ছ্রাচ্ছক্তিজনিতদুঃখাৎ বিষাদং মোহং সহসা আপতিতঃ অভ্যুপেতঃ প্রাপ্তঃ। 'বিশালগর্ভ' ইতি পাঠে মহাভিমানঃ। সৈন্যমেব কক্ষঃ শুষ্কতৃণম্।

১১২। লো-টী। কৃতব্রণং কৃতক্ষতম্।

[লো-টী।] বিদ্ধস্তাড়িতোঽপি।

দিকে ধাবিত হইতে থাক, তথাপি আজ আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবে না ॥১০৭॥

আজ যিনি এই তোমার শক্তিপ্রহারে সহসা বিষাদগ্রস্ত হইয়াছেন, সেই লক্ষ্মণই রাক্ষসগণের মৃত্যুরূপী এবং তিনিই তোমার শুষ্কতৃণের ন্যায় সৈন্যসমূহকে দগ্ধ করিবেন" ॥ ১০৮ ॥

রামের কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধে রামচন্দ্রকে বহনকারী পবননন্দন মহাকপি হনুমান্‌কে পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া, মহাক্রোধে আবিষ্ট হইয়া কালানল-শিখাসদৃশ তীক্ষ্ণ শরজালে আহত করিলেন ॥ ১০৯-১১ ॥

হনুমান্ স্বভাবতঃ তেজস্বী, তিনি শরদ্বারা প্রহৃত হইলেও রামচন্দ্রকে বহন করিয়া তাঁহার তেজ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল ॥ ১১১ ॥

রাবণ হনূমানের গাত্রে ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছেন দেখিয়া মহাতেজস্বী রাম ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ১১২ ॥

১। ছ 'বিসংজ্ঞাং'। ২। ছ-পুস্তকে ইদমর্দ্ধং পরশ্লোকস্য পূর্ব্বার্দ্ধঞ্চ ন বিদ্যতে। ৩। ছ অতঃ পরং 'হনুমানপি তেজস্বী ব্যবর্দ্ধত মহাবলঃ। বিদ্ধো বেগেন মহতা শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ॥' ইত্যধিকম্।

তস্যাভিসঙ্গম্য[১] রথং সচক্রং সাশ্বং ধ্বজং চাথ[২] মহাপতাকম্।
ছত্রং[৩] সিতং তস্য সরুক্মদণ্ডং রামঃ প্রচিচ্ছেদ শরৈঃ শিতাগ্রৈঃ ॥ ১১৩ ॥
অথেন্দ্রশত্রুং[৪] তরসা জঘান বাণেন[৫] বজ্রাশনিসন্নিভেন।
ভুজান্তরে ব্যূঢ়সুজাতরূপে[৬] বজ্রী যথেন্দ্রো যুধি দানবেন্দ্রম্[৭] ॥ ১১৪ ॥
যো বজ্রশূলা[৮]শনি[৯]শস্ত্রপাতৈর্ন চুক্ষুভে নাপি চচাল রাজা।
স রামবাণাভিহতো ব্যথার্ত্তশ্চচাল চাপং চ মুমোচ দীনঃ[১০] ॥ ১১৫ ॥
স বিহ্বলং তঞ্চ[১১] সমীক্ষ্য রামঃ সমাদদে দীপ্তমথার্দ্ধচন্দ্রম্।
তেনার্কবর্ণং সহসা কিরীটং চিচ্ছেদ রক্ষোঽধিপতের্মহাত্মা ॥ ১১৬ ॥

১১৩। লো-টী। 'ততো হসম্মস্তে'তি পাঠঃ। 'অস্যাভিসঙ্গম্যে'তি চ ক্বচিৎ। শিতাগ্রৈঃ শাণিতাগ্রৈঃ। 'সুতীক্ষ্ণৈ'রিতি বা পাঠঃ।

১১৪। লো-টী। ব্যূঢ়ে বিস্তীর্ণে সুজাতে কোমলে রূপে রূপবতি চ।

১১৫। লো-টী। বজ্রং চ শূলবৎ অশনিঃ শস্ত্রম্ অশনির্বিদ্যুৎ তদ্বৎ প্রকাশমানম্। যৎ অন্যৎ শস্ত্রঞ্চ তেষাং পাতৈঃ।

অনন্তর রাম সম্মুখে আসিয়া শাণিতাগ্র শরজালে রাবণের অশ্ব ও চক্রসহিত রথ, বিশাল-পতাকাযুক্ত ধ্বজ এবং সুবর্ণ-দণ্ডনিহিত শ্বেত ছত্র ছেদন করিলেন ॥১১৩॥

অনন্তর যুদ্ধে ইন্দ্র যেমন দানবরাজের প্রতি বজ্রাঘাত করিয়াছিলেন, রাম সেইরূপ বজ্রতুল্য শরদ্বারা রাবণের সুন্দর ও বিশাল বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন ॥ ১১৪ ॥

যে রাবণ বজ্রশূল, বজ্র ও অন্যান্য শস্ত্রাঘাতে কদাপি বিচলিত হন নাই, তিনি রামের শরাঘাতে বেদনায় কাতর হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং দীনভাবে ধনুক পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১১৫ ॥

রাম তাঁহাকে বিহ্বল দেখিয়া প্রদীপ্ত অর্দ্ধচন্দ্র গ্রহণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা রাক্ষসরাজের সূর্য্যপ্রভ কিরীট ছেদন করিলেন ॥ ১১৬ ॥

১। ছ '-সঙ্গস্য'। ২। ছ 'চাপি'। ৩। ছ 'সসারথিং সাশনিখড়্গাশূলং'। ৪। ছ '-সুম্নং'। ৫। ছ 'শরেণ'। ৬। ছ '-রূপো'। ৭। ছ 'রাক্ষসেন্দ্রম্'। ৮। ছ '-পাশা-'। ৯। ছ '-শূল-'। ১০। ছ 'বীরঃ'। ১১। ছ 'তং প্রস-'।

তং নির্ব্বিষাশীবিষসন্নিকাশং শান্তার্চ্চিষং সূর্য্যমিবাপ্রকাশম্।[১]
গতশ্রিয়ং[২] কৃত্তকিরীটমৌলিং প্রত্যাহ[৩] রামো যুধি রাক্ষসেন্দ্রম্ ॥ ১১৭ ॥

কৃতং ত্বয়া কর্ম্ম মহৎ সুদুষ্করং[৪] হতপ্রবীরশ্চ কৃতস্ত্বয়াহম্।
তস্মাৎ পরিশ্রান্তমিব[৫] প্রপশ্যন্ ন ত্বাং শরৈর্মৃত্যুপথং[৬] নয়ামি ॥ ১১৮ ॥

স এবমুক্তো হতমানদর্পো[৭] নিকৃত্তচাপো[৮] নিহতাশ্বসূতঃ।
শোকার্দ্দিতঃ[৯] কৃত্তমহাকিরীটো বিবেশ লঙ্কাং সহসা গতশ্রীঃ[১০] ॥ ১১৯ ॥

তস্মিন্ প্রবিষ্টে রজনীচরেশে মহাবলে দানবদেবশত্রৌ।
হরীন্ বিশল্যান্ সহ লক্ষ্মণেন চকার রামঃ পরমাহবাগ্রে ॥ ১২০ ॥

১১৭। লো-টী। যতঃ শান্তার্চিষং গতদীপ্তিং কৃত্তং ছিন্নং কিরীটং 'মৌলিঃ কিরীটে ধম্মিল্লে চূড়ায়াং পুংনপুংসক'মিতি কোষঃ। অপ্রকাশম্ অপ্রকাশমানম্।

১১৮। লো-টী। কৃতং ত্বয়া ইত্যাদি সোপহাসং বাক্যম্।

যুদ্ধে মস্তকের কিরীট ছিন্ন হওয়ায় রাবণ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। রাম নির্ব্বিষ সর্পের ন্যায় এবং আচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় তেজোহীন রাবণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—॥ ১১৭ ॥

'তুমি অতীব দুষ্কর মহৎ কর্ম্ম সাধন করিয়াছ ! তুমি আমার বীরদিগকে নিহত করিয়াছ !! সেই জন্য পরিশ্রান্তের মত দেখিয়াই তোমাকে মৃত্যুপথে প্রেরণ করিলাম না' ॥ ১১৮ ॥

রাবণের ধনুক ছিন্ন এবং অশ্ব ও সারথি নিহত হইয়াছিল, মস্তকের বিশাল কিরীট কর্ত্তিত হওয়ায় তিনি শ্রীহীন হইয়াছিলেন, তাঁহার মান ও দর্প হত হইয়াছিল। [তদুপরি] রামের এই কথায় তিনি শোকাকুল হইয়া সহসা লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন ॥ ১১৯ ॥

সেই মহাযুদ্ধের সম্মুখে দেবতা ও দানবদিগের শত্রু মহাবলশালী রাক্ষসরাজ

১। ছ '-মিব প্র-'। ২। ক '-কীরিটিমৌ-'। ৩। ছ 'তদাহ'। ৪। ছ 'সুতীব্রম্'। ৫। ছ '-স্ত ইতি ব্যবস্তন্'। ৬। ছ '-সদো'। ৭। ছ '-বাহু-'। ৮। ছ '-পোঽসিরথাশ্বশস্ত্রঃ'। ৯। ছ '-ব্বিতঃ'। ১০। ছ '-সাহতশ্রীঃ'।

তস্মিন্ প্রভগ্নে[১] ত্রিদশেন্দ্রশত্রৌ সুরাসুরা ভূতগণা দিশশ্চ।
সসাগরাঃ সর্ষিমহোরগাশ্চ[২] ননন্দিরে দেবগণাশ্চ সর্ব্বে ॥ ১২১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে রাবণভঙ্গো নাম
ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥

১২১। লো-টী। দিশঃ দিগধিষ্ঠাতৃদেবাঃ।

শ্রীলোকনাথ-চক্রবর্ত্তিকৃতটীকায়াং লঙ্কামনোহরায়াং রাবণভঙ্গঃ ॥ ৩৮ ॥

রাবণ পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও বানরগণের শল্যোদ্ধার করিলেন ॥ ১২০ ॥

দেবরাজ-শত্রু রাবণ পরাভূত হইলে সমস্ত দেবতা, অসুরগণ, ভূতগণ, ঋষিগণ, নাগগণ এবং সমস্ত দিক্ ও সাগরসমূহ আনন্দিত হইল ॥ ১২১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে রাবণের পলায়ন-নামক
৩৬শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

১। ছ 'প্রবিষ্টে'। ২। ছ 'সর্ব্বম-'।

(৩৭) সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

স প্রবিশ্য পুরীং লঙ্কাং রামবাণভয়ার্দ্দিতঃ।
ভগ্নদর্পস্ততো রাজা বভূব ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১ ॥
মাতঙ্গ ইব সিংহেন গরুড়েনেব পন্নগঃ।
অভিভূতোঽভবদ্ রাজা রাঘবেণ মহাত্মনা ॥ ২ ॥
ব্রহ্মদণ্ডপ্রকাশানাং বিদ্যুৎসদৃশবর্চ্চসাম্।
স্মরন্ রাঘববাণানাং বিব্যথে রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৩ ॥
স কাঞ্চনময়ং দিব্যমাশ্রিত্য পরমাসনম্।
নিরীক্ষমাণঃ সচিবান্ রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বং তৎ খলু মোঘং মে যৎ কৃতং পরমং তপঃ।
যদ্দেবেন্দ্রসমানোঽহং মানুষেণ পরাজিতঃ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। ভগ্নদর্পঃ ভগ্নাহঙ্কারঃ।

৩। লো-টী। ব্রহ্মদণ্ডপ্রকাশানাং ব্রহ্মদণ্ডানাং ব্রহ্মশাপানামিব প্রকাশো যেষাং শস্ত্রপূগৈরপি বার্য্যমাণানামিত্যর্থঃ।

৫। লো-টী। মোঘং ব্যর্থম্।

রামের বাণভয়ে পীড়িত হইয়া মহারাজ রাবণ লঙ্কায় প্রবেশ করত দর্প চূর্ণ হওয়ায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন ॥ ১ ॥

মহারাজ রাবণ সিংহকর্তৃক মাতঙ্গের ন্যায় এবং গরুড়কর্তৃক সর্পের ন্যায়, মহাত্মা রামচন্দ্রকর্তৃক অভিভূত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥

রাক্ষসরাজ রাবণ ব্রহ্মশাপের ন্যায় অব্যর্থ এবং বিদ্যুতের ন্যায় তেজোময় রামচন্দ্রের বাণের কথা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইলেন ॥ ৩ ॥

রাবণ সুবর্ণময় স্বর্গীয় আসনে উপবেশন করিয়া মন্ত্রিগণের প্রতি অবলোকন করত এইরূপ বলিতে লাগিলেন—॥ ৪ ॥

'আমি পুর্ব্বে যে তপস্যা করিয়াছি সে সমস্তই ব্যর্থ হইল, যেহেতু দেবরাজ-

পুরাণং ব্রহ্মণ ইদং[1] বচনং সমুপস্থিতম্ ।

মানুষেভ্যো বিজানীহি ভয়মিত্যেব তৎ তথা ॥ ৬ ॥

দেবদানবগন্ধর্ব্ব[2]যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ ।

অবধ্যত্বং ময়া প্রাপ্তং পরিভূ[3]তাস্তু মানুষাঃ[4] ॥ ৭ ॥

যচ্চাপি[5] হিমবচ্ছৃঙ্গে ক্রুদ্ধো নন্দি[6]রভাষত ।

তস্যৈব তুল্যবদনৈরুপরুদ্ধা হি মে পুরী ॥ ৮ ॥

তয়োর্ম্মহাত্মনোর্বাক্যং নান্যথা যাতি সাম্প্রতম্ ।

সত্যং বিভীষণেনোক্তং যচ্চ বাক্যং মহাত্মনা ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। পুরাণং পূর্ব্বকালোক্তং ব্রহ্মণশ্চতুর্ম্মুখস্য। 'পুরাণব্রহ্মণ' ইতি পাঠঃ। পুরাণব্রহ্মণ আদিব্রহ্মণো বচনমিতি বিমলবোধঃ।

৯। লো-টী। অন্যথা ন যাতি ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ।

তুল্য আমি একজন সাধারণ মনুষ্যকর্তৃক পরাজিত হইলাম ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মা পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন যে 'মনুষ্যগণ হইতে তোমার ভয় উপস্থিত হইবে', আজ সেই কথা সার্থক হইল ॥ ৬ ॥

দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষসগণ কর্তৃক অবধ্য হইব, এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া আমি মনুষ্যদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছি (অর্থাৎ তাহাদের অবধ্য হইব, এইরূপ বর প্রার্থনা করি নাই) ॥ ৭ ॥

হিমালয়শৃঙ্গে নন্দি ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই অনুরূপ-মুখ-বিশিষ্ট প্রাণীদ্বারা আমার লঙ্কানগরী অবরুদ্ধা হইয়াছে ॥ ৮ ॥

সেই দুইজন মহাত্মার বাক্য বর্ত্তমানে অন্যথা হইবে না এবং মহাত্মা বিভীষণের বাক্যও সত্য হইবে ॥ ৯ ॥

১। ছ 'বচনস্তস্মামুপ-'। ২। ছ '-র্বৈর্ব-'। ৩। ছ '-ভশ্চ'। ৪। ছ '-ষৈঃ'। ৫। ছ 'যদাপি'। ৬। ছ 'নন্দ্যভ্যভা-'।

তদিদং মামনুপ্রাপ্তং বিভীষণবচঃ শুভম্ ।
তস্য প্রযুক্তবাক্যস্য[1] নান্যথা যাতি সাম্প্রতম্ ॥ ১০ ॥

ময়া দর্পবলোৎসেকাদন্যথা চিন্তিতং তদা ।
তদন্যথা পরিগতং[2] মম দৌরাত্ম্যচেষ্টিতৈঃ ॥ ১১ ॥

নাতিভারোঽস্তি দৈবস্য পৌরুষে নিয়তা[3] মতিঃ ।
দৈবপৌরুষসংযোগাৎ সিদ্ধির্নিত্যমবাপ্যতে ॥ ১২ ॥

সজ্জা ভবন্তো রক্ষন্তু নগরীং বৈ সমন্ততঃ ।
রাক্ষসাশ্চাপি তিষ্ঠন্তু বপ্রগোপুরমূর্দ্ধসু ॥ ১৩ ॥

১১। লোটী। দর্পবলোৎসেকাৎ অহঙ্কাররূপবলোদ্রেকাৎ অধিকাৎ অন্যথা চিন্তিতং বিভীষণবাক্যং বিরুদ্ধত্বেন চিন্তিতম্, তদ্বাক্যম্ অন্যথা পরিণতম্ অবিরুদ্ধত্বেন জাতম্ ।

১২। লো-টী। ইদানীং দৈবপৌরুষয়োর্মধ্যে দৈবস্য বলীয়স্ত্বমাহ—কার্য্যসিদ্ধৌ অতি-ভারো নাস্তীত্যর্থঃ। সিদ্ধিঃ ফলং, নিত্যমবশ্যম্ ।

১৩। লো-টী। সজ্জাঃ সন্নদ্ধাঃ কবচিন ইতি যাবৎ। বপ্রে ভিত্তৌ গোপুরে পুরদ্বারে তয়োর্মূর্দ্ধ্নি চ ।

বিভীষণের সেই হিতবাক্য এখন আমার মনে পড়িতেছে। সম্প্রতি তাহার প্রযুক্ত বাক্যের অন্যথা হইবে না ॥ ১০ ॥

আমি তখন মদোদ্ধত হইয়া বিভীষণের কথা অন্যরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুষ্কার্য্যদ্বারা তাহা অন্যরূপে পরিণত হইল ॥ ১১ ॥

দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই, [তথাপি] বুদ্ধি পুরুষকারে আসক্ত [হয়]। দৈব এবং পুরুষকারের মিলনে নিয়ত সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ১২ ॥

হে মন্ত্রিগণ, আপনারা কবচ পরিধান করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে লঙ্কানগরী রক্ষা করুন, রাক্ষসগণও প্রাচীর এবং নগরীর দ্বারদেশের উপরিভাগে অবস্থান করুক ॥ ১৩ ॥

১। ছ 'ধর্ম্মার্থযুক্তস্য'। ২। ছ '-গতং'। ৩। ছ '-ষেঽপি কৃতা'।

স চাপ্রতিমসত্ত্বোঽদ্য দেবদানবদর্পহা।
ব্রহ্মশাপাভিভূতশ্চ কুম্ভকর্ণঃ প্রবোধ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥
সমরে জিতমাত্মানং প্রহস্তঞ্চ তথা হতম্।
জ্ঞাত্বা রক্ষোবলং[1] ভীমমাদিদেশ মহাবলঃ ॥ ১৫ ॥
দ্বারেষু যত্নঃ ক্রিয়তাং প্রাকারশ্চাভিরুহ্যতাম্[2]।
নিদ্রাবশ[3]সমাবিষ্টঃ কুম্ভকর্ণঃ প্রবোধ্যতাম্ ॥ ১৬ ॥
স হি সংখ্যে মহাবাহুঃ ককুদং[4] সর্ব্বরক্ষসাম্।
বানরান্ রাজপুত্রৌ চ ক্ষিপ্রমেব হনিষ্যতি ॥ ১৭ ॥
রামবাণনিরস্তানাং সংগ্রামেঽস্মিন্ সুদারুণে
অপনেষ্যতি নঃ ক্ষিপ্রং কুম্ভকর্ণো মহদ্ভয়ম্ ॥ ১৮ ॥

১৪। লো-টী। অপ্রতিমসত্ত্বঃ অতুল্যবলঃ।

১৭। লো-টী। ককুদং প্রধানঃ। 'প্রধানে রাজচিহ্নে চ বৃষাঙ্গে ককুদোঽস্ত্রিয়া'মিতি কোষঃ। বিধমিষ্যতি নাশয়িষ্যতি।

দেবতা এবং দানবগণের দর্পহারী ব্রহ্মশাপে অভিভূত সেই অনন্যসদৃশ মহাবীর কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করা হউক ॥ ১৪ ॥

মহাবীর রাবণ যুদ্ধে নিজকে পরাজিত এবং প্রহস্তকে মৃত অবগত হইয়া ভীষণ রাক্ষসসৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন— ॥ ১৫ ॥

'তোমরা লঙ্কানগরীর দ্বাররক্ষায় যত্নবান্ হও এবং প্রাচীরের উপর আরোহণ কর এবং নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে প্রবোধিত কর ॥ ১৬ ॥

সমস্ত রাক্ষসের প্রধান সেই মহাবাহু কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে শীঘ্রই বানরদিগকে এবং সেই রাজপুত্রদ্বয়কে বধ করিবে ॥ ১৭ ॥

কুম্ভকর্ণ এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে রাম-বাণে পরাভূত আমাদের অত্যধিক ভয় শীঘ্রই দূর করিবে ॥ ১৮ ॥

১। ছ '-গণং'। ২। ছ '-শ্চাপি রক্ষ্যতাম্'। ৩। ছ '-বল-'। ৪। ছ 'ককুদঃ'।

নব সপ্ত দশাষ্টৌ চ মাসান্ স্বপিতি রাক্ষসঃ।

তং বিবোধয়ত ক্ষিপ্রং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্ ॥ ১৯ ॥

কুম্ভকর্ণঃ সদা শেতে মূঢ়ো গ্রাম্যসুখে রতঃ।

কিং করিষ্যাম্যহং তেন শক্রতুল্যবলেন বৈ।

ঈদৃশে সম্ভ্রমে ঘোরে যো ন সাহ্যায় কল্পতে ॥ ২০ ॥

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য[১] রাক্ষসাঃ।

জগ্মুঃ পরমসন্ত্রান্তাঃ কুম্ভকর্ণনিবেশনম্ ॥ ২১ ॥

১৯। লো-টী। নবসপ্তেত্যাদি। নবসপ্ত ষোড়শ, তেষাং দশাষ্টৌ দশপ্রক্ষেপে সতি ষণ্মাসান্ স্বপিতি স্বপস্তীতি অতস্তং বোধয়ত। অষ্টিরিতি 'অসু ক্ষেপণে' ইতি ধাতোঃ প্রয়োগে সকারস্য মূর্দ্ধন্যত্বমার্ষম্। 'অসু ব্যাপ্তা'বিত্যস্য প্রয়োগে ধাতুনামনেকার্থত্বম্। যদ্বা, নবসপ্ত ষোড়শ, তেষাং দশ দশগুণা অষ্টৌ চ এতেন একশতম্ অষ্টষষ্টিশ্চ, মাসপদেন দ্বাদশ উচ্যন্তে, ততশ্চ মিলিতম্ অশীত্যুত্তরশতদিনং ভবতি, ষণ্মাসান্ স্বপ্যাতীত্যর্থঃ। যদ্বা, চতুরো মাসান্ স্বপিতি দ্বিমাসানন্তরং জাগরিষ্যতীতি ক্ষিপ্রং তং বিবোধয়ত ইতি বক্তব্যে প্রহস্তবধেন স্বীয়মুকুটচূড়াচ্ছেদেন চ সংমুগ্ধোঽন্যপ্রকারেণ তদর্থমাহ—নবসপ্তেতি। চতুর্স্ত্রিংশন্মাসান্ স্বপিতি। অন্যে তু দশাষ্টৌ অষ্টাদশ মাসান্ শয়িতব্যে নবসপ্ত ষোড়শ মাসান্ স্বপিতি ইতি ব্রুবতে সংগ্রামভয়ে।

২০। লো-টী। সাহ্যায় সাহায্যায়।

রাক্ষস কুম্ভকর্ণ [৯ + ৭ = ১৬ × ১০ = ১৬০ + ৮ = ১৬৮ + ১২ = ১৮০ দিন অর্থাৎ] ছয়মাস নিদ্রা যায়, অতএব শীঘ্রই তাহাকে প্রবোধিত কর ॥ ১৯ ॥

মূর্খ কুম্ভকর্ণ গ্রাম্যসুখে আসক্ত হইয়া সর্ব্বদাই নিদ্রা যায়; অতএব এইরূপ ভীষণ যুদ্ধে যে আমার সহায় হইল না, আমি তাহার ইন্দ্রতুল্য শক্তিদ্বারা কি করিব ? ॥ ২০ ॥

রাক্ষসরাজ রাবণের সেই কথা শুনিয়া রাক্ষসগণ অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া কুম্ভকর্ণের আলয়ে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

১। ছ 'রাবণস্য চ'।

তে তথা তু সমাদিষ্টা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।
গন্ধং[1] মাল্যং তথা পানং ভক্ষ্যঞ্চাদায় সত্বরাঃ।
আসাদ্য ভবনং তস্য বিবিশুস্তে[2] নৃপাজ্ঞয়া॥ ২২॥
[3]তে প্রবিশ্য মহাদ্বারং সর্ব্বতো যোজনায়তম্।
কুম্ভকর্ণগৃহং রম্যং পুণ্যগন্ধবহং[4] শুচি।
বিবোধয়িষবঃ সর্ব্বে তস্থুস্তস্য মহাগৃহে[5]॥ ২৩॥
তস্য নিঃশ্বাসবাতেন কুম্ভকর্ণস্য রক্ষসঃ।
রাক্ষসা বলবন্তস্তে[6] স্থাতুং নাশক্নুবংস্তদা॥ ২৪॥
কুম্ভকর্ণস্য নিঃশ্বাসাদবধূতা মহাবলাঃ।
যতমানাস্তু কৃচ্ছ্রেণ পুনস্তে বিবিশুর্[7]গৃহম্॥ ২৫॥

২৩। লো-টী। পুণ্যং মনোহরম্।
২৫। লো-টী। অবধূতাঃ কম্পিতাঃ।

ভীমপরাক্রমশালী রাক্ষসগণ সেইরূপ আদিষ্ট হইয়া গন্ধ, মাল্য, পানীয় ও খাদ্য গ্রহণ করিয়া অতি সত্বর তাহার গৃহের সমীপে উপস্থিত হইয়া রাজাদেশে তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন॥ ২২॥

তাঁহারা কুম্ভকর্ণের যোজনবিস্তৃত প্রকাণ্ড-দ্বারযুক্ত মনোহর-বায়ুপূর্ণ রমণীয় পবিত্র গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জাগরিত করিবার অভিপ্রায়ে সকলে তাহার গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ২৩॥

বলবান্ রাক্ষসেরাও সেই কুম্ভকর্ণ-রাক্ষসের নিঃশ্বাস-বায়ুর উপদ্রবে সেই স্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না॥ ২৪॥

কুম্ভকর্ণের নিঃশ্বাসে কম্পমান মহাবীর রাক্ষসগণ চেষ্টা করিয়া অতিকষ্টে পুনরায় তাহার গৃহে প্রবেশ করিলেন॥ ২৫॥

১। ছ '-ল্যঞ্চ মাংসঞ্চ ভক্ষ্যাংশ্চাদায়'। ২। ছ 'প্রাবিশংস্তে'। ৩। ছ 'তৎ'। ৪। ছ '-হং শুভং'। ৫। ছ 'গৃহে তদা'। ৬। ছ '-স্তোঽপি'। ৭। ছ 'ততে প্রবিবিশু-'।

তে প্রবিশ্য তদা[1] রম্যং গৃহং কাঞ্চনকুট্টিমম্ ।
দদৃশুর্নৈর্ঋতব্যাঘ্রং[2] শয়ানং ভীমদর্শনম্ ॥ ২৬ ॥

ঊর্দ্ধরোমাঞ্চিততনুং শ্বসন্তমিব পন্নগম্ ।
বিত্রাসয়ন্তং নিঃশ্বাসৈঃ শয়ানং পিশিতাশনম্ ॥ ২৭ ॥

ভীমপ্রাণবলং ভীমং পাতালবিপুলাননম্ ।
তে তু তং বিপুলং[3] দৃষ্ট্বা বিকীর্ণমিব পর্ব্বতম্ ॥ ২৮ ॥

কুম্ভকর্ণং মহানিদ্রং প্রসুপ্তং বোধয়িষ্ণবঃ ।
ততঃ পরিহিতা[4] গাঢ়ং রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ॥ ২৯ ॥

নীলাঞ্জনচয়াকার[5]কুম্ভকর্ণসমীপগাঃ ।
তেঽথ চক্রুর্মহাত্মানঃ[6] কুম্ভকর্ণাগ্রতঃ[7] স্থিতাঃ ।
ভক্ষ্যাণাং মেরুসঙ্কাশং রাশিং পরমতর্পণম্ ॥ ৩০ ॥

২৬। লো-টী। কাঞ্চনকুট্টিমং কাঞ্চনেন কুট্টিমো বদ্ধা ভূমির্যস্মিন্ তৎ, 'কুট্টিমোঽস্ত্রী বদ্ধভূমি'রিতি ভূরি০।

২৭। লো-টী। ঊর্দ্ধৈ রোমভিরাঞ্চিততনুং ব্যাপ্ততনুং ভীমো ভয়ানকঃ প্রাণো নিশ্বাসবাতঃ বলঞ্চ শারীরং যস্য তম্, যদ্বা, ভীমঃ প্রাণঃ পূর্ণং বলং যস্য তম্। 'প্রাণো বাতে বলে লোলে পূর্ণে পুং-ভূম্নি চাসুষু' ইতি ভূরি০। অতো ভীমং ভয়ানকম্।

২৮-৩০। লো-টী। বিকৃতং বিকৃতাকারং বিকীর্ণং ছিন্নপক্ষং পর্ব্বতমিব। বোধয়িষ্ণবঃ বোধায় উদ্যুক্তাঃ। 'বোধয়ন্তি চে'তি ক্বচিৎ পাঠঃ। গাঢ়ং যথা তথা পরিবৃতা বদ্ধবস্ত্রাঃ। 'পরিহিতা' ইতি পাঠে স এবার্থঃ।

রাক্ষসগণ সুবর্ণনির্ম্মিত-ভিত্তিযুক্ত সেই রমণীয় গৃহে প্রবেশ করিয়া বিকটাকার নিদ্রিত রাক্ষসপুঙ্গব কুম্ভকর্ণকে দেখিলেন ॥ ২৬ ॥

রোমাঞ্চিত-শরীর বৃহৎ সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাসত্যাগকারী নিঃশ্বাসদ্বারা ভীতিবর্দ্ধক শয়নকারী মাংসাশী মহাপ্রাণ পাতালের ন্যায় বিশাল-মুখ, পক্ষহীন পর্ব্বতের ন্যায়

১। ছ 'মহাদ্বারং'। ২। ছ '-শূ রাক্ষস-'। ৩। ছ 'বিকৃতং'। ৪। ছ '-বৃতা'। ৫। ছ 'নীলাচল-'। ৬। '-নাদং'। ৭। '-গাস্তদা'।

মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ বরাহাণাঞ্চ সঞ্চয়ান্[১]।
চক্রু[২]র্নৈর্ঋতশার্দ্দূলা রাশিমন্নস্য চাদ্ভুতম্ ॥ ৩১ ॥
ততঃ শোণিতকুম্ভাংশ্চ মদ্যানি বিবিধানি চ।
পুরস্তাৎ কুম্ভকর্ণস্য চক্রুস্ত্রিদশশত্রবঃ ॥ ৩২ ॥
লিলিপুশ্চ পরার্দ্ধ্যেন চন্দনেন সুগন্ধিনা।
বস্ত্রৈঃ প্রচ্ছাদয়ামাসুর্মাল্যৈর্গন্ধৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ৩৩ ॥
ধূপং সুগন্ধং সসৃজুস্তুষ্টু[৩]বুশ্চ পরন্তপম্।
কুম্ভকর্ণং মহানিদ্রং বোধনায়োপচক্রমুঃ ॥ ৩৪ ॥

৩১। লো-টী। সঞ্চয়ং মাংসসঞ্চয়ম্।
৩৪। লো-টী। সসৃজুশ্চক্রুঃ।

বিশাল অতিশয় নিদ্রাশীল সেই কুম্ভকর্ণকে নিদ্রিত দেখিয়া তাহাকে প্রবুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ভীমকর্ম্মা রাক্ষসগণ দৃঢ়ভাবে বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক নীলকজ্জলসমূহাকৃতি কুম্ভকর্ণের সমীপে গমন করত অতিশয় তৃপ্তিপ্রদ মেরুপর্ব্বত-সদৃশ রাশীকৃত ভক্ষ্যবস্তু স্থাপন করিলেন ॥ ২৭-৩০ ॥

রাক্ষসপুঙ্গবগণ মৃগ, মহিষ ও বরাহের স্তূপীকৃত মাংস এবং রাশীকৃত অন্ন একত্র স্থাপন করিলেন ॥ ৩১ ॥

দেবশত্রু রাক্ষসগণ রক্তপূর্ণ কুম্ভ এবং বিবিধ মদ্য কুম্ভকর্ণের সম্মুখে রাখিলেন ॥ ৩২ ॥

শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি চন্দন দ্বারা তাহার সর্ব্বশরীর লেপন করিলেন এবং সুগন্ধি গন্ধ, মাল্য ও বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ৩৩ ॥

সুগন্ধি ধূপ প্রজ্বলিত করিয়া শত্রুসংহারক কুম্ভকর্ণকে স্তব করত মহানিদ্রায় অভিভূত তাহাকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন ॥ ৩৪ ॥

১। ছ '-য়ম্'। ২। ছ '-স্তু রাক্ষস-'। ৩। ছ 'মনোহসুগম্'।

জলদা ইব তে নেদুর্[১]যাতুধানাস্ততস্ততঃ।
বিব্যধুশ্চাস্য গাত্রাণি ঘ্নন্তোঽভিব্যনদংস্তদা ॥ ৩৫ ॥
অথ খিন্না ন শেকুস্তে তৎ[২]প্রবোধায় রাক্ষসাঃ।
ততো গুরুতরং যত্নং চক্রুস্তে প্রতিবোধনে[৩] ॥ ৩৬ ॥
শঙ্খাংশ্চ পূরয়ামাসুঃ শশাঙ্কসদৃশপ্রভান্।
তুমুলং যুগপচ্চাপি[৪] নেদুর্ভৃশমমর্ষিতাঃ ॥ ৩৭ ॥
তে তদা স্ফোটয়ামাসুঃ[৫] খেলন্তশ্চ সমন্ততঃ।
কুম্ভকর্ণবিবোধার্থং চক্রুশ্চ বিপুলং স্বনম্ ॥ ৩৮ ॥
উষ্ট্রান্ হয়ান্[৬] খরান্ নাগান্ জঘ্নুর্দণ্ড-কষা[৭]ঙ্কুশৈঃ।
ভেরী[৮]শঙ্খমৃদঙ্গাংশ্চ সর্ব্বপ্রাণৈরবাদয়ন্ ॥ ৩৯ ॥

৩৬। লো-টী। গুরুতরং মহান্তম্।
৩৮। লো-টী। কুম্ভকর্ণস্য সমন্তত উপরি ক্ষেড়ন্তঃ ক্রীড়ন্তঃ স্ফোটয়ামাসুঃ বাহুশব্দং চক্রুরিত্যর্থঃ।
৩৯। লো-টী। সর্ব্বপ্রাণৈঃ সর্ব্বরবৈরিত্যর্থঃ।

রাক্ষসগণ ইতস্ততঃ মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া এবং উহার শরীর পীড়িত করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

রাক্ষসগণ তাহাকে আহত করিয়াও জাগরিত করিতে সমর্থ না হইয়া প্রবুদ্ধ করিতে অধিকতর যত্ন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

ক্রুদ্ধ রাক্ষসগণ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ শঙ্খসমূহ মুখবায়ুদ্বারা পূর্ণ করত যুগপৎ তুমুল ধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

তাঁহারা কুম্ভকর্ণের জাগরণের নিমিত্ত তাহার শরীরের উপর উত্থিত হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া করত প্রচণ্ড শব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

রাক্ষসগণ দণ্ড, কষা এবং অঙ্কুশদ্বারা উষ্ট্র, অশ্ব, গর্দ্দভ ও হস্তীদিগকে আঘাত

১। ছ 'নেদুশ্চ যা-' ২। ছ 'তস্য বোধায়'। ৩। ছ '-বোধনম্'। ৪। ছ '-ষাপি'। ৫। ছ '-স্তস্ফেলুশ্চাপি'। ৬। ছ 'নাগান্ হয়ান্ ক্রোড়ান্'। ৭। ছ '-কশা-'। ৮। ছ '-শব্দ-'।

নিজঘ্নুশ্চাস্য গাত্রাণি মহদ্ভিঃ কূটমুদ্গরৈঃ।
পট্টিশৈর্মুষলৈশ্চৈব সর্ব্বপ্রাণসমুদ্যতৈঃ ॥ ৪০ ॥

তং শঙ্খভেরীপটহপ্রণাদম্ আক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতসিংহনাদম্।
দিশো দ্রবন্তং ত্রিদিবং ভ্রমন্তং শ্রুত্বা বিহঙ্গাঃ সহসা নিপেতুঃ ॥ ৪১ ॥

যদা তু তৈঃ সংনিনদৈর্মহাত্মা ন কুম্ভকর্ণো বুবুধে প্রসুপ্তঃ।
তদা ভুশুণ্ডীর্মুষলানি শূলান্ রক্ষোগণাস্তে জগৃহুর্গদাশ্চ ॥ ৪২ ॥

৪০। লো-টী। কূটমুদ্গরৈঃ কূটৈরয়োঘনৈর্মুদ্গরৈশ্চ 'অয়োঘনে শৈলশৃঙ্গে সীরাঙ্গে কূটমস্ত্রিয়া'মিত্যমরঃ। যদ্বা, কূটৈর্মোহমুদ্গরৈর্মুদ্গরৈরন্যৈশ্চ। 'কূটোঽস্ত্রী নিশ্চয়ে রাশৌ মোহমুদ্গরদন্তয়ো'রিতি কোষঃ। 'মহাকাষ্ঠৈর্ব্বরণ্ডকৈ'রিতি পাঠে মহাকাষ্ঠৈর্ব্বরণ্ডকৈশ্চ যৌবনকণ্টকৈর্দৃঢ়কণ্টকৈরিতি যাবৎ। 'বরণ্ডকস্তু মাতঙ্গবেদ্যাং যৌবনকণ্টকে' ইতি কোষঃ।

৪১। লো-টী। 'ভেরীপটহে'তি ক্বচিৎ পাঠঃ। 'ভেরীমুরজে'তি ক্বচিৎ পাঠঃ। আক্ষ্বেড়িতং ক্রীড়াশব্দম্, আস্ফোটিতং বাহুশব্দং দিশো দ্রবন্তং ব্যাপ্নুবন্তং ভ্রমন্তং দৃশ্যন্তম্ (?)।

করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত শক্তিদ্বারা ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

সমস্ত শক্তিদ্বারা উত্তোলিত বিশাল লৌহমুদ্গর, পট্টিশ এবং মুষলদ্বারা কুম্ভকর্ণের শরীরে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

চতুর্দ্দিগ্ব্যাপী স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালগামী সেই শঙ্খ-ভেরী-পটহধ্বনি, ক্রীড়াধ্বনি এবং পরস্পর বাহু-সঙ্ঘর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিহঙ্গগণ সহসা নিম্নে পতিত হইল ॥ ৪১ ॥

যখন সেই তুমুল শব্দেও নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলেন না, তখন সেই রাক্ষসগণ ভুশুণ্ডী মুষল ও গদা গ্রহণ করিলেন ॥ ৪২ ॥

১। ছ '-র্মুশলৈ-'। ২। ছ '-শৈঃ সমু-'। ৩। ছ '-ন্তস্ত্রি-'। ৪। ছ 'ক্রমন্তঃ'। ৫। ছ 'ভৃশং তৈর্নন-'। ৬। ছ 'ততো'। ৭। ছ 'ভুসুণ্ডীমুষলানি চৈব'।

তং শৈলশৃঙ্গৈর্মুষলৈর্গদাভির্বৃক্ষৈস্তলৈর্মুদ্গরমুষ্টিভিশ্চ।

সুখপ্রসুপ্তং ভুবি কুম্ভকর্ণং রক্ষাংস্যুদগ্রাণি ততো নিজঘ্নুঃ॥ ৪৩॥

তেন শব্দেন মহতা লঙ্কা সা পরিপূরিতা।

সপর্ব্বতবনা সর্ব্বা ন চ স প্রত্যবুধ্যত॥ ৪৪॥

ততঃ সহস্রং ভেরীণাং যুগপৎ সমবাদয়ন্[১]।

মৃষ্টকাঞ্চনকোশানাং[২] সমাসক্তং সমন্ততঃ॥ ৪৫॥

এবমপ্যতিনিদ্রস্তু যদা নৈব ব্যবুধ্যত।

শাপবশ্যস্তত্র[৩] সুপ্তস্তদা ক্রুদ্ধা নিশাচরাঃ॥ ৪৬॥

তে তু ক্রোধসমাবিষ্টাঃ সর্ব্বে ভীমপরাক্রমাঃ।

তদ্রক্ষো বোধয়িষ্যন্তশ্চক্রুরন্যং পরাক্রমম্॥ ৪৭॥

৪৩। লো-টী। উদগ্রাণি বলবন্তি।

৪৫। লো-টী। মৃষ্টং নির্ম্মলং যৎ কাঞ্চনং তন্ময়ঃ কেশ একদেশো যাসাং তাসাম্। 'মৃষ্টকাঞ্চনকোশানা'মিতি পাঠে মৃষ্টকাঞ্চনং কোশঃ কোশবদাবরণং যাসাং তাসাং সমন্ততঃ সমাসক্তং যথা ভবতি তথা সঃ অহন্যত।

৪৬। লো-টী। ক্রুদ্ধা বভূবুরিতি শেষঃ।

উদ্ধত রাক্ষসগণ পর্ব্বতশৃঙ্গ, মুষল, গদা, বৃক্ষ, চপেট, মুদ্গর এবং মুষ্টিদ্বারা ভূতলে সুখে নিদ্রিত সেই কুম্ভকর্ণকে আঘাত করিতে লাগিলেন॥ ৪৩॥

সেই ভীষণ শব্দে পর্ব্বত এবং অরণ্যের সহিত লঙ্কানগরী পরিপূর্ণা হইলেও কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলেন না॥ ৪৪॥

চতুর্দ্দিকে স্থাপিত নির্ম্মল কাঞ্চনময় আবরণে বেষ্টিত সহস্র ভেরী সেই রাক্ষসগণ একসময়ে বাজাইতে লাগিলেন॥ ৪৫॥

ইহাতেও যখন সেই অত্যন্তনিদ্রিত কুম্ভকর্ণ জাগরিত না হইয়া শাপপ্রভাবে নিদ্রিত রহিলেন, তখন রাক্ষসগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন॥ ৪৬॥

ক্রোধান্ধ সেই ভীমপরাক্রমশালী রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য অন্যরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন॥ ৪৭॥

১। ছ 'সমহন্যন্ত'। ২। ছ 'পৃষ্ঠকাঞ্চনকোণানাং তদা যুক্তং'। ৩। ছ '-স্তথা'।

অন্যে ভেরীঃ সমাজঘ্নুরন্যে চক্রুর্মহাস্বনম্।
কেশান্ লুলুঞ্চুরন্যে চ কর্ণাবন্যে দশন্তি চ[১] ॥ ৪৮ ॥

অন্যে তু বলিনস্তস্য মহতঃ কূটমুদ্গরান্।
মূর্দ্ধ্নি বক্ষসি গাত্রেষু নির্দ্দয়াঃ সমপাতয়ন্ ॥ ৪৯ ॥

মৃদঙ্গভেরীপণবান্[২] শঙ্খান্[৩] কুম্ভমুখাংস্তথা।
দশ রাক্ষসসাহস্রা[৪] জঘ্নুর্ভীমপরাক্রমাঃ ॥ ৫০ ॥

রাক্ষসানাং সহস্রস্তু[৫] শরীরে পর্য্যধাবত[৬]।
কুম্ভকর্ণঃ প্রসুপ্তোঽসৌ ন তদাপি ব্যবুধ্যত ॥ ৫১ ॥

৪৮। লো-টী। লুলুঞ্চুরুৎপাটয়াঞ্চক্রুঃ। ব্যদারয়ন্ দেহং বিদীর্ণং চক্রুঃ। 'কর্ণরোম চথাদিরে' ইতি বা পাঠঃ।

৫০। লো-টী। কুম্ভমুখো বাদ্যবিশেষঃ, জঘ্নুর্বাদয়াঞ্চক্রুঃ।

সেই রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ কেহ ভেরী বাজাইতে লাগিলেন, কেহ কেহ ভীষণ শব্দ করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ কুম্ভকর্ণের কেশ উৎপাটন করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ কর্ণদ্বয় দংশন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

অপর রাক্ষসগণ প্রকাণ্ড লৌহমুদ্গর দ্বারা সেই মহাবীরের মস্তকে, বক্ষে এবং গাত্রে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

অতিশয় বলশালী দশ-সহস্র রাক্ষস মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব, কুম্ভমুখ এবং শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

সহস্র সহস্র রাক্ষস যুগপৎ কুম্ভকর্ণের শরীরে ধাবিত হইতে লাগিলেন, তথাপি কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না ॥ ৫১ ॥

১। ছ 'তথাঽদশন্'। ২। ছ '-পটহান্'। ৩। ছ 'শক্তিং'। ৪। ছ 'রক্ষঃসহস্রাণি'। ৫। ছ '-স্রঞ্চ'। ৬। ছ '-রেঽস্য ব্যধাবত'।

রজ্জুজালাবনদ্ধাভির্ঘাতনীভিশ্চ সর্ব্বতঃ।
বধ্যমানো মহাকায়ো ন প্রাবুধ্যত রাক্ষসঃ ॥ ৫২ ॥
ততো গজসহস্রং তু শরীরে সংপ্রধাবতি।
স মৃদ্যমানোঽপি তথা ন চাবুধ্যত রাক্ষসঃ ॥ ৫৩ ॥
তে রাক্ষসাস্ততঃ খিন্নাশ্চক্রুরন্যং পরাক্রমম্।
প্রমদাশ্চাহ্বয়ামাসুঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥ ৫৪ ॥
নাগরাক্ষসকন্যাশ্চ তথা গন্ধর্ব্বযোষিতঃ।
মনুজানাং দুহিতরঃ কিন্নরাণাং তথৈব চ ॥ ৫৫ ॥
প্রবিষ্টা ভবনং মুখ্যং তপ্তকাঞ্চনকুট্টিমম্।
তাঃ স্ত্রিয়ো গীতবাদিত্রৈঃ কুম্ভকর্ণাগ্রতঃ স্থিতাঃ ॥ ৫৬ ।

৫২। লো-টী। রজ্জুজালৈঃ রজ্জুসমূহৈরবনদ্ধাভির্বদ্ধাভির্ঘাতনীভিরস্ত্রবিশেষৈঃ।
৫৪। লো-টী। পরাক্রমং বোধনে উপায়ম্।
৫৬। লো-টী। তপ্তকাঞ্চনকুট্টিমা বদ্ধা ভূমির্যস্মিন্। 'কুট্টিমোঽস্ত্রী বদ্ধভূমি'রিতি ভূরি০।

রজ্জুসমূহদ্বারা বদ্ধ ঘাতনী অস্ত্র দ্বারা আহত হইয়াও বিশালকায় রাক্ষস কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলেন না ॥ ৫২ ॥

অনন্তর সহস্র হস্তী শরীরের উপর দ্রুত বিচরণ করিয়া মর্দ্দিত করিলেও সেই কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলেন না ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর সেই রাক্ষসগণ দুঃখিত হইয়া অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন—অত্যুজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডলভূষিতা প্রমদাগণ এবং নাগ, কিন্নর, রাক্ষস ও মনুষ্য-কন্যাগণ ও গন্ধর্ব্বরমণীদিগকে আহ্বান করিলেন ॥ ৫৪-৫৫ ॥

সেই মহিলাগণ কাঞ্চননির্ম্মিত-ভিত্তিযুক্ত উৎকৃষ্ট গৃহে প্রবেশ করিয়া গীত-বাদ্য সহকারে কুম্ভকর্ণের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

১। ছ '-জালনিব-'। ২। ছ '-ভিঃ সমন্ততঃ'। ৩। ছ '-মায়ো'। ৪। ছ অতঃ পরম্ 'উদকুম্ভসহস্রস্তু কর্ণয়োঃ সংপ্রসিচ্যতে। প্রাস্পন্দন্ন চ রক্ষস্তু মহানিদ্রাবশং গতম্।' ইত্যধিকম্। ৫। ছ '-রেঽহস্ত'। ৬। ছ 'তদা'। ৭। ছ 'প্রা-'। ৮। ছ 'রম্যং'।

দিব্যা দিব্যৈরলঙ্কারৈর্দিব্যধূপেন[১] ধূপিতাঃ।
দিব্যগন্ধাঃ সুগন্ধাশ্চ ক্রীড়ন্তি[২] ভবনোত্তমে ॥ ৫৭ ॥
[৩]তাশ্চ সর্ব্বা বিশালাক্ষ্যঃ সর্ব্বাঃ কাঞ্চনসুপ্রভাঃ।
সর্ব্বা রূপগুণোপেতাঃ সর্ব্বা ভূষণভূষিতাঃ ॥ ৫৮ ॥
সর্ব্বা বিস্তীর্ণজঘনাঃ সর্ব্বাঃ পীনপয়োধরাঃ।
সর্ব্বাঃ কমলপত্রাক্ষ্যো নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ ॥ ৫৯ ॥
তাসাং নূপুরশব্দেন মেখলানাং রবেণ[৪] চ।
গীতবাদিত্রশব্দেন স্বরেণ মধুরেণ চ ॥ ৬০ ॥
দিব্যেন চৈব গন্ধেন স্পর্শেন বিবিধেন চ।
[৫]কুম্ভকর্ণস্তদা বুদ্ধঃ স্পর্শং পরমমন্যত ॥ ৬১ ॥

৫৭। লো-টী। ধূপেন ধূপিতা বাসিতাঃ, স্বতঃ সুগন্ধাঃ।
৫৯। লো-টী। বিস্তীর্ণানি জঘনানি কট্যো যাসাং তাঃ। 'স্ত্রীকট্যাস্তু পুরোভাগো জঘনস্তৎকটাবপী'তি কোষঃ। নীলাঃ কৃষ্ণাঃ কুঞ্চিতাঃ কুটিলা মূর্দ্ধজাঃ কেশা যাসাং তাঃ।
৬০। লো-টী। মেখলানাং ক্ষুদ্রঘন্টিকানাং স্বরেণ বচনেন অবুদ্ধ জাগরিতঃ। 'বুদ্ধ' ইতি বা পাঠঃ।
৬১। লো-টী। স্পর্শং বোধনে সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠমমন্যে চ (?)।
[লো-টী।] স্ববসাদিচ্ছতৈ[?]র্ন তু অভিঘাতেন। 'সুবহুনাভিঘাতেনে'তি ক্বচিৎ পাঠঃ। বিভেতাস্মাদিতি ভীমঃ, স্বতশ্চ মহা ভীমঃ মহাক্রূরঃ। ভীমপরাক্রমান্ ভীমসামর্থ্যান্।

উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা ধূপদ্বারা সুবাসিতা রমণীয়গন্ধযুক্তা সুন্দরী রমণীগণ কুম্ভকর্ণের মনোরম গৃহে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

সেই রমণীগণের সকলেই বিশাললোচনা, সুবর্ণের ন্যায় সু-প্রভা, সৌন্দর্য্যবতী এবং গুণবতী, সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, বিশালজঘনা, পীনপয়োধরা, পদ্মপলাশ-লোচনা নীলকুঞ্চিতকেশা ছিলেন ॥ ৫৮-৫৯ ॥

সেই রমণীদিগের নূপুরধ্বনিতে, মেখলার ক্ষুদ্র ঘন্টিকা এবং গীত ও বাদ্যের

১। ছ '-গন্ধেন'। ২। ছ 'ক্রীড়ন্ত্যো'। ৩। ছ ইতঃ শ্লোকদ্বয়ং নাস্তি।। ৪। ছ 'স্বনেন চ'। ৫। ছ 'বিবুদ্ধঃ কুম্ভকর্ণোঽসৌ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ'। [অতঃ পরং] 'স হন্যমানো গিরিশৃঙ্গবৃক্ষৈরচিন্তয়ংস্তানতুলপ্রহারান্। নিদ্রাক্ষয়ে ক্ষুৎপরিপীড়িতশ্চ বিজৃম্ভমাণঃ সহসোৎপপাত'॥ ইত্যধিকম্।

মহাভুজৌ বাসুকিতক্ষকাভৌ[1] নিক্ষিপ্য বৃত্তৌ গিরিশৃঙ্গসারৌ।
বিবৃত্য বক্ত্রং বড়বামুখাভং নিশাচরেন্দ্রো বিকৃতং ব্যজৃম্ভৎ[2] ॥ ৬২ ॥

বিজৃম্ভমাণোঽতিবলঃ প্রত্যবুধ্যত রাক্ষসঃ।
নিঃশ্বাসশ্চাস্য[3] সংজজ্ঞে[4] সংবর্ত্ত[5] ইব মারুতঃ ॥ ৬৩ ॥

তস্য বিজৃম্ভমাণস্য[6] বক্ত্রং পাতালসন্নিভম্।
দদৃশে[7] মেরুশৃঙ্গাগ্রে দিবাকর[8] ইবোদিতঃ ॥ ৬৪ ॥

দীপ্ততাম্রাস্যজিহ্বস্য বিদ্যুৎসম[9]প্রকাশিনী।
ভীমে দদৃশতু[10]র্নেত্রে দীপ্তাবিব মহাগ্রহৌ ॥ ৬৫ ॥

৬২। লো-টী। বড়বামুখং পাতালং তত্তুল্যং বক্ত্রম্। 'বড়বামুখস্তু পাতালং বৈরোচনি-নিবেশন'মিতি রত্নমালা।

৬৩। লো-টী। সংবর্ত্তঃ প্রলয়কালীনঃ।

শব্দে, মধুর স্বরে, মনোরম গন্ধে এবং বিবিধ স্পর্শে কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলেন এবং সেই স্পর্শ অত্যুত্তম বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৬০-৬১ ॥

বাসুকি এবং তক্ষকের ন্যায় আয়ত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় সুদৃঢ় বিশাল বাহুদ্বয় নিক্ষিপ্ত করিয়া এবং পাতালসদৃশ বিকটাকার মুখ ব্যাদান করত কুম্ভকর্ণ হাই তুলিলেন ॥ ৬২ ॥

সেই অতিবলশালী রাক্ষস কুম্ভকর্ণ হাই তুলিয়া জাগরিত হইলেন। প্রলয়কালীন সংবর্ত্ত-বায়ুর ন্যায় তাহার নিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৬৩ ॥

বিজৃম্ভমাণ সেই কুম্ভকর্ণের পাতালসদৃশ মুখমণ্ডল মেরুপর্ব্বতের শিখরাগ্রে উদিত সূর্য্যের ন্যায় দেখা গেল ॥ ৬৪ ॥

সেই কুম্ভকর্ণের মুখ এবং জিহ্বা উত্তপ্ত তাম্রের ন্যায় এবং বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশশীল ভয়ঙ্কর নেত্রদ্বয় দুইটী উজ্জ্বল মহাগ্রহের ন্যায় দেখাইতে লাগিল ॥ ৬৫ ॥

১। ছ '-কোপমৌ'। ২। ছ 'ব্যজৃম্ভত'। ৩। ছ '-সাশ্চা-'। ৪। ছ 'সংজগ্মুঃ'। ৫। ছ 'পর্ব্বতাদিব মারুতাঃ'। ৬। ছ 'তজ্জৃম্ভ-'। ৭। ছ '-শুর্ঙ্গে-'। ৮। ছ '-করমিবোত্থিতম্'। ৯। ছ '-সদৃশপক্ষ্মণঃ'। ১০। ছ 'চ দদৃশুর্নেত্রে'।

রূপমুত্তিষ্ঠতস্তস্য কুম্ভকর্ণস্য সংবভৌ।
তপান্তে সবলাকস্য মেঘস্যেব বিবর্ষিষোঃ ॥ ৬৬ ॥
তদ্বিনিদ্রং ততো রক্ষঃ কষায়ীকৃতলোচনম্।
বিতরৎ সর্ব্বতো দৃষ্টিং তানুবাচ নিশাচরান্ ॥ ৬৭ ॥
কিংনিমিত্তমহং সুপ্তো ভবদ্ভিঃ প্রতিবোধিতঃ।
কচ্চিদ্রাক্ষসরাজস্য ন খল্বাগতমপ্রিয়ম্[১] ॥ ৬৮ ॥
নহ্যল্পকারণে সুপ্তং বোধয়িষ্যতি মাদৃশম্[২]।
তদিহাখ্যাত তত্ত্বেন মৎপ্রবোধনকারণম্ ॥ ৬৯ ॥
তে তমুত্থাপ্য[৩] ভীমাক্ষং ভীমরূপপরাক্রমম্।
রাক্ষসাস্ত্বরিতা[৪] জগ্মুর্দশগ্রীবনিবেশনম্[৫] ॥ ৭০ ॥

৬৬। লো-টী। তপান্তে গ্রীষ্মান্তে বিবর্ষিষোর্বর্ষিতুমিচ্ছোঃ।
৬৭। লো-টী। বিতরৎ দদৎ।
৬৮। লো-টী। অপ্রিয়ং ন আগতম্, অপি তু আগতমেব।
৬৯। লো-টী। মাদৃশং মাম্। আখ্যাত কথয়ত।
৭০। লো-টী। ভীমং রূপং শরীরং পরাক্রমশ্চ যস্য তম্।

নিদ্রা হইতে উত্থিত কুম্ভকর্ণের গ্রীষ্মাবসানে বর্ষণাভিলাষী বলাকাযুক্ত মেঘের ন্যায় শোভা হইল ॥ ৬৬ ॥

কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়া চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি প্রসারণপূর্ব্বক রাক্ষসদিগকে বলিলেন—॥ ৬৭ ॥

'আপনারা কিজন্য নিদ্রা হইতে আমাকে জাগরিত করিলেন? রাক্ষসরাজ রাবণের কোন অনিষ্ট উপস্থিত হয় নাই ত? ॥ ৬৮ ॥

নিশ্চয়ই অল্পকারণে আমার ন্যায় নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করেন নাই, অতএব আমার জাগরণের হেতু যথার্থরূপে বর্ণনা করুন' ॥ ৬৯ ॥

সেই রাক্ষসগণ বিশাল-নেত্র এবং ভীষণকায় ও পরাক্রমশালী সেই রাক্ষস কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিয়া অতিব্যস্তভাবে রাবণের গৃহে গমন করিলেন ॥ ৭০ ॥

১। ছ 'খল্বপ্রিয়মাগতম্'। ২। ছ 'মামসৌ'। ৩। ছ 'সমু-'। ৪। ছ '-তং'। ৫। ছ অতঃ পরং 'তেঽভিগম্য দশগ্রীবমাসীনং পরমাসনে' ইত্যধিকম্।

উচুর্বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্ব এব নিশাচরাঃ।
প্রবুদ্ধঃ কুম্ভকর্ণোঽসৌ[১] ভ্রাতা তে রাক্ষসাধিপ।
[২]কিং বা তেনৈব নির্যাতু দ্রক্ষ্যস্যেনমথাগতম্ ॥ ৭১ ॥
রাবণস্ত্বব্রবীদ্ধৃষ্টো রাক্ষসাংস্তানুপাগতান্।
দ্রষ্টুমেনমিহেচ্ছামি যথান্যায়ং চ পূজিতম্ ॥ ৭২ ॥
তথেত্যুক্ত্বা তু তে সর্ব্বে পুনরাগত্য রাক্ষসাঃ।
কুম্ভকর্ণমিদং বাক্যমূচু রাবণচোদিতাঃ ॥ ৭৩ ॥
দ্রষ্টুমিচ্ছতি ত্বাং রাজা সর্ব্বরাক্ষসপুঙ্গবঃ।
গমনে ক্রিয়তাং বুদ্ধির্ভ্রাতরং স্বং প্রহর্ষয়[৩] ॥ ৭৪ ॥
কুম্ভকর্ণস্তু[৪] দুর্ধর্ষো ভ্রাতুরাজ্ঞায় শাসনম্।
তথেত্যুক্ত্বা মহাবীর্য্যঃ শয়নাদুৎপপাত হ ॥ ৭৫ ॥

৭১। লো-টী। তেনৈব বর্ত্মনা, অথ অথবা।

৭৫। লো-টী। শাসনমাজ্ঞাম্।

সমস্ত রাক্ষসই অঞ্জলিবদ্ধ-হস্তে বলিলেন—'হে রাক্ষসাধিপ, আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়াছেন; তিনি সেই পথেই যাত্রা করিবেন, অথবা এই স্থানে আগমন করিলে আপনি তাঁহাকে দর্শন করিবেন' ॥ ৭১ ॥

আনন্দিত রাবণ উপস্থিত সেই সমস্ত রাক্ষসকে বলিলেন, আমি উহাকে এই স্থানে যথোচিতভাবে সম্মানিত দেখিতে ইচ্ছা করি' ॥ ৭২ ॥

'যে আজ্ঞা' এই বলিয়া সেই সমস্ত রাক্ষস রাবণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনরায় আগমনপূর্ব্বক কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিলেন—॥ ৭৩ ॥

'সমস্ত-রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহারাজ রাবণ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, অতএব গমনের অভিলাষ করিয়া স্বীয় ভ্রাতাকে আনন্দিত করুন' ॥ ৭৪ ॥

মহাবীর দুর্দ্ধর্ষ কুম্ভকর্ণ ভ্রাতার আদেশ অবগত হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন ॥ ৭৫ ॥

১। ছ '-কর্ণঃ স'। ২। ছ 'কিঞ্চিৎকালেন নির্যাতং দ্রক্ষ্যস্যেনমুপাগতম্'। ৩। ছ 'সংপ্রহ-'। ৪। ছ '-র্ণোঽথ'।

প্রক্ষাল্য বদনং হৃষ্টঃ স্নাতঃ পরমভূষিতঃ।
পিপাসুস্ত্বরয়ামাস[১] পানং বলসমীরণম্ ॥ ৭৬ ॥
ততস্তু[২] ত্বরিতাস্তত্র রাক্ষসা রাবণাজ্ঞয়া।
মদ্যং ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ ক্ষিপ্রং তে সমুপানয়ন্ ॥ ৭৭ ॥
প্রহর্ষণার্থং মনসো রক্তাস্যো[৩] রক্তলোচনঃ।
মহিষাণাং বরাহাণাং মাংসং মদ্যঞ্চ সংস্কৃতম্।
আদদে ক্ষুধিতঃ ক্ষিপ্রং[৪] শোণিতং তৃষিতোঽপিবৎ ॥ ৭৮ ॥
মেদঃকুম্ভাংশ্চ মদ্যং চ পপৌ শক্ররিপুস্তদা।
ভুক্ত্বা চান্নং বহুবিধং কিঞ্চিদ্হৃষ্টমনাভবৎ[৫] ॥ ৭৯ ॥

৭৬। লো-টী। পরমপূজিতো রাক্ষসৈরিত্যর্থঃ। পীয়ত ইতি পানীয়ং বলসমীরণং বলবর্দ্ধকমিত্যর্থঃ।

৭৮। লো-টী। কুম্ভকর্ণস্য প্রহর্ষণার্থং প্রীত্যর্থং সমুপানয়ন্নিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। 'রক্তাস্য' ইতি পরেণান্বয়ঃ। মনসঃ প্রহর্ষণার্থমাদদে গৃহীতবানিতি সার্দ্ধেনান্বয়ঃ।

৭৯। লো-টী। মেদো মাংসবিশেষস্তৎকুম্ভান্। 'হৃষ্টমনাভবদি'তি সন্ধিরার্ষঃ। 'হৃষ্টমনা অভূদি'তি বা পাঠঃ।

[লো-টী]। ঘটসহস্রং মদ্যানামিতি শেষঃ। ভোজনমন্নম্ সমকর্ণান্ সমং সহ কর্ণৈঃ সহ বর্ত্তমানান্। নৈরুক্তোঽনুস্বারলোপঃ। 'সহকর্ম্মণা'মিতি পাঠঃ ক্বচিৎ। 'সমকর্ণাস্ত্রজ্ঠরা'নিতি পাঠে সমং পূর্ব্ববৎ। শূল্যান্ শূল্যপক্বান্ পৈঠরান্ স্থালীপক্বান্ একবিংশতিপুরুষান্ ভুক্ত্বা হৃষ্টমনা অভূদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। কত্তৃণং শুষ্কতৃণম্। উৎকটমত্তঃ অতীব মত্তঃ।

তিনি হৃষ্ট হইয়া মুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক স্নান করিয়া বলবর্দ্ধক পানীয় পান করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন ॥ ৭৬ ॥

অনন্তর রাবণের আদেশে রাক্ষসগণ ব্যস্ত হইয়া অতিশীঘ্র কুম্ভকর্ণের প্রীতির জন্য মদ্য এবং বিবিধ খাদ্য আনয়ন করিলেন। আরক্ত চক্ষু এবং রক্তবর্ণ-মুখবিশিষ্ট কুম্ভকর্ণ ক্ষুধিত হইয়া ক্ষিপ্রতাসহকারে মহিষ এবং বরাহের মাংস ভোজন এবং তৃষিত হইয়া সংস্কৃত মদ্য ও শোণিত পান করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭-৭৮ ॥

অনন্তর ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ বহুকুম্ভ মেদ ও মদ্য পান করিয়া এবং বহুবিধ

১। ছ 'যিযাসু-'। ২। ছ 'ততঃ সুচরিতাস্তস্য'। ৩। ক 'দীপ্তাস্যো দীপ্তলোচনঃ'। ৪। ছ '-মপিবচ্ছোণিতং তদা'। ৫। ছ অতঃ পরং 'পীত্বা ঘটসহস্রং স তথা ভুক্ত্বা চ ভোজনম্। সমকর্ণাস্তজঠরান্ মহিষান শূল্যপৈঠরান্। অষ্টৌ পঞ্চশতান্যেব পুরুষানেকবিংশতিম্ এতৎ সুভক্ষং সুমহদ্দাবাগ্নিরিব কত্তৃণম্ ॥ কুম্ভকর্ণো মহারক্ষো গমনায়োপচক্রমে ঈষদুৎকটমত্তস্তু তেজোবলসমন্বিতঃ ॥' ইত্যধিকম্ ॥

ততস্তৃপ্ত[1] ইতি জ্ঞাত্বা সমীয়ুস্তে নিশাচরাঃ।
শিরোভিশ্চ প্রণম্যৈনং সর্ব্বতঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৮০ ॥
স সর্ব্বান্ সান্ত্বয়ামাস নৈর্ঋতান্ নৈর্ঋতর্ষভঃ[2]।
বোধনাদ্বিস্মিতশ্চাপি[3] রাক্ষসানিদমব্রবীৎ ॥ ৮১ ॥
কিমর্থমহমাগম্য[4] ভবদ্ভিঃ প্রতিবোধিতঃ।
কচ্চিচ্চ[5] কুশলং রাজ্ঞো ভয়ং বো নেহ বিদ্যতে ॥ ৮২ ॥
অথবা ধ্রুবমন্যেভ্যো[6] ভয়ং পরমমুত্থিতম্।
যদর্থং[7] ত্বরিতৈঃ সর্ব্বৈর্ভবদ্ভিঃ প্রতিবোধিতঃ ॥ ৮৩ ॥

৮০। লো-টী। ঈষদ্‌দৃপ্তঃ ইতি জ্ঞাত্বা সমীয়ুস্তেন সহ।
৮২। লো-টী। আদৃত্য আদরপূর্ব্বকম্। 'আহত্যে'তি বা পাঠঃ।

অন্ন ভোজন করিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দিত হইলেন ॥ ৭৯ ॥

অনন্তর রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণকে পরিতৃপ্ত অবগত হইয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক অবনতমস্তকে প্রণাম করত চারিদিকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮০ ॥

রাক্ষসপুঙ্গব কুম্ভকর্ণ সমস্ত রাক্ষসকে সান্ত্বনা দান করত জাগরণে বিস্মিত হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন— ॥ ৮১ ॥

'আপনারা আসিয়া কিজন্য আমাকে জাগরিত করিয়াছেন? রাজার মঙ্গল ত? এবং আপনাদের কোন ভয় উপস্থিত হয় নাই ত? ॥ ৮২ ॥

অথবা, নিশ্চয়ই অন্য হইতে আপনাদের অতিশয় ভয় উপস্থিত হইয়াছে—যে জন্য আপনারা সকলে ত্বরান্বিত হইয়া আমাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন ॥ ৮৩ ॥

১। ছ '-মিতি'। ২। ছ '-তাধিপঃ'। ৩। ছ '-শ্চাসৌ'। ৪। ছ '-মাদৃত্য'। ৫। ছ 'কচ্চিদ্বঃ'। ৬। ছ '-মস্মাকং'। ৭। ছ 'যদহং'।

অদ্য রাক্ষসরাজস্য ভয়মুৎপাটয়াম্যহম্ ।[1]
ঘাতয়িষ্যে[2] মহেন্দ্রং[3] বৈ শাতয়িষ্যামি বা যমম্[4] ॥ ৮৪ ॥

এবং ব্রুবাণং সংক্রুদ্ধং[5] কুম্ভকর্ণমরিন্দমম্ ।
যূপাক্ষঃ সচিবো রাজ্ঞঃ কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ৮৫ ॥

ন নো দেবকৃতং কিঞ্চিদ্ভয়মস্তি নিশাচর ।
মানুষাদ্বৈ[6] ভয়ং রাজ্ঞস্তুমুলং সমুপস্থিতম্ ॥ ৮৬ ॥

ন দৈত্যদানবেভ্যো বা ভয়মস্তি[7] হি তাদৃশম্ ।
যাদৃশং মানুষাদ্রাজ্ঞো ভয়ং[8] ঘোরং সমুত্থিতম্ ॥ ৮৭ ॥

৮৪। লো-টী। শাতয়িষ্যে নাশয়িষ্যে।

৮৬। লো-টী। তুমুলং মহৎ।

৮৭। লো-টী। রাজ্ঞো যাদৃশং ন দৈত্যদানবেভ্যঃ কৃতং পতগভোগিনঃ পতগাৎ পক্ষিণঃ ভোগিনঃ সর্পাৎ।

অদ্য আমি রাক্ষসরাজ রাবণের ভয় বিদূরিত করিব, মহেন্দ্র বা যমকেও বিনাশ করিব' ॥ ৮৪ ॥

শত্রুসংহারক কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ বলিলে যূপাক্ষনামক রাজ-মন্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—॥ ৮৫ ॥

'হে রাক্ষসপুঙ্গব, দেবতা হইতে আমাদের কোন ভয় উপস্থিত হয় নাই, মনুষ্য হইতেই রাজার ভীষণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৮৬ ॥

মনুষ্য হইতে মহারাজের যেরূপ দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, দৈত্য এবং দানব হইতে তাদৃশ ভয় হয় নাই ॥ ৮৭ ॥

১। ছ '-মুৎসাদয়া-'। ২। ছ 'শাত-'। ৩। ছ '-স্রক্ষ'। ৪। ছ 'ভক্ষয়িষ্যামি বানরম্'। ৫। ছ 'সংরব্ধং'। ৬। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি। ৭। ছ 'জাতং পতগভোগিনঃ'। ৮। ছ '-য়মেতদুপস্থিতম্'।

বানরৈঃ পর্ব্বতাকারৈর্লঙ্কা[১] সংপরিবারিতা।
সীতাহরণসন্তপ্তা[২]দ্রামান্নঃ সুমহদ্ভয়ম্ ॥ ৮৮ ॥
একেন বানরেণে[৩]য়ং পূর্ব্বং দগ্ধা মহাপুরী।
[৪]অক্ষঃ কুমারো নিহতো মন্ত্রিপুত্রাঃ সকিঙ্করাঃ ॥ ৮৯ ॥
স্বয়ং রক্ষোঽধিপশ্চাসৌ[৫] পৌলস্ত্যো দেবকণ্টকঃ।
মৃতকল্পো রণে মুক্তো রামেণামিততেজসা ॥ ৯০ ॥
যন্ন দেবৈঃ কৃতং রাজ্ঞো ন দৈত্যৈর্ন চ দানবৈঃ।
কৃতং তদিহ রামেণ বিমুক্তঃ প্রাণসংশয়াৎ ॥ ৯১ ॥
স যূপাক্ষবচঃ শ্রুত্বা ভ্রাতুশ্চ ভয়মাগতম্।
কুম্ভকর্ণো বিবৃত্তাক্ষো[৬] যূপাক্ষমিদমব্রবীৎ ॥ ৯২ ॥

৯০। লো-টী। রণে মুক্তস্ত্যক্তঃ।
৯১। লো-টী। প্রাণসংশয়াৎ প্রাণসঙ্কটাদ্বিমুক্তঃ মোক্ষং প্রাপ্তঃ।

পর্ব্বতাকার প্রকাণ্ড বানরগণ লঙ্কা পরিবেষ্টন করিয়াছে এবং সীতা-হরণে সন্তপ্ত রাম হইতে আমাদের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৮৮ ॥

একটী বানর ইতঃপূর্ব্বে লঙ্কানগরী দগ্ধ করিয়াছে, কিঙ্করগণের সহিত মন্ত্রিপুত্রগণ এবং কুমার অক্ষ নিহত হইয়াছেন ॥ ৮৯ ॥

পুলস্ত্যপুত্র দেবশত্রু রাক্ষসরাজ রাবণ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতপ্রায় হইয়া অতুলনীয় পরাক্রমশালী রাম কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াছেন ॥ ৯০ ॥

দেবতা, দৈত্য এবং দানবনগণ মহারাজ রাবণের যাহা করিতে পারেন নাই, রাম রাবণকে জীবনসংশয় হইতে মুক্ত করিয়া তাহাই করিয়াছেন' ॥ ৯১ ॥

কুম্ভকর্ণ যূপাক্ষের কথায় ভ্রাতার ভয়ের বিষয় শ্রবণ করিয়া বিঘূর্ণিত-নেত্রে যূপাক্ষকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—॥ ৯২ ॥

১। ছ 'লঙ্কেয়মভিবা-'। ২। ছ '-সংপ্রাপ্তা-'। ৩। ছ '-য়েন্দ্রেণ'। ৪। ছ 'কুমারো নিহতশ্চাক্ষো'। ৫। ছ '-শ্চাপি'। ৬। ছ 'বিরূপাক্ষো'।

সর্ব্বমদ্যৈব যূপাক্ষ হরিসৈন্যং সলক্ষ্মণম্।

রাঘবঞ্চ রণে হত্বা পশ্চাদ্ দ্রক্ষ্যামি রাবণম্ ॥ ৯৩ ॥

রাক্ষসাংস্তর্পয়িষ্যামি হরীণাং মাংসশোণিতৈঃ।

রামলক্ষ্মণয়োশ্চাপি স্বয়ং পাস্যামি শোণিতম্ ॥ ৯৪ ॥

তস্যাথ[১] বাক্যং ব্রুবতো নিশম্য সগর্ব্বিতং রোষবিবৃত্ত[২]নেত্রম্।

মহোদরো রাবণযোধমুখ্যঃ কৃতাঞ্জলির্বাক্যমিদং বভাষে ॥ ৯৫ ॥

পশ্চাদপি মহেষ্বাস শত্রূন্ যুধি বিজেষ্যসি।

ত্বদ্দর্শনপরং তাবদ্ ভ্রাতরং দ্রষ্টুমর্হসি ॥ ৯৬ ॥

মহোদরবচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ।

কুম্ভকর্ণো মহাতেজাঃ সংপ্রতস্থে মহাবলঃ ॥ ৯৭ ॥

৯৫। লো-টী। রোষবিবৃত্তং নেত্রং রোষেণ বিবৃত্তে বিপরীতভূতে নেত্রে যস্য তম্।

৯৬। লো-টী। মহেষ্বাস, 'মহাবাহো' ইতি বা পাঠঃ।

'হে যূপাক্ষ, আমি অদ্যই লক্ষ্মণ এবং রামের সহিত সমস্ত বানর-সৈন্যকে যুদ্ধে সংহার করিয়া পরে রাবণকে দর্শন করিব ॥ ৯৩ ॥

বানরদিগের মাংস এবং রক্তদ্বারা রাক্ষসদিগকে তৃপ্ত করিব এবং আমি নিজে রাম ও লক্ষ্মণের রুধির পান করিব' ॥ ৯৪ ॥

রোষবিঘূর্ণিত-নেত্রে গর্ব্বের সহিত কুম্ভকর্ণ এইরূপ বলিলে রাবণসৈন্য-শ্রেষ্ঠ 'মহোদর' তাহা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ বলিলেন—॥ ৯৫ ॥

'হে মহাধনুর্দ্ধর, ইহার পরও শত্রুদিগকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবেন, আপনাকে দর্শন করিতে উদ্‌গ্রীব ভ্রাতা রাবণকে আপনার অগ্রে দর্শন করা উচিত' ॥ ৯৬ ॥

মহোদরের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজস্বী বলবান্ কুম্ভকর্ণ রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ৯৭ ॥

১। ছ 'তথাস্য'। ২। ক '-বিবৃদ্ধঘোষম্'।

[১] সরোষশ্চোৎকটো মত্তঃ সোঽতিকায়শ্চ রাক্ষসঃ।
ব্যক্রামৎ তু পদন্যাসৈঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥ ৯৮ ॥
তমদ্রিশৃঙ্গপ্রতিমং কিরীটিনং স্পৃশন্তমাদিত্যমিবাত্মতেজসা।[২]
বনৌকসঃ প্রেক্ষ্য বিবৃদ্ধমদ্ভুতং ভয়ার্দ্দিতা দুদ্রুবিরে সমন্ততঃ ॥[৩] ৯৯ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে কুম্ভকর্ণপ্রবোধো নাম
সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

[লো-টী।] উদারাণাং দক্ষিণানামনুকূলানামিত্যর্থঃ। উদারাণাং সমর্থানামিতি সম্যগ্রস্তজন্তানামর্থাৎ (?) মন্ত্রানাম্ উদারাণাং যুদ্ধানামনুকূলানীব (?)। উদারো দাতৃ মহতোঽর্দক্ষিণেঽপ্যভিধেয়বদি'তি কোষঃ। ঈষদ্ বভাবিত্যন্বয়ঃ। স শোণিতমদোন্মত্ত ইতি বা পাঠঃ। অতিদীপয়ন্ প্রকাশয়ন্নিতি বা পাঠঃ। রক্ষসাং নেত্রাঞ্জলিরেব মালা তয়া।

৯৯। লো-টী। অদ্রিশৃঙ্গপ্রতিমম্, 'অদ্রিকূটপ্রতিম'মিতি পাঠে স এবার্থঃ। সমন্তাচ্চতুর্দ্দিশম্।

কুম্ভকর্ণপ্রবোধঃ ॥ ৩৭ ॥

ক্রোধোদ্ধত মত্ত বিশালকায় সেই কুম্ভকর্ণ পদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া চলিতে লাগিলেন ॥ ৯৮ ॥

পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ ভীষণাকৃতি সূর্য্যতুল্য তেজস্বী কিরীটধারী কুম্ভকর্ণকে দেখিয়া বানরগণ ভয়ে কাতর হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৯৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে কুম্ভকর্ণপ্রবোধ-নামক
৩৭শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

১। ছ অস্য শ্লোকস্য স্থানে 'উদারাণাং সমর্থানাং তদা রাক্ষসপুঙ্গবঃ। পাত্বা ঘটসহস্রং বৈ গমনায়োপচক্রমে ॥ কুম্ভকর্ণঃ পদন্যাসৈঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্। মহাবলো মহাবাহুঃ প্রতস্থে ভ্রাতুরন্তিকম্ ॥ ঈষদুৎকটমত্তস্তু তেজোবলসমন্বিতঃ। কুম্ভকর্ণো বভৌ ঘোরঃ কালানলচয়োপমঃ ॥ স রাজমার্গং বপুষা প্রদীপয়ন্ সহস্ররশ্মির্বসুধামিবাংশুভিঃ। জগাম নেত্রাঞ্জলিমালয়ার্চ্চিতঃ শতক্রতুঃ স্থানমিব স্বয়ম্ভুবঃ ॥' ইত্যধিকম্'। ২। ছ '-মিবাতিতেজসম্'। ৩। ছ অতঃ পরং 'কেচিচ্ছরণ্যং শরণং স্ম রামং ব্রজন্তি কেচিদ্ব্যথিতা নিপেতুঃ। কেচিদ্দিশঃ সম্বরিতাঃ প্রযাতাঃ কেচিদ্ভয়ার্ত্তা ভুবি শেরতে স্ম' ॥ ইত্যধিকম্।

(৩৮) অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ

ততো রামো মহাতেজা ধনুরাদায় বীর্য্যবান্।
কিরীটিনং মহাকায়ং কুম্ভকর্ণং দদর্শ হ ॥ ১ ॥
তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং পর্ব্বতাকারদর্শনম্।
ক্রমমাণমিবাকাশং পুরা নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ২ ॥
শূলহস্তং[১] মহারৌদ্রং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং ভয়াবহম্[২]।
মেঘস্তনিতনির্ঘোষং দীপ্তজিহ্বং মহাভুজম্[৩] ॥ ৩ ॥
যং দৃষ্ট্বা বানরাঃ[৪] সর্ব্বে বিদ্রবন্তি দিশো দশ[৫]।
সবিস্মিতমিদং[৬] রামো বিভীষণমুবাচ হ ॥ ৪ ॥

২-৪। লো·টী। নারায়ণং বামনং, 'যথা' 'পুরে'তি পাঠঃ। তং দৃষ্ট্বা বিভীষণমুবাচ হেতি সার্দ্ধচতুর্ভিরন্বয়ঃ। যং দৃষ্ট্বা বানরা বিদ্রবন্তি, তং দদর্শ ইত্যপরং বাক্যং, পুনর্বিদ্রুতাং বাহিনীং দৃষ্ট্বেত্যপরম্।

অনন্তর মহাতেজস্বী বলবান্ রামচন্দ্র ধনুক লইয়া বিশাল-শরীর কিরীটধারী কুম্ভকর্ণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১ ॥

পুরাকালে আকাশমণ্ডল-আক্রমণকারী প্রভু নারায়ণের ন্যায় দেখিতে পর্ব্বতাকার শূলধারী অতিশয় উগ্র তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দকারী দীপ্তজিহ্ব মহাবাহু ভয়াবহ যে কুম্ভকর্ণকে দেখিয়া বানরগণ দশদিকে পলায়ন করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া রামচন্দ্র সবিস্ময়ে বিভীষণকে এইরূপ বলি-লেন— ॥ ২-৪ ॥

১। ছ '-বীর্য্যং'। ২। ছ 'মহাবলম্'; অতঃ পরং 'সতোয়াম্বুদসঙ্কাশং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণম্' ইত্যধিকম্। ৩। ছ অতঃ পরং 'কুম্ভকর্ণং মহাকায়ং দদর্শাতিভয়ঙ্করম্' ইত্যধিকম্। ৪। ছ 'বিদ্রুতা দিগ্‌ভ্যো বানরাণাং মহাবলাঃ'। ৫। ছ অতঃ পরং 'বিদ্রুতাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা বর্দ্ধমানঞ্চ রাক্ষসম্' ইত্যধিকম্। ৬। ছ 'সবিস্ময়-'।

কোঽসৌ[১] পর্ব্বতসঙ্কাশঃ কিরীটী হরিলোচনঃ।
লঙ্কায়াং দৃশ্যতে বীরঃ সবিদ্যুদিব তোয়দঃ ॥ ৫ ॥
পৃথিব্যাঃ[২] কেতুভূতোঽসৌ মহামেঘ[৩] ইবোত্থিতঃ।
যং দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্ব্বে বিদ্রবন্তি ভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ৬ ॥
আচক্ষ্ব মে মহান্ কোঽসৌ রাক্ষসো যদি বাসুরঃ।
ন ময়ৈবংবিধং ভূতং[৪] দৃষ্টপূর্ব্বং কদাচন ॥ ৭ ॥
স পৃষ্টো রাজপুত্রেণ রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞঃ কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥
যেন বৈবস্বতো যুদ্ধে বাসবশ্চ পরাজিতঃ।
এষ বিশ্রবসঃ পুত্রঃ কুম্ভকর্ণো[৫] নিশাচরঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। হরিলোচনঃ পিঙ্গললোচনঃ।
৮। লো-টী। ক্লিষ্টং ক্লেশঃ, দুঃখমিতি যাবৎ। অক্লিষ্টং যথা ভবতি তথা কর্ম্ম যস্য তেন।

পর্ব্বতসদৃশ কিরীটধারী পিঙ্গলচক্ষুঃ বিদ্যুৎ-যুক্ত মেঘের ন্যায় লঙ্কানগরীতে ঐ কোন্ বীরকে দেখা যাইতেছে? ॥ ৫ ॥

ঐ যে পৃথিবীর উৎপাতস্বরূপ প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় উত্থিত, যাহাকে দেখিয়া বানরগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতেছে ॥ ৬ ॥

আমার নিকট বলুন, ঐ মহান্ ব্যক্তি কে? রাক্ষস অথবা অসুর? আমি এতাদৃশ প্রাণী পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই' ॥ ৭ ॥

অক্লিষ্টকর্ম্মা রাজপুত্র রামচন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাজ্ঞানী বিভীষণ তাঁহাকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন— ॥ ৮ ॥

'যিনি যুদ্ধে যম ও ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছেন, এই সেই 'বিশ্রবা'র পুত্র কুম্ভকর্ণনামক রাক্ষস ॥ ৯ ॥

১। ছ 'কোঽয়ং'। ২। ছ '-ব্যাং'। ৩। ছ '-মেরুরিবোন্নতঃ'। ৪। ছ 'পূর্ব্বং দৃষ্টরূপং'।
৫। ছ '-কর্ণ ইতি শ্রুতঃ'

অনেন দেবা যুধি দানবাশ্চ যক্ষা ভুজঙ্গাঃ পিশিতাশনাশ্চ।

গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরগুহ্যকাশ্চ সহস্রশো রাঘব সংপ্রভগ্নাঃ ॥ ১০ ॥

শূলপাণিং[১] সমায়ান্তং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।

হন্তুং ন শেকুস্ত্রিদশাঃ কালোঽয়মিতি মোহিতাঃ ॥ ১১ ॥

প্রকৃত্যা রাম তেজস্বী কুম্ভকর্ণো[২] মহাবলঃ।

অন্যেষাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং বরদানকৃতং বলম্।

অস্যৈব তু মহাবাহো নিজমেবৌরসং বলম্ ॥ ১২ ॥

এতেন জাতমাত্রেণ ক্ষুধিতেন মহাত্মনা।

সংভক্ষিতাশ্চাপ্সরসো[৩] মহেন্দ্রানুচরা দশ[৪]।

ভক্ষিতানি সহস্রাণি সত্ত্বানাং সুবহূন্যপি ॥ ১৩ ॥

১০। লো·টী। সংপ্রভগ্নাঃ পরাজিতাঃ।

১২। লো-টী। উর এব ঔরসং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। 'উরো বক্ষসি শ্রেষ্ঠেঽপি'তি কোষঃ। ঔরসং বলং বুদ্ধিবলং বা।

১৩। লো-টী। ন ভক্ষিতাপ্সরস ইতি সন্ধিরার্ষঃ। সপ্তদশেত্যন্বয়ঃ। সত্ত্বানাং প্রজানাম্।

হে রামচন্দ্র, এই কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে সহস্র সহস্র দেব, দানব, যক্ষ, ভুজঙ্গ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও গুহ্যকদিগকে পরাজিত করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

শূলপাণি, মহাবীর, কুম্ভকর্ণকে বধ করিতে দেবতারাও সমর্থ হন নাই, বরং ইহাকে কাল মনে করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

হে রামচন্দ্র, কুম্ভকর্ণ স্বাভাবিক তেজস্বী এবং মহাবীর। অন্য রাক্ষসপুঙ্গবদিগের শক্তি (স্বাভাবিক নয়) বরপ্রাপ্ত, কিন্তু ইহাঁর স্বীয় শক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ॥ ১২ ॥

এই মহাত্মা জন্মিবামাত্রই ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ইন্দ্রের অনুচর দশজন অপ্সরা এবং বহুসহস্র প্রাণীকে ভোজন করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

১। ক '-পাণিনমা-'। ২। ছ '-র্ণঃ সুদুর্জ্জয়ঃ'। ৩। ছ 'ভক্ষিতাপ্সরসঃ সপ্ত'। ৪। ছ অতঃ পরং 'ঋষীণাঞ্চ সহস্রাণি রক্ষসানেন রাঘব'। ইত্যধিকম্।

সততং ভক্ষ্যমাণাস্তু[1] প্রজা ভয়নিপীড়িতাঃ।
যান্তি স্ম শরণং শক্রং তং চাপ্যর্থং ন্যবেদয়ন্ ॥ ১৪ ॥
স কুম্ভকর্ণং কুপিতো মহাত্মা জঘান বজ্রেণ শিতেন শক্রঃ।
স শক্রবজ্রাভিহতো মহাত্মা চচাল কোপাচ্চ ভৃশং ননাদ ॥ ১৫ ॥
তস্য নানদ্যমানস্য কুম্ভকর্ণস্য রক্ষসঃ।
শ্রুত্বা স্বভাববিত্রস্তাঃ[2] প্রজা ভূয়োঽপি তত্রসুঃ[3] ॥ ১৬ ॥
ততঃ কোপাদ্ বিবৃত্তাস্যঃ[4] কুম্ভকর্ণঃ সুদুর্জয়ঃ[5]।
নিকৃষ্যৈরাবতাদ্দন্তং জঘানোরসি বাসবম্ ॥ ১৭ ॥

১৫। লো-টী। চচাল চুক্রোধ। চল কম্পনে।

১৬। লো-টী। স্বয়ম্ভূর্বক্ষাপি বিত্রস্তঃ। 'স্বভাবসংত্রস্তা' ইতি বা পাঠঃ। ভূয়শ্চ, 'ভূয়োঽপী'তি বা পাঠঃ।

১৭। লো-টী। নিকৃষ্য উৎপাট্য তেন দন্তেন।

প্রাণীদিগকে সর্ব্বদা আহার করায় তাহারা ভয়ে ভীত হইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে এবিষয় জ্ঞাপন করিল ॥ ১৪ ॥

তখন সেই মহাত্মা ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত বজ্র দ্বারা কুম্ভকর্ণকে আঘাত করিলেন। বজ্রাহত কুম্ভকর্ণ ক্রোধে বিচলিত হইয়া ভীষণ শব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

সেই কুম্ভকর্ণ-রাক্ষসের ভীষণ শব্দ শুনিয়া স্বভাবভীত প্রাণিগণ পুনরায় ভীত হইল ॥ ১৬ ॥

অনন্তর কুম্ভকর্ণ ক্রোধে মুখ বিকৃত করিয়া ঐরাবতের দন্ত উৎপাটন করত ইন্দ্রের বক্ষে আঘাত করিলেন ॥ ১৭ ॥

১। ছ 'তাস্তথা'। ২। ছ 'স্বয়ম্ভূর্বিত্রস্তঃ'। ৩। ছ '-স্বশ্চ'। ৪। ছ 'বিদীর্ণাস্যং'। ৫। ছ 'মহাবলঃ'।

কুম্ভকর্ণপ্রহারার্তো[১] বিহ্বলোঽভূৎ স বাসবঃ।

ততো বিষেদুঃ সহসা দেবা ব্রহ্মর্ষিসত্তমাঃ ॥ ১৮ ॥

প্রজাভিঃ সহ শক্রস্তু[২] যযৌ স্থানং স্বয়ম্ভুবঃ।

কুম্ভকর্ণস্য দৌরাত্ম্যং শশংসুস্তে[৩] প্রজাপতেঃ ॥ ১৯ ॥

প্রজানাং ভক্ষণঞ্চৈব দেবানাং ধর্ষণং[৪] তথা।

আশ্রমধ্বংসনং চাপি[৫] পরস্ত্রীহরণানি চ ॥ ২০ ॥

এবং প্রজা যদি ত্বেষ[৬] ভক্ষয়িষ্যতি নিত্যশঃ।

অচিরেণৈব কালেন শূন্যা ভূমির্ভবিষ্যতি[৭] ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টী। 'বিহ্বসিতবাসব' ইতি পাঠঃ। 'বিহ্বলঃ সমপদ্যতে'তি পাঠে অবশোঽভূদিত্যর্থঃ।

১৯। লো-টী। প্রজাপতেঃ স্থানে ইত্যর্থঃ।

২০। লো-টী। ধর্ষণং পরাভবম্।

কুম্ভকর্ণের প্রহারে ব্যথিত হইয়া ইন্দ্র বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাহাতে দেবতা এবং ব্রহ্মর্ষিগণ সহসা বিষণ্ণ হইলেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর ইন্দ্র প্রজাগণের সহিত ব্রহ্মার ভবনে গমন করিলেন। তাঁহারা কুম্ভকর্ণের প্রজাভক্ষণ, দেবধর্ষণ, আশ্রমধ্বংস, পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি অত্যাচারের বিষয় ব্রহ্মার নিকট বর্ণনা করিলেন ॥ ১৯-২০ ॥

[তাঁহারা বলিলেন] "এই কুম্ভকর্ণ এতাদৃশ ভাবে প্রজাগণকে নিয়ত ভোজন করিলে অচিরকাল মধ্যেই পৃথিবী জনশূন্য হইবে" ॥ ২১ ॥

১। ক 'স বিহ্বলিত-'। ২। ছ '-ক্রশ্চ'। ৩। ছ-ট 'স শশংস'। ৪। ছ '-নাঞ্চ প্রধর্ষণম্'। ৫। ছ '-শ্চৈব'। ৬। ছ 'রাক্ষসঃ'। ৭। ছ 'লোকঃ শূন্যো ভবি-'।

বাসবস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
রাক্ষসং[১] চাহ্বয়ামাস কুম্ভকর্ণং দদর্শ[২] চ ॥ ২২ ॥
অথাসৌ[৩] তং সমীক্ষ্যৈব বিস্মিতোঽভূৎ প্রজাপতিঃ।
কুম্ভকর্ণং[৪] মহাবীর্য্যং স্বয়ম্ভূরিদমব্রবীৎ ॥ ২৩ ॥
ধ্রুবং লোকবিনাশায় পৌলস্ত্যেনাসি নির্ম্মিতঃ।
যস্মাৎ ত্বমীদৃশঃ শূরো[৫] লোকং হিংসিতুমুদ্যতঃ ॥ ২৪ ॥
তস্মাৎ ত্বমদ্য প্রভৃতি মৃতকল্পঃ শয়িষ্যসে[৬]।
ব্রহ্মশাপাভিভূতশ্চ নিপপাত স রাক্ষসঃ ॥ ২৫ ॥
ভ্রাতরং পতিতং দৃষ্ট্বা নিদ্রয়া সমভিপ্লুতম্।
ততঃ পরমসম্ভ্রান্তো রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥

২৫। লো-টী। ব্রহ্মণশ্চতুর্ম্মুখস্য শাপেন তাদৃশবাক্যেন।

ব্রহ্মা ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুম্ভকর্ণ-রাক্ষসকে আহ্বানপূর্ব্বক দর্শন করিলেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর স্বয়ম্ভু প্রজাপতি মহাবীর কুম্ভকর্ণকে দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া বলিলেন—॥ ২৩ ॥

'তুমি নিশ্চয়ই পৌলস্ত্যকর্ত্তৃক লোকবিনাশার্থ সৃষ্ট হইয়াছ। যেহেতু তুমি ঈদৃশ বীর হইয়া লোকদিগকে হিংসা করিতে উদ্যত হইয়াছ, অতএব তুমি আজ হইতে মৃতকল্প হইয়া শয়ন করিবে', এইরূপ ব্রহ্মার শাপে সেই রাক্ষস কুম্ভকর্ণ অভিভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন ॥ ২৪-২৫ ॥

রাবণ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া নিপতিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—॥ ২৬ ॥

১। ছ 'রক্ষাংস্তাবাহয়ৎ সদ্যঃ'। ২। ছ 'হ'। ৩। ছ 'তথা-'। ৪। ছ 'দৃষ্ট্বা চিরস্য চৈবৈনং।' ৫। ছ 'ক্রূরো'। ৬। ক '-সি', ছ অতঃ পরং 'ত্বং পুরা বৃতবান্ নিদ্রাং গোকর্ণে তু তপোবনে' ইত্যধিকম্।

ন কৃত্বা কাঞ্চনো বৃক্ষঃ ফলকালে নিপাত্যতে।
ন নপ্তারং[1] স্বয়ং ন্যায্যং[2] শপ্তুমেবং প্রজাপতে ॥ ২৭ ॥

ন ত্বার্য্যবচনং মিথ্যা স্বপ্স্যত্যেষ[3] ন সংশয়ঃ।
কালশ্চ[4] ক্রিয়তামস্য স্বপ্নে জাগরণে তথা ॥ ২৮ ॥

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা স্বয়ম্ভুরিদমব্রবীৎ।
স্বপ্স্যত্যেষ হি[5] ষণ্মাসানেকাহং জাগরিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

স এষ বীর একাহং ক্ষুধিতো বিচরন্ ভুবি[6]।
আত্মতুল্যং মহৎ কর্ম্ম আহারং চ করিষ্যতি ॥ ৩০ ॥

ব্যসনস্থেন তেনায়ং কুম্ভকর্ণঃ প্রবোধিতঃ।
ত্বৎপরাক্রমভীতশ্চ রাজা সম্প্রতি রাবণঃ ॥ ৩১ ॥

২৭। লো-টী। ফলকালে ন নিপাত্যতে ইত্যন্বয়ঃ। 'কৃত্বা তু কাঞ্চন' ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ।

২৯। লো-টী। স্বপ্নে শয়নে।

'হে পিতামহ, স্বয়ং উৎপন্ন করিয়া চম্পকবৃক্ষকে যেরূপ ছেদন করা যায় না, সেইরূপ পৌত্রকেও স্বয়ং অভিশাপ দেওয়া উচিত নহে ॥ ২৭ ॥

আর্য্যের বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না, অতএব এই কুম্ভকর্ণ নিশ্চয়ই শয়ন করিবে, কিন্তু শয়ন এবং জাগরণের একটা সময় নির্দ্ধারণ করুন' ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মা রাবণের বাক্য শুনিয়া বলিলেন, এই কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রা যাইবে এবং একদিন জাগরিত থাকিবে' ॥ ২৯ ॥

সেই এই কুম্ভকর্ণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করত একদিন নিজের অনুরূপ মহৎ কর্ম্ম এবং আহার করিতে থাকিবে ॥ ৩০ ॥

আপনার পরাক্রমে ভীত মহারাজ রাবণ বিপন্ন হইয়া সম্প্রতি কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিয়াছেন' ॥ ৩১ ॥

১। ছ 'নপ্তা বৈ'। ২। ছ 'ন্যায্যঃ'। ৩। ছ '-ত্যেব'। ৪। ছ '-স্য'। ৫। ছ 'তু'। ৬। ছ 'বনে'।

১২। **দেবতামূর্ত্তিপ্রকরণ**—(রূপমণ্ডন সহিত) টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতি সহ—শ্রীউপেন্দ্রমোহন সাংখ্যতীর্থ সম্পাদিত। ইংরাজী ভূমিকা সহিত।

মূল্য—৫৲ টাকা।

১৩। **কুমারসম্ভব**—মল্লিনাথকৃত টীকা, ভরতমল্লিক, নারায়ণ ও নাথকৃত টীকা-সারভূত টিপ্পনী, অন্বয়, বাচ্যান্তর, বঙ্গানুবাদ সহ—শ্রীরামধন কাব্য-স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত। হিন্দী-ভাষানুবাদাদি সহিত।

মূল্য—১৷৹ টাকা।

১৪। **ছন্দোমঞ্জরী**—টীকা, বঙ্গানুবাদ, সূচীপত্রাদি সহ—শ্রীরামধন ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ সম্পাদিত।

মূল্য—১৲ টাকা।

১৫। **সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী**—(সাংখ্যতত্ত্ববিলাসীয় উপোদ্ঘাত সহিত) ভূমিকা, টিপ্পনী প্রভৃতি সহ—শ্রীরমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ সম্পাদিত।

মূল্য—১৷৹ টাকা।

১৬। **সামবেদসংহিতা**—সায়ণভাষ্য, ইংরাজী অনুবাদাদি সহ—শ্রীভববিভূতি ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাভূষণ, এম্-এ সম্পাদিত। ৬ষ্ট খণ্ড।

পূর্ব্বার্চিক। মূল্য—১২৷৹ টাকা।

মূল সংহিতাপাঠ। " মূল্য— ১৲ টাকা।

১৭। **গোভিল-গৃহ্যসূত্র**—ভট্টনারায়ণকৃত ভাষ্যাদি সহ—শ্রীচিন্তামণি ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত।

মূল্য—১২৲ টাকা।

১৮। **ন্যায়দর্শন**—বৃত্তি-ভাষ্য-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা সহ—শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ ও শ্রীতারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ সম্পাদিত।

(১—৩ অধ্যায়)। মূল্য—১০৲ টাকা।

১৯। **শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি**—(পরমহংস পূর্ণানন্দ সরস্বতীকৃত তন্ত্রশাস্ত্র) টীকা-টিপ্পনী সহ—৺ভুবনমোহন সাংখ্যতীর্থ ও শ্রীচিন্তামণি ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। তিন খণ্ড।

মূল্য—১৪৲ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড (২০—২৬শ প্রকাশ পর্য্যন্ত সমাপ্ত)। মূল্য—২৲ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড (মুখবন্ধ-সূচীপত্রাদি)। মূল্য—১৲ টাকা।

২০। **রঘুবংশ**—মল্লিনাথকৃত টীকাদি সহ—শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ সম্পাদিত।

মূল্য—৯৲ টাকা।

হিন্দীভাষানুবাদ। মূল্য—৷৹ আনা।

২১। **চতুরঙ্গদীপিকা**—(মহামহোপাধ্যায় শূলপাণিকৃত) ইংরাজী ভূমিকা, অনুবাদ, টিপ্পনী প্রভৃতি সহ—শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম্-এ, পি-এচ্-ডি, কাব্যতীর্থ সম্পাদিত।

মূল্য—৩৲ টাকা।

২২। **ন্যায়পরিশিষ্ট**—(উদয়নাচার্য্য-কৃত) বর্দ্ধমান-প্রকাশ, ইংরাজী ভূমিকা প্রভৃতি সহ। শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, এম্-এ সম্পাদিত।

মূল্য—৫৲ টাকা।

২৩। **যুক্তি-দীপিকা** (সাংখ্যসপ্ততিবিবরণ)—ইংরাজী ভূমিকা, সূচী প্রভৃতি সহ। শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী সাংখ্য-ব্যাকরণতীর্থ, এম্-এ সম্পাদিত।

মূল্য—৫৲ টাকা।

২৪। **নন্দিকেশ্বর-কাশিকা**—উপমন্যুকৃত টীকা সহ। মূল্য—।০ আনা।

তত্ত্বচিন্তামণি—(গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত) ইংরাজি ভূমিকা, অনুবাদ প্রভৃতি সহ। শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, এম্-এ সম্পাদিত। যন্ত্রস্থ।

মেট্রোপলিটান্ প্রিন্টিং এণ্ড্ পাব্লিশিং হাউস্, লিমিটেড্

হেড্ অফিস্—৪বি, কাউন্সিল্ হাউস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।